

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে যেমন দেখেছি

দীপক কুমার ঘোষ



মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন দেখেছি

দীপক কুমার ঘোষ



কলকাতা প্রকাশন

৪৮/১২ দেহাজি সুভাষচন্দ্র বসু রোড

কলকাতা - ৭০০ ০৪০

Mamatake Bandopadhyayke Jemon Dekhechi

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন দেখেছি

এই বইয়ের যাবতীয় তথ্য ও মন্তব্যের দায় লেখকের নিজস্ব

© Kolkata Prakashana

এই বইয়ের লিখিত কোনো অংশ বিনা অনুমতিতে মুদ্রণ করা যাবে না

প্রচ্ছদ : রাজর্ষি দত্ত

মুদ্রণ : একাদশ

গ্রুফ রিডিং : শঙ্কর দাস

দাম : ২০০ টাকা

বর্ষ সংস্থাপন : সোনু ক্রিয়েশন,

১৪৪ অরবিন্দ সরণি

কলকাতা - ৭০০ ০০৬

কলকাতা প্রকাশনের পক্ষে সৌরভ মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত
ও প্রিন্ট পাব কলকাতা দ্বারা মুদ্রিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নিম্নলিখিত ব্যক্তির-সহ আরো অনেকের থেকে আমি যে উৎসাহ ও সহায়তা পেয়েছি, তার জন্য কৃতজ্ঞ এবং সকলকে ধন্যবান জানাচ্ছি।

১. অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল
২. শ্রী হিমাংশু হালদার
৩. শ্রী দিলীপ চক্রবর্তী
৪. শ্রী অমিতাভ মজুমদার
৫. শ্রী বলাই চক্রবর্তী
৬. শ্রী নির্বেদ রায়
৭. আমার যে বন্ধু আমাকে (ক) শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও (খ) পুরীর 'সোনার তরী' হোটেলের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে সাহায্য করেছেন।
৮. সেই সমস্ত সংবাদপত্র, পত্রিকা ও টি.ভি চ্যানেল, যাদের রিপোর্ট, মন্তব্য ও ছবি তাদের আনুষ্ঠানিক অনুমতি ছাড়াই ব্যবহৃত হয়েছে।
- আরো কেউ কেউ নিরুৎসাহিতও করেছেন। তাঁরা ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বৃক্ষে জল দিচ্ছেন, সে বৃক্ষটিকে থাকলে এবং বেড়ে উঠলে তাঁরাও তার শিকার হবেন।

দীপক কুমার ঘোষ

কলকাতা. ১৮.০৫.২০১২

এগারো	গ্রাসরুট ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট—ও মমতা-সহ কিছু মানুষের ব্যক্তিগত মুনাকা অর্জন।	১৩৩
বারো	স্ব-ঘোষিত 'সত্যতার প্রতীক' মমতা, বস্তুত একজন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক।	১৬০
তের	কৃতিত্বের ভূয়ো দাবি—তিনি কোথা থেকে টাকা পেয়েছেন; যদি তিনি টাকা পেয়েই থাকেন তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে আর্থিক সহায়তার প্যাকেজের জন্য চরম সময়সীমা দিচ্ছেন কেন?	১৬৫
চোদ্দ	মমতা বন্টোপাধ্যায় ও পুলিশ	১৬৭
পনের	মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দপ্তর স্বাস্থ্যমন্ত্রকের হালচাল	২০০
বেল	জঙ্গলমহলে মমতার সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা	২০২
সতের	দার্জিলিং থেকে গোর্খাল্যান্ড — মমতার অনেক ভুলের মধ্যে সর্বাধিক গুরুতর ভুল	২০৯
আঠের	বাংলাদেশের সঙ্গে তিন্তা জলচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে দেরি হওয়া দুদেশের পক্ষেই বিপজ্জনক।	২১৩
উনিশ	স্টলেকের প্রটগুলিকে নিষ্কর করে দেওয়ার বিপজ্জনক সরকারি পদক্ষেপ	২১৬
কুড়ি	স্থানাভাবে এই পুস্তিকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়নি	২২১
একুশ	আমি কে (লেখকের নিজের কথা)	২২৪

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন দেখেছি

লেখকের নিবেদন

গত, ১৮ মে, ২০১২ শুব্বার বিকেলে, মমতা ব্যানার্জির মুখ্যমন্ত্রী হবার প্রথম বর্ষ পূর্তির মাত্র ২ দিন আগে, কলকাতা প্রেস ক্লাবে অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল যখন আমার লেখা “Mamata Banerjee As I have known her Or the Goddess That failed” ইংরেজি বইটির আবরণ উন্মোচন করছিলেন, প্রায় তক্ষুনি মমতা ব্যানার্জির স্নেহন্য জনৈক জালিয়াত সাংবাদিক নামধারী একটি চিট ফান্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বা 'C.E.O. কর্তৃক প্রেরিত একদল যুবক যুবতী সাংবাদিক পরিচয়ে প্রেস ক্লাবে ঢুকে অধ্যাপক সান্যালকে বাধা দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং প্রেস ক্লাবের এককোণে রাখা প্রায় শতাধিক বই লুট করে। যদিও তার আগেই উপস্থিত প্রায় ৪০ জন আমন্ত্রিত বিশিষ্ট সাংবাদিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবী বইটির প্রাপ্তি স্বীকার করেন। একখানা খাতায় সাক্ষর করেছিলেন।

৯৭ পাতার সরকারি দলিল, চিঠিপত্র ও ফটোগ্রাফ এবং ৮৩ পৃষ্ঠা মন্তব্য-সহ ১৮০ পৃষ্ঠার এই বইটি সম্বন্ধে বৃহৎ বাণিজ্যিক বাংলা সংবাদপত্রগুলি গত এক মাসের অধিক সময় ধরে মৌনব্রত অবলম্বন করে আছে। তাদের সবারই শুধু লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারি বিজ্ঞাপন হারানোর ভয়ই নয়, মমতা ব্যানার্জির দলের সাংসদ ও বিধায়কদের ভোটপ্রত্যাশী ভারতের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী জনৈক সুপরিচিত ব্যক্তি বৃহৎ বাণিজ্যিক সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকদের জনে জনে সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন এই বইটির তথ্য নিয়ে একটিও মমতা-বিরোধী সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশিত না হয়।

ইংরেজি বইটির দু'হাজার কপি ও তার বাংলা ভাষ্যের পাঁচ হাজার কপি ছাপানো ও প্রকাশনার দায়িত্ব নিতে কোনও পরিচিত প্রকাশনা সংস্থাকেই রাজি করানো যাচ্ছিল না, এমনকী সমস্ত খরচ অগ্রিম দেওয়া হবে এবং কোনো লভ্যাংশ দাবি করা হবে না, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েও কাউকে রাজি করানো যাচ্ছিল না। অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে আমাকে এই কথাগুলি লিখতে হলো, যাতে পাঠকেরা বুঝতে পারেন যে, এই এক বছরের মধ্যেই অধিকাংশ সংবাদপত্র এমনকী প্রকাশনা সংস্থাকেই কিরকম সংঘাতিক হিটলারি ভয় ধরিয়ে দিয়েছে মমতা ব্যানার্জি। বিশ্ববিখ্যাত বুকস পুরস্কার জয়ী ভারতীয়

বংশোদ্ভূত লেখক সলমন রুশদি লিখেছেন, “ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা কি, যদি না তা কারো না কারো মনোবেদনার কারণ হয়?”

অবশ্য, এই ভয় দেখানোর কাজ এই সরকারের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল, যখনই সব সাংবাদিকের পুরনো সরকারি পরিচয়পত্র বাতিল করে নতুন পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করতে বলে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল, যে সরকারি নির্দেশ বহু প্রবীণ সাংবাদিক অগ্রাহ্য করেছেন। এটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়, যখন প্রচলিত গ্রন্থাগার আইন ও বিধি অগ্রাহ্য করে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে দু’টি কাজ করেন মমতা ব্যানার্জি। প্রথমটি হচ্ছে, সারা রাজ্যে যেসব শত শত সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সাধারণ গ্রন্থাগার আছে সেখানে কোন্ কোন্ সংবাদপত্র রাখা যাবে, (অর্থাৎ অন্য কোন সংবাদপত্র রাখা যাবে না।) দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মফসসল অঞ্চলে প্রকাশিত শত শত ক্ষুদ্র সংবাদপত্র বা লিটল ম্যাগাজিনে কোনো সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না। যে কোনো স্বৈরাচারী শাসকই এই কাজটাই প্রথমে করে, যাতে স্বৈরাচারী কুশাসনের সংবাদ জনসাধারণ সহজে জানতে না পারেন। ভারত সরকারের R. N. I. Registration ছাড়া কোনো কাগজেই সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া আইনত নিষিদ্ধ। তবু মমতা ব্যানার্জি, যিনি নিজেই তথ্য দপ্তরের মন্ত্রী, বহু চিটফাণ্ড মালিকদের খবরের কাগজের RNI Registration না থাকা সত্ত্বেও তাদের লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারি বিজ্ঞাপন পাইয়ে দিয়ে টেবিলের তলা দিয়ে তাদের মালিকদের কাছ থেকে তার চার গুণ টাকা তুলে নিচ্ছেন।

উপায়ান্তর না দেখে আমি ইন্টারনেটে সম্পূর্ণ বইটি প্রকাশ করতে বাধ্য হই। অসংখ্য মানুষ ইন্টারনেটে বইটি দেখেই শুধু আমাকে জানাননি, বইটির সম্পূর্ণ অংশ বা সারাংশ তাঁদের অজস্র বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকের কর্তব্য পালন করেছেন।

বই প্রকাশের ১৫/১৬ দিনের মধ্যেই মমতা ব্যানার্জি সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং তাঁর নির্দেশে সেই জালি সাংবাদিক আমার ওয়েবসাইট থেকে সম্পূর্ণ বইটিই উধাও করে দেন। কিছু সামাজিক কর্তব্য সচেতন নাগরিক অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এই খবরটি আমাকে জানান এবং আমি ইন্টারনেটের আর একটি ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ বইটিই নতুন করে তুলে দিই। অনেক নাগরিক আবার সেটি দেখতে পেয়ে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আশা করি, মমতা ব্যানার্জি বা সেই জালি সাংবাদিক ভবিষ্যতে আর এ রকম অবৈধ কাজ করবেন না। এ ধরনের অপরাধমূলক কাজের জন্য আইনে জেল ও জরিমানার বিধান রয়েছে।

অবশেষে আমার এক পরিচিত সমাজকর্মী ও সুপরিচিত লেখক মাণিক মণ্ডলের

ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা ইংরেজি বইটি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার পুরো দায়িত্ব নেন। গত ১২ জুন মাত্র ২০০০ কপি ইংরেজি বই ছাপিয়ে বাঁধিয়ে প্রকাশ করা মাত্রই সবকটি কপিই লোকে কিনে নেয়। দিল্লিসহ অনেক জায়গাতেই ইংরেজি বইটি পাঠানো শুরু হয়েছে। দু'শো বিশেষ কপি এখন বিক্রি হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের আপামর সাধারণ মানুষের কাছে বইটি পৌঁছে দেবার জন্যই এই বাংলা প্রথম সংস্করণটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

১৯৯০ সালের ১৬ আগস্ট মিছিল কবার সময় মাথায় সিপিএমের গুল্লা লালু আলমের ডান্ডা খেয়েই, মমতা ব্যানার্জি রাজিব গান্ধীর বদান্যতায় প্রদেশ কংগ্রেস মনোনীত যুব কংগ্রেস সভাপতি তাপস রায়ের বদলে পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে যান। ১৯৯৩ সালে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যাবার আগে থেকেই তিনি দলবিরোধী কার্যকলাপ শুরু করেন, যার মধ্যে ছিল প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওকেও আগে কিছুই না জানিয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসভায় কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করা।

১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত ১৩ জন যুবকের তাজা রক্তে ভেজা পথ মাড়িয়েই মমতা ব্যানার্জি জননেত্রী হয়ে গেলেন। সেদিন যে স্বরাষ্ট্র সচিব মণীশ গুপ্ত গুলি চালনার সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেই ব্যক্তিই আজ তাঁর মন্ত্রিসভায় সহকর্মী। অবশ্য তারও আগের ঘটনা ১৯৯০ সালে বানতলা কাণ্ড ধামাচাপা দেবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ২ পুলিশ অফিসারের মধ্যে মহম্মদ হায়দার আজিজ সফিও এখন মন্ত্রী। অন্যজন অবনী জোয়ারদার এখন বিধায়ক। এমনকী, যে রক্ষিত পচনন্দা ১৯৯৮ সালের ২৫ অক্টোবর বেদিভবনের ঘটনার সময় মমতার নিজের ভাষায় “আমাকে কামড়ে দিয়েছে, আমার শাড়ি ব্লাউজ ছিঁড়ে দিয়েছে”, তিনিই আজ মমতার পুলিশ কমিশনার ও পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ডের ধামাচাপা দেবার চেষ্টার সঙ্গী। ১৯৯৪-এ বারাসতে যুব কংগ্রেসের উপর পুলিশি হামলায় ও গুলিতে নিহত কংগ্রেসী কর্মী হত্যাকারী, জেলার তৎকালীন পুলিশকর্তা রচপাল সিংহও আজ মমতার মন্ত্রী।

যে সূরত মুখোপাধ্যায়কে মমতা নিজে প্রথম “তরমুজ” আখ্যা দিয়েছিলেন (কেননা বাইরে কংগ্রেসী হলেও ভিতরে ভিতরে তাঁর গোপন আঁতাত ছিল সিপিএমের সঙ্গে) এবং যিনি গত ১০ বছরে অন্তত ৪ বার দলবদল করেছেন, মমতার সেই সূরতদাও আজ মন্ত্রী।

আমি ১৩ বছরেরও বেশি সময় মমতা ব্যানার্জিকে দিনে গড়ে ৬ ঘণ্টারও বেশি সময় খুব কাছ থেকে দেখেছি। তারও আগে ১৯৮৪ সালে তিনি বয়স ভাঁড়িয়ে প্রথমবার যখন যাদবপুর থেকে সাংসদ হন, তখন আমি দিল্লিতেই উদ্যোগ ভবনে কর্মরত ছিলাম। তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রীর ঘরের সামনে ধরনা দেবার সময় থেকেই তাঁকে চিনতাম।

আই.এ.এস. চাকুরি থেকে অবসর নেবার পরদিনই ১৯৯৫ সালের ১ নভেম্বর আমি রাজ্য কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি সোমেন মিত্রের বাড়ি গিয়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেই। তিনি আমাকে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে দলের ইস্তাহার রচনা কমিটির সম্পাদক করে দিয়েছিলেন। সভাপতি ছিলেন অজিত কুমার পাঁজা। সেবার মমতা ব্যানার্জি নিজের মর্জিমতো লোকসভা ও বিধানসভার আসনের ভাগ পাননি বলেই প্রকাশ্যে অনেক কংগ্রেস প্রার্থীকে গুল্লা, বদমায়েশ বলে গালিগালাজ তো করতেনই, উপরন্তু একদিন আলিপুরে গাড়ির বনেটের উপর দাঁড়িয়ে কালো শাল গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যার হুমকির নাটকও করেছিলেন। তাঁর বিরোধিতার জন্যই সেবার কংগ্রেস অন্তত ২৫টি আসন কম পায়। তা না হলে, সেবারই কংগ্রেস অন্তত ১১০টি বিধানসভা আসনে জিততে পারত। যে সুলতান আমেদকে তিনি গুল্লা বলেছিলেন, সেই সুলতান আমেদ আজ মমতার দলের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী।

তখন থেকেই মমতা ব্যানার্জি নিজের দল গড়বার সুযোগ খুঁজছিলেন। অবশেষে সেই দল তৃণমূল কংগ্রেস, ১ জানুয়ারি, ১৯৯৮ এ নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতি পায়। যে সাংসদ অজিত কুমার পাঁজার সহযোগিতা না পেলে মমতা ব্যানার্জি নিজের দল গড়তে পারতেন না, দলের প্রথম চেয়ারম্যান হয়েও সেই অজিত কুমার পাঁজা মমতারই দুর্ব্যবহারে ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় দলত্যাগ করেন। সেই থেকে মমতা ব্যানার্জি দলীয় সংবিধান ও বিধি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দলের চেয়ারপার্সন হয়ে গত ১০ বছরে এক সর্বস্ব স্বৈরাচারী হয়ে বসে আছেন। নিজ দলের গণতন্ত্র হত্যাকারী, রাজ্যের গণতন্ত্রকে যে কি চোখে দেখেন তা বলাই বাহুল্য।

শুধু তাই নয়, নির্বাচনী তহবিল, নিজের নির্বাচনের খরচের হিসাব, প্রাসবুট ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, যে ট্রাস্ট প্রাসাদ সদৃশ তৃণমূল কংগ্রেস ভবন তৈরি করতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোটি টাকারও অধিক চাঁদা তুলেছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ভবনের দোতলায় সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নিজস্ব বাসভবন ও অফিস মাসিক এক টাকা ভাড়া সম্পূর্ণ অবৈধভাবে দখল করে রেখেছেন। দলে কোনো সদস্য তালিকা নেই। নেই কোনো তহবিলের হিসাব। প্রাক্তন সিপিএম ভক্ত (এখন ভোল পালটে মমতা অনুরাগী) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আয়কর আধিকারিক, আসল ব্যাপারটাই চোখে রেখে তথ্য জ্ঞানার অধিকার আইনে আমার পাঠানো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না।

এই তৃণমূল সর্বস্ব কেন্দ্রীয় রেলদপ্তরকে আই.সি.ইউতে (দীনেশ ত্রিবেদীর ভাষায়) পাঠিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গকেও আই. সি.ইউ. তেই শুধু নয়, ভেটিলেটরে পাঠিয়ে অবশ্যস্তাবী শ্মশান যাত্রার ব্যবস্থা করছেন। যাঁর সরকারের নুন আনতে পাঁচ ফুরায়, কর্মচারীদের বেতন দেবার জন্য প্রতি মাসে আড়াই/তিন হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে দেনা করতে হয়, তিনি আজ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় কারণে কোটি কোটি টাকার দানসত্র খুলে নিজের লোকেদের পকেট ভরানো চেষ্টা করেই

চলেছেন। এমনকী যে রিজওয়ানুর হত্যার বিরুদ্ধে জনগণ গর্জে উঠেছিলেন, সেই খুনী ব্যবসায়ীদের বাঁচাতে তাদের ব্র্যান্ড অ্যামসাডার হিন্দি চলচ্চিত্র অভিনেতা শাহরুখ খানকেই রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যামসাডার করে দিয়েছেন। এই সুযোগে শাহরুখ বাবুও সরকারের ও কলকাতা কর্পোরেশনের পাওনা কোটি কোটি টাকা ফাঁকি দিচ্ছেন। তার বদলে তিনি প্রকাশ্যে লক্ষ লোকের সমাবেশে মমতা ব্যানার্জির মাথায় চুমু দিয়ে তাঁকে ধন্য করেছেন। অবশ্য রাজ্যের এই ব্র্যান্ড অ্যামসাডার এখনও পর্যন্ত রাজ্যের জন্য এক পয়সারও লগ্নির ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

দুঃখের বিষয়, রাজ্যের এক শ্রেণির তথাকথিত গুণীজন, (অবশ্যই এরা সবাই তাঁর অনুগ্রহভাজন হয়ে মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ সরকারি টাকা রোজগার করছেন এবং তাঁর বন্দনা করেই চলেছেন) তাঁরা ভুলে গেছেন যে, কোনো সিম্বল গণতান্ত্রিক কিনা, তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে, সিম্বলটি গণতান্ত্রিক পন্থতিতে নেওয়া হয়েছে না স্বৈরতান্ত্রিক পন্থতিতে নেওয়া হয়েছে। এই গণতান্ত্রিক পন্থতির প্রমাণ কিন্তু মমতা ব্যানার্জি গত এক বছরে তাঁর শত শত মৃতগতিতে নেওয়া সিম্বলগুলির একটি সম্বন্ধেও দিতে পারবেন না। তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ সিঙ্গুর।

সুখের বিষয়, কতিপয় নিঃস্বার্থ গুণীজন আজ তাঁর পাশ থেকে নিঃশব্দে সরে গেছেন।

কবির কথায় ‘সে কহে বিস্তর বাজে, যে কহে বিস্তর।’ মমতা ব্যানার্জি সবসময়ই বিস্তর কথা বলতে ভালোবাসেন। পার্ক স্ট্রিট ও কাটোয়া ধর্ষণ কাণ্ডে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও বের্ফাস অসত্য কথা বলে কবির কথার সত্যতাই প্রমাণ করেছেন। এখন অবশ্য এসব ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে কথা বলা বন্ধ করেছেন। কিন্তু সবাই জানেন, এই মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর এক বছরের রাজত্বে ধর্ষণ, স্ত্রীলতাহানি, নারীপাচারসহ মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ যে শুধু অনেক গুণ বেড়েছে তাই নয়, এ ব্যাপারে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তাও অনেক গুণ বেড়েছে অথচ তিনিই পুলিশমন্ত্রী।

দেশের সংবিধানের ফেডারেল ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জঙ্গলমহল, গোষ্ঠাল্যান্ড, তিজা জলবন্টন—কোনো বিষয়েই তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এমনকী পড়াশোনাও নেই। অবশ্য যিনি তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের জন্মতারিখ নিয়ে একাধিক দিনের কথা বলেন, ব্রাহ্মধুর আত্মহত্যার বিষয়ে আইনী প্রক্রিয়া বন্ধ করাবার জন্য গোপনে সিপিএমের দ্বারস্থ হন, নিজের ভাইয়ের পুরীতে ৬ কোটি টাকা মূল্যের হোটেলের নামকরণ করেন, আবার তথ্য জানার অধিকার আইনে আমাকে যাতে কোনো দণ্ডের তথ্য না দেন, তার জন্য গোপন নির্দেশ জারি করেন, তাঁর পক্ষে নিজের দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বৈরাচারী একনায়ক সুলভ আচার আচরণ, কথাবার্তা বেশিদিন গোপন রাখা সম্ভব নয়।

আমার মনে হয়, পাঠক জানতে চাইতে পারেন যে, প্রায় ১৩ বছর (১৯৯৭-২০১১)

মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেস দলে থাকবার পর, আমার কি এমন বোধোদয় হলো যে, আমি মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধেই কলম ধরতে বাধ্য হলাম? প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার (১৯৫৪-৫৬) সময়ই কমিউনিজম নিয়ে, (আমি কখনোই সাম্যবাদ কথাটা ব্যবহার করি না) আমি খানিকটা পড়াশোনা করেছি। লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-জে-দং প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কীর্তিকাহিনির কথা জেনেছি। কিন্তু মনে মনে কখনোই “সবার উপরে পার্টি সত্য এবং তার উপরও সত্য পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ” এটা মানতে পারিনি। “সবার উপরে মানুষ সত্য” এটাই বিশ্বাস করতাম।

জীবিকার প্রয়োজনে পড়াশোনা করবার সঙ্গে সঙ্গে দমদমে স্কুলে শিক্ষকতা থেকে শুরু করে রাইটার্স বিল্ডিংসে কনিষ্ঠ কেরানির কাজ করেছি। পরে ডব্লু.বি.সি.এস এবং সবার শেষে আই.এ.এসেও অনেক বছর কাজ করেছি। সবসময়ই দেশেবিদেশে কমিউনিজমের প্রসারের এবং সংকোচনের এমনকী, লুপ্ত হবারও খোঁজ রেখেছি এবং মূল তত্ত্বের নানারকম ভাষ্যও পড়েছি। কিন্তু কখনোই আমার মনে হয়নি যে, আমাদের দেশে উদার গণতন্ত্রের বদলে কমিউনিস্টরাজ প্রতিষ্ঠা হলেই দেশ আরও দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে এগুতে পারত। চীনের ভয়ত আক্রমণের পর আমি কমিউনিজম সম্বন্ধে বীতশ্রম হয়ে পড়লেও, আমাদের দেশের বেশ কিছু কমিউনিস্ট নেতার ব্যক্তিগত সততা ও অত্যন্ত সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী সম্বন্ধে বরাবরই শ্রদ্ধা পোষণ করতাম। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে কমিউনিস্টদের অংশ গ্রহণে ভেবেছি যে, কমিউনিস্ট পার্টি এদেশে অন্তত গণতান্ত্রিক পথেই চলবে।

ভুল ভাঙল, ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় সিপিএমের দ্বিচারিতা দেখে। এই নির্বাচনের আগে সিপিএম ধরেই নিয়েছিল যে, কেন্দ্রে এবং রাজ্যে কংগ্রেসই আবার ক্ষমতায় ফিরবে, কিন্তু লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বজায় থাকলেও সংখ্যা খুব বেশি হবে না। তাই নির্বাচনের পরেই নতুন করে শুমু শহর বা শিল্পাঞ্চলে সরকারবিরোধী সহিংস আন্দোলন করলেই হবে না, কিছু কিছু দুর্গম এলাকায় গ্রামাঞ্চলেও জমিদখল, ধান লুট, জোতদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে নতুন সরকারকে অত্যন্ত বিরত করতে হবে। তাই নির্বাচনের অন্ততঃ ৪/৫ মাস আগে সিপিএম গোপনে পার্টিক্লাস নিয়ে, পুস্তিকা ছাপিয়ে এবং নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন এলাকা সফর করে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল। পার্টির ভিতরে সংসদপন্থী বাবু নেতারা মনে করেছিলেন যে, এই ভাবেই চরম উগ্রপন্থী নেতাদের ঠাণ্ডা রাখা যাবে, না হলে দলে ভাঙ্গান ঠেকানো যাবে না।

সে আমলে পুলিশ তো কোনো দলের ক্রীতদাসত্ব করত না, এত মাথাভারীও ছিল না। তবু গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তা ডি.আই.জি. বিষ্ণু বাগচী সব খবরই জোগাড় করে নির্বাচনের অনেক আগেই সব জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টদের সতর্কবার্তা

ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। গোপন চিঠি পাঠানো হয়েছিল ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭-৭৮ ৪০৭৬ (১৬), অর্থাৎ সে বছর সাধারণ নির্বাচনের অন্তত তিন সপ্তাহ আগে। তখন নিম্নবর্গের ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার মহকুমা শাসকের এজলাসেই হতো। একজন পুলিশ অফিসারই সরকারের তরফে মামলা চালাতেন এবং ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে মোকদ্দমার ফয়সালা হয়ে যেত। এখনকার মতো ১০/১৫ বছর লাগত না।

সেবার নির্বাচনে, কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও ইন্দিরা গান্ধী নতুন সরকার গড়লেন, কেননা বিরোধীরা ছত্রভঙ্গ ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োজনীয় ১৮০ আসনের মধ্যে ১৪১ এর বদলে ১২৭টি আসন পেয়ে একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হয়েও গান্ধীবাদী প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রথমেই মন্ত্রীসভা গঠনের দাবি ছেড়ে দিলেন। ব্যস্, জ্যোতি বসুর মতো সংসদপন্থী বাবু কমিউনিস্টরা ইন্দিরা গান্ধীর প্ররোচনায় সদ্য গঠিত বাংলা কংগ্রেস নেতা অজয় মুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গড়ে ফেললেন।

সেকালে মোবাইল ফোন ছিল না। এমনকী, নকশালবাড়ির মতো প্রত্যন্ত এলাকায় টেলিফোনও ছিল না। কানু সান্ন্যালদের মতো উগ্রপন্থী নেতারা অনেক আগেই গোপন আস্তানায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা খবরই পাননি যে, নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আর একদিকে জ্যোতি বসু প্রমুখ নেতারা নতুন নতুন মন্ত্রী হয়ে সম্বর্ধনা নিতে ব্যস্ত থাকায়, কানুবাবুদের সঙ্গে কেউ কোনো যোগাযোগ করবার চেষ্টাও করেননি।

ফলে কানুবাবুদের প্ররোচনায় ঐ এলাকায় আদিবাসীরা জোতদারদের জমি দখল, ধান লুট, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, এমনকী মারধরের কাজও চালিয়ে যাচ্ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের শেষে মার্চের ২ তারিখ নতুন মন্ত্রীসভা শপথ নিয়েছিল। মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া থানায় ৫০/৬০টি ফৌজদারি মোকদ্দমার অভিযোগ জমা পড়লেও, কোনো অদৃশ্য অজুলি হেলনে মহকুমা শাসকের আদালতে আইন অনুযায়ী জমা পড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেগুলি পাঠানো হয়নি, এমনকী কোনো তদন্তও করা হয়নি। নির্বাচনের পরেই মহকুমাশাসক বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাই যখন বাংলা কংগ্রেসের ঈশ্বর টিরকি সিপিএমের জঙ্গল সাঁওতালের দলবলের হাতে মার খেলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ করলেন, তখন সরকার তড়িঘড়ি কালিম্পং থেকে আমাকে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক পদে বদলি করলে আমি ২৪ এপ্রিল সেখানে যোগ দিয়েই জেলাশাসক মনোময় ভট্টাচার্যের সাথে উপদ্রুত অঙ্কলে গেলাম। জেলাশাসকের নির্দেশে আমি পরদিনই সবকটি অভিযোগ হাতে পেয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করতেই শোরগোল পড়ে গেল।

কনকাতা থেকে ভূমিদপ্তরের মন্ত্রী সিপিএম নেতা হরেকৃষ্ণ কোজার ১৭ মে শিলিগুড়ি ছুটে গিয়ে ২২ মে গভীর রাতে কানুবাণুদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বৈঠক করলেন। তাতে সিংহ হলো, অভিযুক্তরা ধরা দিলে তাদের জামিন দেওয়া যাতে পারে। তখন মন্ত্রীরা ম্যাজিস্ট্রেটদের কোনো নির্দেশ দিতে সাহস পেতেন না।

কিন্তু কানুবাণুরা কথা রাখতে পারলেন না। ২৪ মে, আত্মসমর্পণের কথা বলে নিরস্ত্র পুলিশকে ফাঁদে ফেলে সোণাম ওয়াংদি নামে এক পুলিশ ইন্সপেক্টরকে তিরের আঘাতে খুন এবং আরও ৫/৬ জন পুলিশকে মারাত্মক আঘাত করল।

পরদিন ২৫ শে মে পুলিশী অভিযান শুরু হলো এবং পুলিশের গুলিতে তির বর্ষককারী ১০/১২ জন মারা যেতেই নকশালবাড়ি আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ল। পরদিন ২৬ মে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি শিলিগুড়ি এসে এক জনসভায় যাবার আগে আমার হাত ধরে বলেছিলেন, “আমার সরকারটা ফেলে দেবেন না।” (তাঁর সঙ্গে আমার বহু বছর আগেই পরিচয় হয়েছিল, যখন আমি তমলুকে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম।)

মন্ত্রীসভার ছয় সদস্যের দল জুনের প্রথমে এক সপ্তাহের জন্য শিলিগুড়ি এলেন সরজমিনে তদন্ত করে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার জন্য। এর মধ্যেই উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১৫ জুনের আনন্দবাজারে প্রকাশিত এক সংবাদে অভিযোগ জানাল যে, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক, অর্থাৎ আমি সরকারকে মিথ্যা সংবাদ দিচ্ছি যে, নকশাল নেতারা সবাই সিপিএমের সদস্য। ডিভিশনাল কমিশনার আইডান সুরিটা প্রতিবাদে মন্ত্রিসভার বৈঠক বয়কট করলেন এবং তাঁর নির্দেশে আমি পুলিশের উদ্ভার করা কানু সান্যাল প্রমুখ গুটিকয় নেতার লাল পার্টিকার্ড (যাতে রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তের স্বাক্ষর ছিল), মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। মন্ত্রী গোষ্ঠীর নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জি তার ছোড়দা। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জিকে টেলিফোনে সব জানিয়ে দিলেন। পরদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় জ্যোতি বসু জানালেন যে, আনন্দবাজারের সাংবাদিকেরা তাঁর আগের দিনের কথার ভুল ব্যাখ্যা করেছেন, তার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে আধিকারিকদের ভ্রমণরত মন্ত্রীগোষ্ঠীর সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করার অনুরোধ জানালেন।

১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হতেই কানুবাণুসহ ধৃত সব নকশালদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো। সিপিআই (এম.এল.) নামে নতুন দল গঠিত হলো ১ মে, ১৯৬৯।

তারপর শুরু হলো ব্যক্তিহত্যা। অসংখ্য পুলিশ, হাইকোর্টের বিচারপতি এন.এল. রায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেন, বিচার বিভাগের সচিব রাজারাম বিশ্বাস, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসু-সহ অনেক বিশিষ্টজনকে খুন করা হলো। পুলিশও বদলা নিল কাশীপুর, বরাহনগরে অসংখ্য নকশাল যুবককে গণহত্যা করে এবং সরোজ দত্তের মতো তাত্ত্বিক নেতাকে ময়দানে গুলি করে মেরে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্রাধীরা টিনের রেডিওর ক্রমাগত প্রচারের ইন্দ্রনে তেতে বিপ্লবের নেশায় মেতে ডেবরা গোপীবন্দ্যপুত্র এলাকায় বিপ্লব করতে গেল। ১৯৭২ সালে চারু মজুমদার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করলেন। ১৯৭৩ সালে মেদিনীপুরে জেলাশাসকের কাজ করার সময় কেন্দ্রীয় কারাগারে অসীম চ্যাটার্জি, সন্তোষ রাণা-সহ অনেক নেতা বহুদিন আমার অর্পাৎ সরকারের অতিথি হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে তাঁদের প্রায় সবাইকে আবার ছেড়ে দিলেন। তখন তাঁদের প্রায় সবাইই বিপ্লবের নেশা ছুটে গেছে। অঙ্কুরিত ব্যাপার, সরকারি দাফতরার জন্য তখন তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। আমার পরের বই “নকশাল বাড়ির আগুন ও ছাই”তে সব বিস্তারিত তথ্যাদি থাকবে।

বামফ্রন্টের রাজত্বকালে ১৮ বছর (১৯৭৭-১৯৯৫) আমাকে জ্যোতি বসু অনেক জব্ব করার চেষ্টা করেছেন। পারেননি। বরং বেঁচে থাকলে, অনেক বছর আগেই হয়তো আমার করা বিধাননগরে অবৈধভাবে জমি বন্টনের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁকে জেলে যেতে হত। সুপ্রিমকোর্টের আদেশে (১৯১১-২০০৪) বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ ব্যানার্জির সন্টলেকের জমি ও বাড়ি নিলাম হয়ে গিয়েছিল। সুপ্রিমকোর্ট বলেছিল যে, “মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং বিচারপতির মধ্যে অপরাধমূলক যোগাযোগ ছিল।”

প্রথমে প্রায় ২ বছর কংগ্রেসে কাটিয়ে আমার বুঝতে দেরি হয়নি যে, কংগ্রেস নেতারা প্রায় সবাই তরমুজ। তাই মমতা ব্যানার্জি যখন তাঁর সিপিএম-বিরোধী আন্দোলনকে তীব্রতর করার নামে নতুন দল গড়বার চেষ্টা শুরু করলেন, তখন থেকেই আমি তাঁর পাশে ছিলাম।

৪/৫ বছরও কাটল না। বুঝলাম, তিনি স্বৈরাচারী, মিথ্যাবাদী ও দুর্নীতিপরায়ণ। কোনো মিটিংয়ে তিনি মুখ খুলতে দিতেন না, পরে চিঠি লিখতেও নিষেধ করে দিলেন। তবু দাঁতে দাঁত চেপে তাঁর সঙ্গে ছিলাম একটাই লক্ষ্য নিয়ে, সিপিএমকে রাজ্যের ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে।

২০১১ সালে সে কাজ শেষ হতেই তাঁর দলীয় লোকেদের তাঁর প্রায়ই শোনানো স্বামী বিবেকানন্দের সেই শাস্তবাক্য বাণী “সত্যের জন্য সবকিছুই ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোনো কিছুই জন্য সত্যকে ত্যাগ করা চলে না”—মনে প্রাণে বিশ্বাস করেই এবং ২/৩ মাস তাঁর স্বৈরাচারী আচার আচরণ লক্ষ্য করেই তাঁর পাশ থেকে সরে এসেছি। জনগণকে সব সত্য জানানোই একমাত্র উদ্দেশ্য।

মমতা ব্যানার্জির দাসানুদাস মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে ঘণার রাজনীতির কথা বলেই চলেছেন, তা কি সমর্থনযোগ্য? গণতন্ত্র মানে তো ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণীর মতোই স্বচ্ছ “যত মত, তত পথ”।

গত শতাব্দীতে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক চিত্রাভিনেতা গ্রুশো মার্কস বলেছিলেন, “রাজনীতি হচ্ছে কোনো না কোনো অস্তিত্বহীন সমস্যা খুঁজে বার করা, সেই সমস্যার ভুল কারণ খোঁজা এবং তারপর সমস্যা সমাধানের নামে ভুল পথে আন্দোলন করা।” মমতা ব্যানার্জি কি তাই করেননি?

“নৈতিকতা বাদ দিয়ে রাজনীতি হয় না।” আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার রাজঘাটে এসে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে সেখানে রাখা দর্শনার্থীদের বইয়ে এই কথাগুলি লিখেছিলেন। মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর দলবল কি এই কথাগুলির কোনো মর্যাদা দিচ্ছেন?

এই বইয়ে আমার প্রতিটি বক্তব্য মমতা ব্যানার্জির নিজের বই, সরকারি দলিল, ভোটার তালিকা ইত্যাদি দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্থিত। অবশ্য কিছুটা আমার নিজের চোখে দেখা বা কানে শোনা। নিজের চোখ কানকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না।

এবার বইটি পড়ে, দলিলপত্র দেখে এবং নিজেরা বিচার করে স্বাধীন দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকের কর্তব্যপালন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি অনেক আশা নিয়ে এই দুর্ভাগা রাজ্যের জনগণের হাতেই ছেড়ে দিছি। তাঁদের হাতেই রয়েছে গণতন্ত্র রক্ষার সেই ভোটের যাদুকটি যার সাহায্যে তারা তাঁদের অপছন্দের স্বৈরাচারী শাসকদলকে শাসনক্ষমতা থেকে প্রথম সুযোগেই অপসারণ করতে পারেন।

সেই প্রথম সুযোগটি আসছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে। জনগণ সর্বত্র মমতা ব্যানার্জির প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে একজনমাত্র জনগণের প্রার্থী দিয়ে অধিকাংশ গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের অধিকাংশ আসনে মমতা ব্যানার্জির প্রার্থীদের পরাজিত করতে পারলেই বর্তমান শাসকদল অবিলম্বে ক্ষমতাচ্যুত হবে।

লেখকের আবেদন

চিন্তরঞ্জন এভিনিউ এবং বৌবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে, মেট্রো রেলের সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শতাধিক বছর আগে তৈরি হয়েছিল ভারত সভাগৃহ। প্রবেশ দুয়ারের ডানদিকে বিশাল মর্মরফলকে লেখা আছে তাঁর “A Nation in Making”(একটি জাতির উত্থান) শীর্ষক তাঁর বক্তৃতার মর্মবাণী। ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গারদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে (১৯০৫-১৯১১)। সে সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, চিন্তরঞ্জনের মতো ব্যক্তিত্ব। মহামতি গোখলে বলেছিলেন, “বাঙালি আজ যা ভাবে, বাকি ভারত তা ভাবে আগামীকাল।” ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম কয়েক বছরের সভাপতিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বাঙালী।

রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরের (১৯১৯) সময় থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বভার ক্রমে ক্রমে বাঙালীর হাত থেকে চলে যেতে থাকে, যার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বাঙালী নেতৃবৃন্দের নিজেদের মধ্যে তীব্র মত পার্থক্য। যার তিস্ততার জেরে রবীন্দ্রনাথ, (কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রথম সারিতে, বোধহয় প্রথম স্থানেই ছিলেন। তিনি রাজশাহী প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্বও করেছিলেন) ধীরে ধীরে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ কাজকর্ম থেকে নিজে থেকে সরিয়ে নেন এবং কলমকেই সম্বল করেন। সে সময়ে তাঁর রচিত রাজাপ্রজা, সমুহ ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থাবলীর লেখায়ই প্রাচীন ভারতীয় সমাজের দোষগুণ, বর্তমান গ্রামীণসমাজের ভয়াবহ অবস্থা এবং তাঁর স্বপ্নের নতুন ভারত কি রকম হবে, তাঁর রূপরেখা তৈরি করে দিয়ে যান।

তিনি যদি প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে থাকতে পারতেন তবে দেশের নেতৃত্ব বাঙালীর হাত থেকে চলে যেত না। হয়তো বা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রধান নেতৃত্বেই আসতে পারতেন না। ভুলে গেলে চলবে না যে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসবার কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি কংগ্রেসের সে আমলের চার আনার প্রাথমিক সদস্যপদও ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আজীবন কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য ছিলেন। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ত্যাগ করে তিনি সমবায়ের আদর্শ ও রীতিপদ্ধতি মেনে গ্রামের আর্থিক উন্নয়নের সাথে সাথে সুসংহত স্বশাসিত আদর্শ পল্লীসমাজ গঠনের কাজেও সবসময় শূধু নয়, নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকাটাই পতিসর গ্রামের সমবায় ব্যাঙ্ক রেখে

গ্রামোন্নয়নের কাজে ব্যয় করেছিলেন। এ সব বিষয়ে আমার সংগৃহীত অনেক নথিপত্র ভবিষ্যতে প্রকাশ করবার ইচ্ছে আছে।

গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপরেখা ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহ ছিলেন না। বিশেষ করে “চতুর” গান্ধী যেভাবে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিপুল ভোটে নির্বাচিত সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতিরূপে মেনে নিতে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছিলেন এবং তাঁকে কর্মসমিতি (Working Committee) গঠনে বাধা দিতে, বঙ্গভাই প্যাটেল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দিয়ে কলকাতা নেড়েছিলেন, (যে ষড়যন্ত্রে পরে দুর্বল চিত্ত জওহরলালও যোগ দিয়েছিলেন), সেটা রবীন্দ্রনাথ কখনোই মেনে নিতে পারেননি। অশক্ত দেহেও সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি এসে মহাজাতিসদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। গান্ধীর রাজনীতি মানতে না পারলেও, তিনি গান্ধীর “গ্রাম স্বরাজের” তত্ত্বে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। জালিনওয়ালাবাপের হত্যাকাণ্ডে গান্ধী নীরব থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ সারারাত ঘুমোতে পারেননি। তাঁর ব্রিটিশের দেওয়া “নাইট” উপাধি ত্যাগ করে বড়োলাটকে লেখা চিঠির ভাষা থেকেও অনেক খরতর শব্দবন্ধ তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর ‘প্রশ্ন’ কবিতায়। ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ পুলিশ হিজলী জেলে গুলি চালিয়ে দু’জন রাজবন্দীকে হত্যা করবার প্রতিবাদে তিনি নিজে মনুমেণ্টের তলায় জোরালো ভাষায় প্রতিবাদী বক্তব্য রেখেছিলেন, ঠাঁ মাইক ছাড়াই।

প্রিয় পাঠক এ যেন “ধান ভানতে শিবের গীত”। কিন্তু আমি অবশ্য তা গাইছি না। এবার আসল কথাই আসি। ভারতসভাগৃহের বর্তমান পরিচালক মণ্ডলির সভাপতি প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। সম্পাদক প্রদীপ ভাদুড়ী আমার সাথে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন। সাতের দশকের প্রথমে আমি যখন অবিভক্ত মেদিনীপুরে জেলাশাসক ছিলাম, তখন প্রদীপ প্রথমে সদরে ও পরে কাঁধীতে মহকুমাশাসক ছিল। ভারত সভাগৃহে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা হলে, তাঁদের দু’জনের মধ্যে কেউ না কেউ আমাকে জানায়। তবে, গত ২৭ শে জুলাইয়ের আলোচনাচক্রে আমাকে যেতে প্রথমেই অনুরোধ জানান অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল। আলোচনার বিষয়বস্তু সেদিনের “পরিবর্তন”। মমতা ব্যানার্জির সরকারের কাজের এক বছরের মূল্যায়ন নিয়েই আলোচনা। গিয়ে দেখি সভাগৃহ পরিপূর্ণ। চেনা পরিচিত সবাই অনুরোধ জানালেও, আমি মঞ্চে উঠিনি, সেখানে শ্রীমতী মীরাতুন নাহারের সভাপতিত্বে অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক তরুণ সান্যাল ও চিত্রকর শূভাশ্রম ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক সান্যাল পিছনে বসে থাকা আমাকে দেখতে পাননি। সেটা বুঝলাম, যখন অনেক রাতে তিনি টেলিফোন করলেন।

প্রথম বক্তা অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল চিত্রকর শূভাশ্রমকে বললেন, “আপনিই তো প্রথমে শত শত ব্যানার হোর্ডিংয়ে আমাদের সবার মুখ ঐকে ‘পরিবর্তন চাই’ জোগান তুলেছিলেন। তারপর তিনি একে একে ভাঙ্গার কলেজ থেকে শুরু করে শিক্ষাক্ষেত্রে

ক্রমবর্ধমান হিংসার রাজনীতি, পার্কস্ট্রিট ও কাটোয়ার ধর্ষণকাণ্ড, সূটিয়ায় মহিলা নিগ্রহের প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস ও বালিতে জ্বলা বুঝিয়ে পরিবেশ দূষণের প্রতিবাদী যুবক তপন দত্তের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে শাসকদলের বিরুদ্ধেই আঙ্গুল তুলে প্রশ্ন করলেন, “এই পরিবর্তনই কি আমরা চেয়েছিলাম?”

উত্তরে শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য তীব্র ভাষায় সুনন্দবাবুর বক্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে বলে ফেললেন, “ধর্ষণ আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।” তাঁর এই বক্তব্যের পরে আমি সভাস্থলে থাকার মানসিকতা হারিয়ে ফেললাম।

অনেক রাতে অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল যখন আমাকে টেলিফোন করে অনুযোগ জানালেন যে, আমি কেন যাইনি, তখন আমি যে গিয়েছিলাম সেটা প্রমাণ করতে তাঁর ও শুভাপ্রসন্নের বক্তব্যের অনেকটা বলতেই তিনি অবাক হলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে, মূল বক্তাদের আলোচনা শেষে যে প্রশ্নোত্তরের জন্য সময় রাখা ছিল, সেটাও আমি জানতাম। কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই অপেক্ষা করিনি। তাহলে হয়তো শুভাপ্রসন্ন সম্বন্ধে মানুষের অজানা তাঁর অনেক অপকর্মের ও অনন্ত জমির ও টাকার লোভের কথা এবং তাঁর টিভি চ্যানেল খোলা নিয়ে মমতা ব্যানার্জির গৌসার কথা বলে ফেলতে বাধ্য হতাম। তাই চলে এসেছি। সর্বসমক্ষে তাঁর মুখোশটা খুলে দিতে চাইনি। যতই হোক লোকটি তো কাকের ছবি ভালোই আঁকেন এবং ২০০৯ সালে রেলমন্ত্রী হবার পর মমতা ব্যানার্জি ও তাঁর সাংগোপাঙ্গাদের নৈশাহার ইত্যাদির ব্যবস্থা তাঁরই বাড়িতে প্রায়ই হতো। যেখানে দু’একবার আপনিও গেছেন। মাত্র একবারই আঁড়ি পাতবার দায়ে এক মহিলা টিভি সাংবাদিককে তিনি তাড়া করে হেনস্থা করেছিলেন।

ভগবান রামচন্দ্র চৌদ্দ বছর বনবাসে ছিলেন, অযোধ্যাবাসী অধীর আগ্রহে তাঁর প্রত্যাবর্তনের দিকে তাকিয়ে দিন কাটাতেন। অভাগা বাঙালী ৩৪ বছর সিপিএমের অপশাসন, দুর্নীতি, দলবাজি এবং সর্বোপরি সিঙ্গুরে ও নন্দীগ্রামে ঠ্যাঙ্গানি খেয়ে “পরিবর্তন চাই” বলে গলা ফাটিয়ে, পরিবর্তনের পর চৌদ্দ মাসে কি পেল: প্রথম দিন থেকেই কাঁদুনি শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যে কেন্দ্রীয় সরকারই যত নষ্টের গোড়া। তারা কেন বামফ্রন্ট আমলের ২ লক্ষ টাকা ঋণ মকুব করে দিচ্ছে না, নিদেনপক্ষে অন্ততঃ সুদের টাকা যেন দিতে না হয়, তার ব্যবস্থাও করছে না।

অথচ, কলকাতাকে রাতারাতি লন্ডন বানাবার জন্য কোনোরকম নিয়মকানুন ও আর্থিক আইনশৃঙ্খলা না মেনে কোটি কোটি টাকা খরচ করে ত্রিফলা (নিষ্ফলা বলে কেউ কেউ বিদ্রূপ করছেন) আলো লাগানো হচ্ছে; নেত্রীর আত্মীয় স্বজনের দোকান থেকে টনটন সাদা ও নীল রঙ কিনে কলকাতা রঙ করা হচ্ছে। অজস্র রাস্তার মোড়ে মোড়ে অনবরত মাইকে রবীন্দ্রসংগীত বাজানো হচ্ছে, শব্দবিধি অগ্রাহ্য করেও; লাখো লাখো পতি কিছু কিছু জ্ঞানীগুণীজনকে সম্মান জানানোর নামে “বঙ্গবিভূষণ” উপাধির সাথে লাখো লাখো টাকাও দেওয়া হচ্ছে। তাঁরাও সেটা মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাণ তহবিলে দান না করে পকেটস্থ করছেন; প্রায়ই মন্ত্রী ও সচিবদের বড়োবড়ো বৈঠক ডাকা হচ্ছে

টাউন হলে এবং সেখানে দেদার খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। আর সর্বোপরি প্রায় প্রতিদিনই মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীমন্ত্রীদের ছবি দিয়ে বহু সংবাদপত্রে লাখো লাখো টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে—শোনা যাচ্ছে সরকারের বর্ষপূরণের অনুষ্ঠানেই ২৫ কোটি টাকারও বেশি বিল বকেয়া পড়ে আছে। বছরের প্রথম ৪ মাসের বেতন দিতেই ১০ হাজার কোটি টাকা ঋণ বাজার থেকে নিতে হয়েছে। অর্থাৎ বেপরোয়া খরচ করে রাজ্যের ঋণের বোঝা মমতা ব্যানার্জি আরও বাড়িয়ে তুলছেন।

আবার অন্যদিকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী, জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী, তাঁরা না হয় কংগ্রেসী কিন্তু তৃণমূলের মন্ত্রী সৌগত রায় প্রায়ই সংখ্যাভিত্তি দিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছেন যে, রাজ্যের বিবিধ উন্নয়ন খাতে কেন্দ্রের দেওয়া হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ হচ্ছে না বলেই, কেন্দ্র কোনো খাতেই নতুন করে টাকা দিতে পারছে না।

(২) ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে ও ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে, যখন মমতা ব্যানার্জি এন. ডি.এ.র নামে বিজেপির হাত ধরেই নির্বাচনে লড়ে শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন তিনি ঘর থেকে বেরুনোই বশ করে দিয়েছিলেন। সিঙ্গুর আন্দোলনই তাঁকে আবার রাজ্যে বিরোধী রাজনীতির পাদপ্রদীপে নিয়ে এলো। সিঙ্গুরের প্রায় হাজার একর অধিগৃহীত কৃষি জমির মধ্যে, প্রায় ৬০০ একর জমির মালিকেরা নানাবিধ কারণে ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে জমি ছেড়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রায় ৪০০ একর জমির মালিকেরা, (যারা মূলতঃ কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং যাদের মধ্যে মাঝারি ও ক্ষুদ্র চাষীরই কেবল ছিলেন), তাঁরা জমি ছাড়তে রাজি হননি। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, কিছু বর্গাদার ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুররা, কেননা মালিকের জমি চলে গেলে তারাও রোজগার হারাবেন। এদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি। যার যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন স্থানীয় এক এস.ইউ.সি.আই. নেতা ও বেচারাম মাস্তানা নামে এক তৃণমূল সমর্থক। বেচারাম ছিলেন একজন পাটকল কর্মচারী যাঁর নিজস্ব কোনো জমি ছিল না। ২৫ শে সেপ্টেম্বর, যেদিন রাতে মমতা ব্যানার্জিকে পুলিশ বলপূর্বক সিঙ্গুর বিডিও অফিস থেকে শারীরিক অত্যাচার করে তুলে নিয়ে যায়, সেদিন থেকেই আন্দোলনের রাশ মোটামুটি তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে চলে যায়। যদিও, পরে রাজ্যস্তরে যে ‘কৃষিজমি-জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটি’ গঠিত হয়েছিল, তাতে এস.ইউ.সি.আই., পুরোনো বেশ কিছু নকশালবাদী সংগঠন, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতিসহ বিভিন্ন গণসংগঠন এবং সুশীল সমাজের অনেক প্রতিনিধি ছিলেন। তবু মমতা ব্যানার্জির কথাই ছিল শেষ কথা। কমিটির সব মিটিংই হতো প্রথমে মমতা ব্যানার্জির বাড়িতে পরে তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন ভবনে। মমতা ব্যানার্জির কড়া নিষেধাজ্ঞায়, আমার মতো ভূমিসংস্কার ও জমি অধিগ্রহণ আইন জানা ও ব্যবহারিক সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বোধহয় পশ্চিমবঙ্গে অন্য কোনও সরকারি আধিকারিক নেই এই তথ্য তাঁর জানা থাকা সত্ত্বেও, কোনো একটি মিটিংয়ে

আমি বহু সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, যাঁর মধ্যে মমতা ব্যানার্জি নিজেই অন্যতম, সদস্যের সম্পূর্ণ ভুল ও অপ্রাসঙ্গিক মতামতের কোনো জবাব দিতে পারিনি।

সিঙ্গুর নিয়ে বহু ব্যক্তি ও বহু সংগঠন কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিল। তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসও ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ যে দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে (প্রাক্তন আই.এ.এস., বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ) ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে শেষ কথা বলার মতো ব্যক্তি বলে মনে করেন, (যদিও কিছুকাল নদীয়ার জেলাশাসক থাকাকালীন তিনি এক শতক জমিও অধিগ্রহণ করেননি, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট আমলে (১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে) সিপিএমের দলদাসে পরিণত হয়ে সিলিংবহির্ভূত জমি উদ্ধার ও তা কৃষক সভার সদস্য সমর্থকদের মধ্যে বণ্টনের সরকারি দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং সেসময়ে তিনি বে-আইনীভাবে বহু জমি সরকারে ন্যস্ত করিয়েছিলেন, তেমনই ১৯৭৮-৮২ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বে-আইনীভাবে বহু জমিতে বর্গাদার নথীভুক্ত করার অবাধ লাইসেন্স দিয়েছিলেন কৃষকসভাকেই, তিনিও সম্পূর্ণ ভুল ভিত্তিতে একটি মামলা করেছিলেন। সব মামলাগুলিরই একসঙ্গে শুনানি হয়েছিল প্রায় এক বছর। তৃণমূল কংগ্রেসের বাক্যবাগীশ আইনজীবীদের ভুল লাইনে মামলা চালানোর জন্যই বিচারকেরা সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণকে আইন সংগত বলেই রায় দিয়েছিলেন। এখনও সে মামলা সুপ্রীমকোর্টে ঝুলছে।

গোপনে রাতে চিকেন স্যান্ডউইচ ও দিনে চকোলেট খেয়ে ২৫ দিন অনশন চালিয়ে সরকারি, বিশেষ করে 'মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি হবার ভয়ে রাতারাতি অনুগত এক ডাক্তার দম্পতির, (একজন এখন সাংসদ ও অন্যজন রাজ্যের মন্ত্রী) তত্ত্বাবধানে এক বেসরকারি নার্সিং হোমে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় রাজ্যপালের অনুরোধে সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক চাষীদের কাছ থেকে তাদের জমির পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে চন্দননগর কোর্টে প্রায় ২৫০টি এ্যাফিডেভিটে জমা পড়েছিল মোট জমির পরিমাণ মাত্র ২৭০ একরের মতো হয়েছিল।

ক্ষমতাসীন নতুন মন্ত্রীসভার প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে, যে কাজটা সুষ্ঠুভাবে দ্রুত করতে গেলে টাটা কোম্পানি এবং সহকারী ছোটো ছোটো যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী কোম্পানিগুলির সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের আইনমতো ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিগৃহীত জমিটা ফেরত নিয়ে তা দ্রুত অনিচ্ছুক কৃষকদের ফিরিয়ে দেওয়া যেত। তা না করে, সরকার একবার অধিগৃহীত জমি পুনরায়, অধিগ্রহণের জন্য নতুন এক আইন পাশ করলেন যাতে অনিচ্ছুক কৃষকদের নাম, জমির পরিমাণ, টাকার পরিমাণ ইত্যাদি সব বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এক টাউস তালিকা সংযোজন করা হল। টাটা কোম্পানি মামলা করল। সরকার হারল, তবে ২ মাস সময় পেল সুপ্রিম কোর্টে যাবে বলে। সুপ্রিম কোর্টে কতদিন মামলা চলবে, কতদিন পরে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেবে তা এখন অজানা হতে পারে, তবে রায় যে সরকারের অনুকূলে যাবে না তা বলেই দেওয়া যায়।

ইতিমধ্যে অনিচ্ছুক কৃষকদের অসন্তোষ ঠেকাতে প্রত্যেক অনিচ্ছুক পরিবারকে

মাসে এক হাজার, পরে তা বাড়িয়ে দু' হাজার টাকা করে ভাতা এবং মাসে ৮ কেজি চাল বিনামূল্যে বিলানো শুরু হয়েছে যেটাকে অন্যান্য রাজনৈতিক দল সঠিকভাবেই ঘুষ দেওয়া বলছে। এভাবে কতদিন চলবে?

আর সরকারের এই মনোভাবে শিল্পপতিসংঘগুলি সবাই আশংকা করছে যে, জমি না পেলে কোনো শিল্পপতি বাংলায় শিল্পস্থাপনে এগিয়ে আসবে না। ঠিক তাই হয়েছে। চৌদ্দ মাসেও নতুন একটিও শিল্পস্থাপনের বিশ্বাসযোগ্য প্রস্তাব আসা তো দূরে থাক, পুরোনো বন্ধ শিল্পগুলির একটিও আবার খুলবার কোনো লক্ষ্যই দেখা যাচ্ছে না।

হায় হতভাগ্য সিঙুরের অনিচ্ছুক কৃষকেরা। তাদের আম তো আগেই গেছে, এবার ছালাও যাবে এবং আগামী বহুদিন তাদের সরকারি ডোল খেয়েই কোনোমতে বাঁচতে হবে।

জমি অধিগ্রহণের ভুল নীতি —সরকার কোনো জমি অধিগ্রহণ করবে না—এখন ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ও বারাসত বনগা জাতীয় সড়ক চওড়া করবার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ। এমনকি বন্যা রোধের জন্য বাঁধ নির্মাণের জমিও পাওয়া যাচ্ছে না। যদি ৩ বছর আগেকার আয়লার মতো বিপর্যয় আবার আসে, তবে সরকার অকুলপাথারে পড়বেই।

উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং সঠিক পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করে জমি-মালিকদের সন্তুষ্ট করে জমি অধিগ্রহণে সরকার এগিয়ে না এলে বাংলায় নতুন শিল্প দূরে থাকুক, নতুন রাস্তাঘাট, বাঁধ নির্মাণ এমনকি শিক্ষায়তন, হাসপাতাল ও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজও পুরোপুরি থমকে যাবে, যেমন হয়েছে কাটোয়ার প্রস্তাবিত নতুন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে।

প্রসূন মুখার্জির মতো একজন জালিয়াত ধান্নাবাজ অনাবাসী শিল্পপতির খন্ডেরে পড়েছে সরকার। সে ২০০৫ সালে মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাসভাজন হয়ে সেলিম সান্ডোসা গোষ্ঠীর দালাল সেজে, হাওড়ার কোনায় অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে প্রায় ২০০ একর জমিতে কলকাতা পশ্চিম উপনগরী গড়বার কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে হাজার হাজার মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছ থেকে আবাসনের অগ্রিম বাবদ কোটি কোটি টাকা কমিয়েছে। উলুবেড়িয়ায় মহাভারত মোটরবাইক নির্মাণের জন্য কয়েকশো একর জমি প্রায় বিনামূল্যে নিয়ে সাত বছর যাবৎ ফেলে রেখেছে। কারখানা নির্মাণের চিহ্নমাত্র নেই। আবার নয়াচরে কয়েক হাজার একর জমি সরকার তাঁকেই দিয়েছে নাকি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সমুদ্রবন্দর, ইকো-ট্যুরিজম ইত্যাদি সব স্বপ্নের প্রকল্প গড়বার জন্য। চৌদ্দমাসে এ কাজ একপাণ্ড এগোয়নি।

এক

বেন এই পুস্তক? বেন? পশ্চিমবঙ্গের অসহায় জনগণদ্বারা নির্বাচিত নতুন সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তির মাত্র দিন দুয়েক আগে?

আমি যখন মতিঝিল কলেজে ইন্টারমিডিয়েটের প্রথম বর্ষের বিজ্ঞানের ছাত্র (১৯৫২-৫৪), তখন ইংরেজির প্রখ্যাত অধ্যাপক এবং কলেজের প্রিন্সিপাল প্রয়াত নরেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী নিচের কবিতাটি কলেজ ম্যাগাজিনের জন্য লেখেন:

“Three score years and ten,
Average life of men.
Is that short or long,
Is life a fight or song?
Or a mix of two,
Partly false and partly true?”

তার এই ছাত্র এই কবিতার বঙ্গানুবাদ করেছিলেন—

“তিন কুড়ি দশ।
মানুষের গড় বয়স।
এটা কি কম, না বেশি?
জীবন কি যুদ্ধ, না হাসি?
নাকি দুটোই আছে?
কিছু সত্যি, কিছু মিছে।”

২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমি যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে পর্যুদস্ত হই। আলিপুর সদরের এস. ডি. ও তথা রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য নির্বাচনী এজেন্ট প্রয়াত প্রণব সেনের প্রধান সহকারী শোকন ঘোষ দস্তিদারের একটি কথা আমার কানে আজও বাজে। তিনি বলেছিলেন যে ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মাধবী মুখোপাধ্যায় ২৯ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হন এবং এবারে জয়ের ব্যবধান দ্বিগুণ হবে। তাঁর কথা, ঋষিবাক্যের মতো ফলে যায়। আমি ৫৮ হাজার ভোটে পরাজিত হই। পরবর্তী তিন-চার সপ্তাহ ধরে আমার কাছে অনেকগুলি ফোন আসে। সকলেরই বিস্মিত বক্তব্য হল, “যেখানে সেই সমস্ত মানুষ যাঁরা একের পর এক নির্বাচনে সিপিএমের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেননি, অথচ এবারের নির্বাচনে কমিশনের মোতায়েন করা পুলিশি

নিরাপত্তায় তাঁরা ভোট দিতে পেরেছেন এবং আমাকেই ভোট দিয়েছেন।” সেখানে আমি পরাজিত হই কিভাবে! ২০০১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ছিল ৬০, —আমিও সেবারে পুরনো কেন্দ্র মহিষাদল থেকে পুনর্নির্বাচিত হই। ২০০৬ সালে তৃণমূল পায় মাত্র ২৯টি আসন। দলের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর দিয়ে ‘হাই-টেক রিগিং-’এর কথা বলেন এবং দলের সমস্ত নেতারা তাতে সুর মেলান। আসনখানেকের মধ্যে সায়েল সিটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে যাদবপুর ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেন যে “ভোট দেওয়ার ও ভোটগণনার সময় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) কারচুপি করে সিপিএমের পক্ষে বিরোধী ভোটারদের সদিচ্ছাকে পরাস্ত করা কতটা সহজ।” কিন্তু, শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন এরকম কোনো সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। ‘ইভিএম’ সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের রীতিমতো অস্থ বিশ্বাস ছিল।

সে সময় আমার তিন-কুড়ি দশ বছর বয়সে পৌঁছতে আর কয়েক মাস বাকি ছিল। আমি তখন রাজনীতি থেকে ইতি টানবার সিদ্ধান্ত নিই। কয়েক বছর আগে আই.সি.এস, অশোক মিত্র ‘তিন-কুড়ি দশ’ নামে তাঁর আত্মজীবনী লেখেন। ১৯৪০ সাল থেকেই অশোকবাবু আমাদের পরিবারের শূভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, সে সময় তিনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার মুনশীগঞ্জের এস.ডি.ও ছিলেন। ‘আমি কে’? শীর্ষক এই পুস্তিকার শেষ অধ্যায়ে এ বিষয়ে কিছু তথ্য আছে।

২০০৬ সালের নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর আমি আত্মজীবনী লেখার কথা মনস্থ করি। সেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্য অনুসারী দলিলপত্র ও ছবি সর্বসাধারণের বিবেচনার জন্য প্রকাশ করার কথা ভাবি। যেখানে থাকবে—(১) ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির প্রথম অভ্যুত্থান, যখন আমি শিলিগুড়ির এস.ডি.ও এবং ১৯৭৩ সালে মেদিনীপুরে এই অভ্যুত্থানের অবসান, যেখানে আমি তৎকালীন জেলাশাসক এবং (২) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১), যখন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সদর দপ্তর মুজিবনগর প্রায় আমার বাংলা, আমি তখন নদীয়ার জেলাশাসক এবং (৩) আমার প্রথম জীবন ও সাঁইক্রিশ বছরের (১৯৫৮-১৯৯৫) চাকরি জীবন ও দশ বছরের বেশি সময়ের (১৯৯৫-২০০৬) রাজনৈতিক জীবনের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে রাজনীতি থেকে অবসর নেবার সিদ্ধান্তের কথা জানাই। মমতা শোণামাত্র চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলেন “আপনি কোথায় যাবেন? আমি ঠিক করেছি যে আপনি তিন বছর পরের (২০০৯) লোকসভা ভোটে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড়াবেন, কারণ কুন্ডা (কুন্ডা বসু) ওই কেন্দ্র থেকে আর দাঁড়াতে চান না। ওখানে উনি ১৯৯৬, ১৯৯৮ আর ১৯৯৯-তে মোট তিনবার জিতেছিলেন, কিন্তু ২০০৪ সালে হেরে যান। আপনি যাতে নতুনভাবে পুনর্নির্বাচিত যাদবপুর কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভার সমস্ত কর্মসভা আর জনসভায় যেতে পারেন সেজন্য আমি গোবিন্দদাকে (গোবিন্দ নন্দর) জরুরি নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি। এই

বিপদের সময় প্লিজ আমাদের ছেড়ে যাবেন না। সত্যি কথা বলতে কি আমি পার্টি থেকে ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারে মমতাকে আর জোরাজুরি করতে পারি নি। আমি তখন গোবিন্দ নস্কর ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে যাদবপুর কেন্দ্রে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করি। বলতে দ্বিধা নেই যখনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার দেখা হত—তখনই তিনি আমাকে আরো কঠোর পরিশ্রম করার কথা বলতেন।

কিন্তু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পর মমতা আমার সঙ্গে প্রতারণা করেন। তখন কবীর সুমন তাঁর গিটার ও হৃদয়স্পর্শী গান নিয়ে মমতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, আর মহাশ্বেতা দেবীর মতো মমতার আগেকার শুভাকাঙ্ক্ষীরাও প্রস্তাব করেন যে যাদবপুরের আসনটি সুমনকেই দেওয়া হোক।

২০০৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ২০-২৫ জন শীর্ষনেতাকে নিয়ে একটি কোর কমিটি তৈরি করেন। প্রতি বৃহস্পতিবার চারটে নাগাদ মমতার বাড়ির দলীয় কার্যালয়ের লাগোয়া প্রেস রুমে এই কোর কমিটি বসত। এটা অবশ্য অন্য কথা যে, ক্রমশ মমতা এই কমিটিতে ২০০ জন নেতাকে নিয়ে আসেন। এই কমিটি শেষবার বসে তৃণমূল ভবনের প্রেস রুমে, গত (২০১১) বিধানসভা নির্বাচনের মাস দুয়েক আগে। এই কমিটির প্রতিটি মিটিংয়ে মমতা যে কথাটিতে জোর দিতেন তা হল, কেউ যেন কোনও নির্বাচনে নিজে থেকে টিকিট না চায় এবং অন্য কারুর নামও যেন প্রস্তাবন না করে, তিনি নিজেই দলের স্বার্থে ন্যায়বিচার করবেন।

২০০৮ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় মমতা আমাকে সপ্তাহে তিন-চার দিন মেদিনীপুরে গিয়ে থাকতে বলেন এবং লালগড় ও তার আশপাশের অঞ্চল ঘুরে দেখতে বলেন। সে সময় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ বাহিনী মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিল।

আমি মেদিনীপুরে ফিরে যেতে পেরে খুশিই হয়েছিলাম। ওখানে আমি চার বছর (১৯৭৩-১৯৭৬) জেলাশাসক হিসেবে কাজ করেছি, দুবছর (২০০১-০৩) দলের জেলা সভাপতি ছিলাম, এই জেলা থেকেই ১৯৯৯ সালে মহিবাদল বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে মাত্র ১০২০ ভোটে প্রথম নির্বাচিত হই এবং ২০০১ সালে ঐ একই আসনে ৭৮৯৮টি ভোটের ব্যবধানে ফের জিতি।

আমাকে সপ্তাহে তিন-চারদিন মেদিনীপুরে থাকতে বলা হয়েছিল। আমি সত্যিই বোঝ। মমতা একজন ধূর্ত রাজনীতিক। আমি তখন বুঝতে পারিনি যে মমতা ইতিমধ্যেই যাদবপুর থেকে সুমনকে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, আর আমাকে মেদিনীপুর পাঠিয়ে সুমনের জন্য রাস্তা পরিষ্কার করছেন। আমার দুঃখ একটাই—মমতা যদি আমাকে সে সময় কথাটা জানাতেন তবে আমি খুশি মনে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর থেকে দাঁড়ানোর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতাম। মমতা আমাকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করান—সেই সময় কোর কমিটির এক মিটিংয়ের পর তিনি আমাকে মেদিনীপুর থেকে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান, যাতে সুমন যাদবপুর থেকে নির্বাচনে লড়তে পারেন।

আমি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গত ছমাস ধরে তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫-এর ৬ (ক) ধারা অনুযায়ী সরকারকে একের পর এক প্রশ্ন পাঠিয়েছি এবং মমতাকে ব্যক্তিগতভাবে একাধিক গোপনীয় চিঠি পাঠিয়েছি। কিন্তু প্রতিবারই জবাব পেয়েছি হয় ‘প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার’ অথবা ‘প্রশ্নের উত্তর না পাঠানো।’ এখানে এই আর টি আই-এর প্রশ্নগুলি এবং অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন হিসেবে মমতাকে পাঠানো চিঠিগুলি—‘যে চিঠিগুলি প্রত্যেকটি তপসিয়ার তৃণমূল ভবনে তাঁর পার্টির ঠিকানায় ও তাঁর কালীঘাটের বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে—যে দুটি বাড়িই বে-আইনীভাবে দখল করা, তৈরি করা বা বাড়ানো হয়েছে।

সিপিএম-বিরোধিতার প্রতীক হিসেবে মমতার ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে কিনা এবং তাঁর চূড়ান্ত অপশাসন থেকে রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য তাঁর চিরতরে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত কিনা, সে বিচারের ভার এখন মানুষের উপর।

প্রতিদিন তিনি বাংলার অর্থাৎ মা, মাটি মানুষের শোচনীয় এবং অপূরণীয় ক্ষতি করছেন। তাই এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে কিছু একটা উপায় বার করতে হবে এবং তা এক্ষুনি।

মমতার পার্টির একশো জন সং বিধায়ক মমতার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করুন। কংগ্রেসি বিধায়করা তাঁদের সঙ্গে যোগ দিন। সিপিএম বাদে বামফ্রন্টের অন্যান্য দলের বিধায়কদেরও উচিত এই নতুন জোটকে সমর্থন করা। এস ইউ সি আই ও অন্যান্য নির্দল বিধায়কদেরও সেই একই পথে হাঁটা উচিত।

এই সমস্ত বিধায়করা, যাঁদের সংখ্যা হবে দেড়শোর বেশি, তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৈঠক করে তাঁদের নিজেদের মধ্যে থেকে বা বাইরের কাউকেও তাঁদের নেতা নির্বাচিত করতে পারেন। এমনকী তমলুকের তরুণ সাংসদ, তৃণমূলের একমাত্র উদীয়মান নেতা, যাঁকে মমতাও পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না, সেই শুভেন্দু অধিকারীকেও তাঁরা নেতা নির্বাচিত করতে পারেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের ব্যাপারটা ভাবা উচিত এবং যাঁরা ইচ্ছুক তাঁরাও মমতাকে বিদায় দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই নতুন জোটকে সমর্থন করতে পারেন এবং মমতা মনোনীত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র মন্ত্রীদের বদলে নিজেরা কেন্দ্রে মন্ত্রী হতে পারেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আমার দুর্ভাগ্যের ১৩ বছর।

১৯৯৭ সালের ৯ আগস্টের এক সম্মেলনে টি.ভি চ্যানেল মারফত জানতে পারি যে, অজিত কুমার পাঁজা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এআইসিসি-র অধিবেশন থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং ময়দানে গান্ধী মূর্তির কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিক্ষুব্ধ যুব কংগ্রেসের মিছিলে যোগ দিয়েছেন। আমি অজিত কুমার পাঁজাকে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মন্ত্রীসভার (১৯৭২-৭৭) অন্যতম দক্ষ মন্ত্রী হিসেবে চিনতাম। তাঁকে সবসময় একজন ঠান্ডা মাথার, ধীর-স্থির এবং পরিশ্রমী মানুষ হিসেবেই জেনে এসেছি। তাঁর মতো একজন নেতা কেন কংগ্রেস অধিবেশন থেকে বেরিয়ে এসে মমতার যুব কংগ্রেস কর্মীদের মিছিলে যোগ দিলেন—এ প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অজিত পাঁজাকে তাঁর যুব কংগ্রেসি মিছিলে নিয়ে আসতে সমর্থ হন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী হয়ে পড়ি।

সাঁইত্রিশ বছরের সরকারি চাকরি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার ঠিক পরদিন, ১৯৯৫ সালের ১ নভেম্বর, কংগ্রেসে যোগ দিই। সৌজন্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। আমাকে সোমেন মিত্রের কাছে নিয়ে যান সতীশ জানা—আমি মেদিনীপুরের জেলাশাসক থাকাকালীন (১৯৭৩-৭৬) তিনি মেদিনীপুর কংগ্রেসের ছাত্রনেতা ছিলেন। পরে আমাকে প্রদেশ কংগ্রেসের ইশতেহার কমিটিতে নেওয়া হয়—যে কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন অজিত কুমার পাঁজা এবং অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য, সর্দার আমজাদ আলি ও সুখেন্দু শেখর রায়। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারির গোড়ার দিকে এই কমিটি নিজাম প্যালেসের একটি ঘরে বসতে শুরু করে। সেটি ছিল পশ্চিমবঙ্গে আরেকটি বিধানসভা নির্বাচনের বছর। কমিটির প্রথম মিটিংয়ে আমাকে নিয়ে যান সুব্রত মুখোপাধ্যায়, যাকে মমতা ১৯৯২ সালে ‘তরমুজ’ আখ্যা দেন। তরমুজের বাইরেটা সবুজ, যা জাতীয় কংগ্রেসের প্রতীকী রং আর ভেতরটা লাল, যা সিপিএমের রং। সেই আখ্যা থেকে যায়। কয়েকটি সাপ্তাহিক মিটিংয়ে কমিটির আলোচনা যথেষ্টই প্রাণবন্ত হয়।

কিন্তু মার্চ মাসে নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কংগ্রেস নেতারা নিজের নিজের প্রার্থী তালিকা নিয়ে দিল্লি ছুটলেন। অজিত পাঁজার নির্দেশে আমি ইউকো ব্যাঙ্কের বিবাদীবাগ শাখার কর্মী পার্থ নামে এক কংগ্রেস সমর্থকের সাহায্যে একা হাতে ইস্তাহার তৈরি করি এবং সোমেন মিত্র ও অজিত পাঁজার অনুমোদন নিয়ে তা ছাপিয়েও ফেলি।

এই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরটি এক অন্তঃপাটি কলহের সূচনা করেন। তাঁর বক্তব্য তিনি প্রচারিত হয়েছেন এবং অদীর চৌধুরী, শঙ্কর সিংহ, সুলতান আহমেদের মতো সমাজ-বিরোধী হিসেবে পরিচিত কিছু কংগ্রেস নেতার নাম প্রার্থী তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। অথচ সেই তৃণমূলের সুলতান আহমেদ এখন বেক্সীয় মন্ত্রী, সৌজন্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর অদীর চৌধুরী ও শঙ্কর সিংহ প্রদেশ কংগ্রেসে মমতার কট্টর সমালোচক। মমতা তখন গলায় তাঁর কালো শাল বুলিয়ে গাড়ির বনেটের উপর দাঁড়িয়ে আত্মহত্যার নাটক করেন। একাধিক কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে তাঁর প্রকাশ্য বিরোধিতার ফলে তাঁরা ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হন। অন্যথায় সে বছর কংগ্রেস বিধানসভায় একশোর বেশি আসন পেত—কিন্তু তাকে ৮৪-তেই পেয়ে যেতে হল। অনেক কংগ্রেস বিধায়কই প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাশমুখী, সোমেন মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও অন্য কিছু নেতাদের উপর বুষ্ট ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল এঁরা সিপিএম পন্থী, সুতরাং তরমুজ।

যুব কংগ্রেসের যেসব সদস্যরা নির্বাচিত হন তাঁদের মমতা নিজে বেছে নিয়েছিলেন। কাজেই তাঁরা মমতার প্রতি অনুগত ছিলেন। ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি 'দুটি ফুল ও দাস'-এর প্রতীক নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও আঞ্চলিক দল হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরকম চারজন বিধায়ক কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং ঘোষণা করেন যে তাঁরা মমতার নতুন দলের সঙ্গে আছেন। কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা এই চার বিধায়ককে কংগ্রেস থেকে বহিস্কার করেন এবং স্পিকার হাসিম আবদুল হালিমের কাছে গিয়ে দলত্যাগ-বিরোধী আইনে তাঁদের বিধায়কপদ খারিজ করতে বলেন। কিন্তু এঁরা সময় নষ্ট করার পন্থা অবলম্বন করেন। ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে মমতার ইচ্ছেয় আমি যখন একটি উপ-নির্বাচন জিতে বিধায়ক হই তখন আমি এই চারজনকে স্পিকারের নোটিশের জবাব দিতে সাহায্য করি এবং ২০০১ সালে ঐ বিধানসভা ভেঙে দেওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ করা পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের বিধায়কপদ ধরে রাখতে সমর্থ হন।

আমি শুনেছিলাম, যে-কোনো লোকই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখা পান এবং তাঁর টালির চালের বাড়ি ও অফিস সবসময় লোকেই ভর্তি থাকে। আমিও একবার সুযোগ নিয়ে দেখতে চাইলাম, কারণ আমার মতো তিনি যত শীগগির সম্ভব সিপিএমের বিদায় চাইছিলেন।

যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশন থেকে হেঁটে একদিন হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটে ডোকার মুখে আমার চোখে পড়ল বাঁ-হাতে একটা প্রকাশু হোর্ডিং। তাতে বাংলায় লেখা স্বামীজির মর্মস্পর্শী বক্তব্য “সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনো কিছুই জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।” উদ্ধৃতিটির উপরে মমতার হাস্যময়ী মুখ। স্বামীজির নাম বা ছবি কোথাও নেই। মনে হল যে, যারা জানেন না কথাগুলি স্বামীজির, তাঁরা এগুলো মমতারই কথা বলে ভাববেন। মনটা একটু ক্ষুণ্ণই হল।

পরে বুঝেছি নিজের ব্যানারে বা পোস্টারে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের উদ্ধৃতি দেওয়াটা মমতার কৌশল—যাতে যেসব সাধারণ মানুষ কখনো নজরুল, রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ পড়েননি তাঁদের বিশ্বাস করানো যায় যে, উদ্ধৃতিগুলি মমতারই। যে-কোনো জনসভার মধ্যে মমতা তাঁর নটকীয়তা, কথায়-কথায় ছড়া কাটা, চমকপ্রদ প্রোগান তোলার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারেন। শুধুমাত্র ‘কথা’ দিয়ে সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে তিনি বিস্তর চর্চা করেন, তাঁর দেওয়া কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য করণীয় কাজ নিয়ে এই মানুষেরা বিশেষ মাথা খামান না।

আসল মমতাকে চিনতে আমার সময় লেগেছে প্রায় পাঁচ বছর (২০০৩)—সেই সময় তৃণমূল ভবনে দলের এক বোড়ো বৈঠকের পর আমি মমতাকে একটি চিঠি দিই। সেজন্য কোনো ‘শোকজ’ নোটিশ ছাড়াই আমাকে দল থেকে সাসপেন্ড করেন তিনি। তবে তিন-চার দিন পর মমতা টেলিফোনে আমাকে জানান যে, সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত তিনি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন।

সেই দিন প্রথম কালীঘাটের বাড়িতে মমতা আমাকে সহাস্য অভ্যর্থনা জানান। মমতা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে তাঁর জালে বেশ বড়ো মাছ পড়েছে, কারণ আমিই প্রথম অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার যিনি মমতার দলে যোগ দিই। মমতা আমাকে বলেন নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো সমস্ত চিঠিপত্র, স্মারকলিপি ইত্যাদি খসড়া করার দায়িত্ব নিতে।

তারপর এলেন ডঃ এন. কে. সেনগুপ্ত ও ডঃ বি. কে. সরকার। দুজনেই অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার। যে সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসারদের আয়ের হিসাব-বহির্ভূত সম্পত্তি নিয়ে ভিজিল্যান্স কমিশন তদন্ত করার পর সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিতে শুরু করেন ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর। ঐ নির্বাচনে সুলতান সিং হাওড়া থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান। ফলে সিপিএম বিরোধী ভোট ভাগাভাগি হয় এবং সিপিএমের প্রার্থী স্বদেশ চক্রবর্তী মমতার প্রার্থী অবসর প্রাপ্ত আইএএস ডঃ বি. কে. সরকারকে হারিয়ে দেন।

মমতা রেলমন্ত্রী থাকাকালীন (অক্টোবর, ১৯৯৯-মার্চ, ২০০১) সুলতান সিং রেলের এডিজি ছিলেন। তিনি আরেক অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস রচপাল সিংকে মমতার কাছে নিয়ে আসেন ২০০৬-০৭ সাল নাগাদ। এরপর আসেন মহম্মদ এইচ. এ. সাফওয়াই, অবনী জোয়ারদার, আর এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন রজত মজুমদার। এঁদের প্রত্যেকের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ‘মমতার নবরত্ন সভা’ অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৭-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ মমতার দলকে সামনে আনার ব্যাপারে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যায়। মমতা প্রথমে আমাকে বলেন তাঁর দলের জন্য ‘উপযুক্ত কোনো নির্বাচনী প্রতীক তৈরি করে দিতে। আমি তখন নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে বলি যে, আপনি নিজেই তো একজন চমৎকার আঁকিয়ে। বস্তুতঃ ‘দুটি ফুল

ও ঘাস”-এর প্রতীকটি মমতা নিজেই নতুন দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের টেবিলে বসে ঐকেছিলেন। সেদিন, ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি। তিনি আর অজিত পাঁজা দুজন নির্বাচিত সাংসদ হিসেবে নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিলেন, নিজস্ব প্রতীক-সহ আঞ্চলিক দল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র জমা দিতে। এইভাবে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই মানুষ মমতার দল তৃণমূল ও তার প্রতীকের কথা জেনে যান।

সে সময় কথা ছিল যে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে এক জনসভায় নতুন পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করা হবে। দিনটা নির্ধারিত হয় ১৯৯৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর। মমতা আমাকে ও ডঃ বি. কে. সরকারকে বলেন প্রথমে তাঁর বাড়িতে আসতে, যাতে আমরা সেখান থেকে মমতার সঙ্গে ঐ জনসভায় যেতে পারি। সাড়ে তিনটে নাগাদ রওনা দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে এক ঘণ্টারও বেশি লেগে যায়, কারণ সমস্ত রাস্তায় মমতার সমর্থকরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। অজিত পাঁজা তাঁর গিরিশ পার্কের বাড়ি থেকে আসেন। সভায় পৌঁছে দেখি মণিশঙ্কর আয়ার এবং মমতার অস্থানুগামী অনেক নেতারা ততক্ষণে সেখানে চলে এসেছেন।

ঐ সভায় মমতা ‘তৃণমূল কংগ্রেস’ নামে তাঁর নতুন দল গঠনের কথা ঘোষণা করেন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য লোকসভা নির্বাচনে কে কোন আসন থেকে প্রার্থী হবেন, তাও জানান। আমি আগেই মমতাকে জানিয়েছিলাম যে আমি নির্বাচনী রাজনীতিতে আগ্রহী নই। কিন্তু তিনি আরামবাগের মতো কঠিন আসনের প্রার্থী হিসেবে আমার নামও ঘোষণা করেন। মণিশঙ্কর ফিরে যান কংগ্রেসে, যেটা কিনা তাঁর দূর স্বুলের বন্ধু রাজীব গান্ধীর দল। রাজীব ১৯৯১ সালের মে মাসে নিহত হন, তাঁর বিধবা স্ত্রী সোনিয়া গান্ধী মণিশঙ্করকে পুনরায় কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনেন।

আমার বিশেষ অনুরোধে শেষপর্যন্ত মমতা প্রার্থী তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দিতে রাজি হন এবং আরামবাগের আসনটি বিজেপি-কে ছেড়ে দেন। গত ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচনে কংগ্রেস যেখানে একটি আসন জিতেছিল, (কিংবদন্তি গনি খান চৌধুরীর আসনটি), সেখানে ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে তৃণমূল ৭টি আসনে জিতেছিল—কলকাতায় ৩টিতেই (মমতা, অজিত পাঁজা ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়), যাদবপুর (কুন্না বসু), হাওড়া (ডঃ বি. কে. সরকার) বারাসত (ডঃ রঞ্জিত পাঁজা) এবং শ্রীরামপুর (আকবর আলি খান্দকার)। সে বছরে তৃণমূলের জোটসঙ্গী বিজেপিও দমদম আসনটি জেতে এবং তপন শিকদার অটলবিহারী বাজপেয়ীর দ্বিতীয় সরকারের (মার্চ, ১৯৯৮ মার্চ, ১৯৯৯) মন্ত্রী হন। তৃণমূল সেই সরকারে যোগ দেয়নি। মমতার যুক্তি ছিল যে তৃণমূল কেন্দ্রে মন্ত্রীত্ব নেবার কথা মানুষকে আগে থেকে জানানি।

১৯৯৯ সালের অক্টোবরে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল হাওড়ার আসনটি হারায়। কারণ মমতা তড়িঘড়ি তৎকালীন সাংসদ ডঃ বি. কে. সরকারকে সরিয়ে প্রার্থী করেন তাঁর পুরনো বন্ধু ডঃ কাকলি ঘোষদত্তদারকে। তবে তৃণমূলে শেষ মুহূর্তে

আসা শিশির অধিকারীর সমস্ত বাধা সত্ত্বেও অবসরপ্রাপ্ত আইএএস ডঃ এন. কে. সেনগুপ্ত কাঁথি আসনে জয়ী হন, এবং ২০০৪ সালে ডঃ সেনগুপ্তর পরাজয়ের জন্য এই শিশির অধিকারীই দায়ী ছিলেন। আর নবদ্বীপ আসনে জয়ী হন কংগ্রেস থেকে আসা আনন্দ মোহন বিশ্বাস। জোটসঙ্গী বিজেপিও কল্লনগরে আরো একটি আসন পায় এবং এবারেও বিজেপির জয়ী প্রার্থী সত্যব্রত (জলু) মুখোপাধ্যায় বাজপেয়ীর তৃতীয় সরকারে জায়গা পান। জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার (এন ডি এ) জোটসঙ্গী হিসেবে তৃণমূল প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়—(যদিও দলের ন্যাশনাল চেয়ারপার্সন ছিলেন অজিত পাঁজা)—সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি নিজে রেলমন্ত্রী হবেন, আর অজিত পাঁজা হবেন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। এই সময়ই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের নামের আগে ‘অল ইন্ডিয়া’ শব্দ দুটি বসানোরও সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু কংগ্রেসের প্রণব মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন দাশমুখী, যাঁদের বলা হত ‘বড়দা’ ও ‘মেজদা’, আর সৌমেন মিত্রকে ‘ছোড়দা’ ও সোনিয়া গান্ধীকে ‘রাণী মা’, ‘My Unforgettable Memories’-র ১১১-১১৩ পৃষ্ঠা নীচে দেওয়া হয়েছে) এবং আনন্দবাজার পত্রিকার এক প্রবীণ দাড়িওয়ালা সাংবাদিক মমতাকে এনডিএ ছেড়ে দেওয়ার কথা বোঝাতে থাকেন। যুক্তি ছিল তেহেলকার মাধ্যমে এনডিএ সরকারের দুর্নীতি ফাঁস, যার আওতাভুক্ত রেল মন্ত্রক (১০০টি কেসের প্রায় ৭০ শতাংশ)। দলের তরফ থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি চিঠি দেওয়া হয় এবং মধ্যস্থ ব্যক্তি তাঁর অভিযোগগুলি তুলেও নেন। তবে আরো কিছু ছোটোখাটো দুর্নীতির অভিযোগ ছিল—(১) রেল মন্ত্রকে নিজেদের লোককে চাকরি দেওয়া, (২) জলের বোতল সরবরাহের মতো কিছু খুচরো বরাত তৃণমূল নেতাদের পাইয়ে দেওয়া, (৩) অলোক দাস, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মতো তৃণমূলের নিচু তলার দিকের কিছু নেতার মাধ্যমে আগে থেকে টিকিট রিজার্ভ করে রেখে টাকা কামানো ইত্যাদি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন কারণে খুবই জনপ্রিয় রেলমন্ত্রী হয়ে ওঠেন—তিনি প্রচুর নতুন মেল, এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেন চালু করেন, প্রচুর নতুন রেললাইন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন, সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গসহ সারা দেশে বহুসংখ্যক নতুন ওয়াগন, কোচ ও ইঞ্জিন বানানোর কারখানা তৈরির কথা ঘোষণা করেন, তছাড়া তিনি রেলের ভাড়া একেবারেই বাড়াননি, গরিব মানুষের দৈনিক যাতায়াতের জন্য সস্তার মান্থলি টিকিট চালু করেছেন। কিন্তু তিনি এই সমস্ত কিছু করছেন আয় বাড়ানোর কোনোরকম ব্যবস্থা না করেই, সে কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যখন তিনি সাধারণ বাজেটে আরো বেশি বরাদ্দ চান। ১৯৯৯ থেকে ২০০১, এই দু’বছরের মধ্যে তিনি মন্ত্রকের ভেতরের এবং অর্থ মন্ত্রক থেকে আসা কোনো পরামর্শে কান দেননি এবং রেলকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একেবারে কিনারায় নিয়ে যান। তিনি তখন পালানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন।

২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছিল। সিপিএম-পিডব্লুজি-র

(পিপলস্ ওয়ার গ্রুপ, যারা পরে মাওয়িস্ট কমিউনিস্ট সেন্টারের সঙ্গে যোগ দিয়ে সিপিআই মাওবাদী গড়ে তোলে) বন্দুকধারী বাহিনী মেদিনীপুর, হুগলি ও বাঁকুড়ার বহু বিধানসভা কেন্দ্রের লক্ষাধিক তৃণমূল সমর্থককে ভোটদান থেকে বিরত রাখার জন্য ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা সত্ত্বেও নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপি জোটের সত্তাবনা যথেষ্টই উজ্জ্বল ছিল। মমতা পঞ্চকজ ব্যানার্জিকে ২৯৪টির মধ্যে পঞ্চাশটি আসন, বিজেপিকে ছেড়ে দিয়ে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা তৈরি করতে বলেন। পঞ্চকজ ব্যানার্জি বিস্তর খেটে একটি তালিকা করেন। সেই বাঁধানো খাতাটি এখন আমার জিন্মায় আছে। বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় এ বিষয়ে আলোচনা করতে বেশ কয়েকবার আমার বাড়িতে আসেন, যদিও পঞ্চকজ ব্যানার্জি ও স্বয়ং মমতার সঙ্গেও তিনি নিয়মিত দেখা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত মমতা বিজেপিকে মাত্র ৩৯টি আসন ছাড়েন। বিজেপি-কে এই অপমান হজম করতে হয়। গুজরাট দাঙ্গা এর থেকে মাত্র বছর খানেক দূরের ঘটনা এবং তৃণমূলের বেশিরভাগ শহিদই মুসলমান, গ্রামীণ মুসলমানদের বড়ো অংশ যে সিপিএম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এ ঘটনা তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

কিন্তু মমতা তো জন্মগতভাবে একজন স্বৈরতন্ত্রী। পঞ্চকজ ব্যানার্জির তৈরি করা তালিকা তিনি মানবেন কি করে? তিনি ৩০টি আসনে প্রার্থী বদল করেন, তৃণমূল নির্বাচনে হারে কারণ যোগ্য প্রার্থীদের তড়িঘড়ি বাদ দেওয়া হয়। যেমন তিনি (১) বনগাঁ থেকে ভূপেন শেঠ ও (২) দেগঙ্গা থেকে ইদ্রিস আলিকে সরিয়ে দেন। ভূপেন শেঠ ও ইদ্রিস আলি নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান এবং ভূপেন শেঠ মমতার প্রার্থী প্রশান্ত পাত্রর থেকে বেশি ভোট পান ও ইদ্রিস আলি মমতার প্রার্থী আবদুর রউফের প্রায় সমান ভোট পান। দুটি আসনেই বামফ্রন্টের প্রার্থীরা জয়ী হন— (১) বনগাঁয় সিপিএম ও (২) দেগঙ্গায় ফরওয়ার্ড ব্লক। ২০০১ সালের ৮ মার্চ চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করা হয়। পরের দিন মমতা দিল্লি যান। বাজপেয়ী তাঁকে বলেন যে তিনি যেন শুধু পশ্চিমবঙ্গে প্রচার করার জন্য মন্ত্রী না ছাড়েন, বরং প্রচার চলাকালীন তিনি বেশিরভাগ সময় সেখানেই থাকুন। তারপর ফটল তেহেলকা নামক বোমাটি। একটি স্টিং অপারেশনের সময় গোপনে তোলা ছবিগুলি টি. ভি. চ্যানেলগুলি দেখাতে শুরু করল ১২ মার্চ রাত্রে। মমতাও ব্যাপারটি ঐ রাত্রেই জানতে পারেন এবং পরদিন তৃণমূলের সাংসদদের এক জবুরি বৈঠক ডাকেন। সেখানে তিনিই বলেন, আর বাকি সকলে শোনে। প্রধানদ্বীকে ৭২ ঘণ্টা বা তিনদিন সময় দিয়ে এক চরমপত্র তৈরি করা হয়, যার দাবিগুলি ছিল :

(১) এনডিএ-র মধ্যে তৃণমূলের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও এনডিএ-র আত্মীয়ক **জর্জ ফার্নান্ডেজকে** প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে সরাতে হবে। যদিও তেহেলকার ছবিগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি এর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন।

(২) যে পাঁচজন সেনাবাহিনীর অফিসারকে ঘুষ নিতে দেখা যাচ্ছে, তাদের সাসপেন্ড করতে হবে;

(৩) গোটা বিষয়টির তদন্ত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের একজন কর্মরত বিচারপতিকে নিযুক্ত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত সময় দিয়ে চিঠিটি পাঠানো হয় ১৩ মার্চ। পঙ্কজ ব্যানার্জি ফ্যান্স মারফত একটি কপি পান ও আমাকে দেখান। তিনি এবং আমি আশঙ্কিত হয়ে পড়ি, কারণ মমতার সঙ্গে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্ডী ও তাঁর বেতনভুক এক কংগ্রেসপন্থী সাংবাদিকের গোপন আলোচনার খবর আমাদের কাছে ছিল।

সেদিন রাতেই সমস্ত তৃণমূল নেতারা কলকাতায় ফিরে আসেন, কিন্তু মমতা তাঁর দিল্লির সরকারি বাড়ি ছাড়ার আগে তাঁর মন্ত্রকের অফিসারদের নির্দেশ দেন যে তাঁর বাড়ি থেকে যেন সমস্ত সরকারি টেলিফোন ও আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়—যার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিজেপি-র সঙ্গে জোট ভাঙার ব্যাপারে তিনি একাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

১৪ মার্চ বিকেলে এস. এন. ব্যানার্জি রোডে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সমস্ত তৃণমূল নেতাদের মিটিং হয়। মেয়র সুরত মুখোপাধ্যায় সোজা বিমানবন্দর থেকে সেখানে আসেন—তিনি সরকারি সফরে টোকিও গিয়েছিলেন।

দলের ন্যাশনাল চেয়ারম্যান অজিত পাঁজা এনডিএ ছাড়ার প্রস্তাব করলে সুরত মুখোপাধ্যায় জোরালো প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে মাঝনদীতে নৌকা পাল্টানো আদৌ উচিত নয়। আমিও যখন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলাম তখন মমতা আমার কানে-কানে বলেন, “দীপকদা, আপনি জানেন না ওরা (বিজেপি) কিভাবে আমাদের অবজ্ঞা করে।” আমি তাতে চমকে উঠলাম। আমরা সকলেই জানতাম যে বাজপেয়ী এবং ফার্নান্দেজ দুজনেই মমতাকে কিরকম ভালোবাসতেন। মমতা নিজেই উপপ্রধানমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল. কে. আদবানীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। আমি তখন আশ্চর্য করে বললাম “তুমি কী বলছ”? মমতা দ্রুত তাঁর ঝোলা খুলে একটুকরো কাগজ বের করে দেখালেন। কাগজটা অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিংহার একটি চিঠি (যশোবন্ত ১৯৬৩ ব্যাচের অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার—১৯৬৪ ব্যাচের আমি। দিল্লিতে ১৯৮৩-৮৮ সালে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি, সে সময় তিনি ছিলেন অর্থ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব, আর আমি কাজ করতাম ইম্পাত মন্ত্রকে)।

চিঠির ভাষা বানিকটা এরকম :

প্রিয় মমতাজি,

আপনি সাধারণ বাজেট থেকে অতিরিক্ত এক লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ চেয়ে যে চিঠিটি পাঠিয়েছেন সেটি আমি পেয়েছি। এ বিষয়ে পশ্চিতি হল প্রথমে যোজনা কমিশনে প্রকল্পগুলি মঞ্জুর করানো এবং তারপর আমাদের মধ্যে আলোচনা করা।

তবে এত বড়ো অঙ্কের অর্থ এক বছরে দেওয়া যায় না। আপনি দয়া করে চার-পাঁচ বছরের মধ্যে অর্থের পরিমাণ ভেঙে নিন।

আমি মুম্বই থেকে ফিরে আসার পর দেখা করতে পারি।

শুভেচ্ছাসহ,

ওয়াই, সিন্হা

এই চিঠিতে আমি ক্যাবিনেটের একজন সহকর্মীর প্রতি অবজ্ঞার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাইনি। আমি তখন রীতিমতো চিন্তিত হয়ে তাড়াতাড়ি বললাম যে, যেহেতু আমরা প্রধানমন্ত্রীকে তিনদিন সময় দিয়েছি তাই আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু মমতা মানতে চাইলেন না। উপস্থিত বাকি সকলেই তাঁর প্রস্তাবে ঘাড় নাড়লেন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই অজিত পাঁজা মমতার সঙ্গে একমত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আফশোস করলেন।

টি.ভি. চ্যানেলগুলোতে সেদিন সন্ধের খবরে ইঞ্জিত দেওয়া হল যে, প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের তিনটি দাবিই মেনে নিয়েছেন। তিনি সত্যিই মমতাকে ভালোবাসতেন। এর আগে তিনি মমতার মাকে শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতায় মমতার বস্ত্রি বাড়িতে এসেছিলেন।

কিন্তু মমতা অবিচল। তিনি যে ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের ফাঁদে পা দিয়েছেন তা পরিষ্কার হয়ে গেল, যখন রফা চূড়ান্ত করতে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এলেন কমল নাথ।

বিপদের গম্ব পেয়ে সৌগত রায়, তাপস রায় এবং আরো আট-দশজন বুদ্ধিমান কংগ্রেস নেতা মমতার সঙ্গে রফা করলেন। তাঁরা কংগ্রেস ছাড়লেন এবং মমতার উপস্থিতিতে মহাজাতি সদনে সভা করে রাতারাতি তৃণমূলের সদস্য হয়ে গেলেন। কমলনাথ নিচু গলায় দাবি জানালেন যে, সমস্ত কংগ্রেসি বিধায়ককে টিকিট দিতে হবে। মমতা রাজি হলেন না এবং প্রায় পঁচিশ জন কংগ্রেসি বিধায়ক টিকিট পেলেন না। তাঁরা শরদ পাওয়ারের এনসিপি দলের ‘ঘড়ি’ চিহ্ন নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়ালেন। আর বেশিরভাগ আসনেই তাঁরা যথেষ্ট ভোট পেয়ে তৃণমূলের প্রার্থীদের পরাজিত করেন।

বিজেপিও প্রায় দুশোটি আসনে প্রার্থী দেয়, ভোট কাটে এবং ৪৮টি আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের ও ১০টি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীদের হারের কারণ হয়। বিজেপি কোনো আসন না পেলেও তৃণমূলকে যথেষ্ট ধাক্কা দেয়।

পঞ্চজ ব্যানার্জির তালিকায় মমতার প্রার্থী বদলের জেরে ৩০টি আসনে হার হয়।

১৯৯৭ সালে অজিত পাঁজা মমতার সঙ্গে যোগ না দিলে তৃণমূল আঞ্চলিক দল হিসেবেও ‘স্বীকৃতি ও বিশেষ প্রতীক’ পেত না। এই নির্বাচনে তিনি কলকাতার ২১টি ও তাঁর নিজের কেন্দ্র কলকাতা উত্তর-পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের আওতাভুক্ত ৭টি বিধানসভা আসনের মাত্র দুটি চেয়েছিলেন। তাঁর মেয়ে মহুয়া মন্ডল ও পুত্রবধূ ডাঃ শশী পাঁজার জন্য। তাঁকে শুধু মহুয়ার জন্য বিদ্যাসাগর আসনটি দেওয়া হয়। মমতা তাঁর সঙ্গে

দেখা করেননি, এমনকী মমতার সঙ্গে তাঁকে টেলিফোনে কথা বলতে দিতেও রাজি হননি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী নয়না। মমতা সে সময় টিকিট প্রার্থীদের এড়াতে সুদীপের বাড়িতে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। নির্বাচনের পর অজিত পাঁজা নতুন দল তৈরি করেন। তৃণমূলের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য নেতা তাঁর দলে যোগ দেন। আমি যখন আরেকজন বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়িতে যাই, তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর অভিযোগ ছিল তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের ন্যাশনাল চেয়ারপার্সন মমতার সঙ্গে টেলিফোনে কথা পর্যন্ত বলতে পারলেন না!

অজিত দা ২০০৩ সালে আবার দলে যোগ দেন। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে হেরে যান এবং কিছুদিনের মধ্যে ভগ্নহৃদয়ে মারা যান। পরে মমতা শশীকে কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ করে দেন এবং তাঁকে প্রায় মন্ত্রীও করে ফেলেছিলেন। বেচারি শশী তখন ত্রিপুরায় ছিলেন, মমতা তাঁর ফেরার জন্য একদিনও অপেক্ষা না করে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে তাঁর দপ্তর স্বাস্থ্যের প্রতিমন্ত্রী করে দিলেন। শশী খুবই ভাল স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতে পারতেন।

২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতার খামখেয়ালি মাঝপথে বাধা হয়ে না দাঁড়ালে তৃণমূল-বিজেপি জোট সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারত। এমনকি কংগ্রেসের সঙ্গে নতুন জোটের ফলেও তৃণমূল প্রায় ১১০জন বিধায়ক এবং কংগ্রেস প্রায় ৪০ জন বিধায়ককে জয়ী করতে পারত, অর্থাৎ মোট ১৫০টি আসন নিয়ে ২০০১ সালের বিধানসভায় গরিষ্ঠতা পেতে পারত। কিন্তু টিকিট না পাওয়া কংগ্রেসি বিধায়করা সিপিএম বিরোধী ভোট কাটায় এবং পঞ্চকজ ব্যানার্জির প্রার্থী তালিকায় মমতা শেষ মুহূর্তে প্রায় ৩০টি চটজলদি বদল করায় ২০০১ সালেই, অর্থাৎ ১০ বছর আগেই বামফ্রন্টকে হারানোর সুযোগ নষ্ট হল। সেটা যদি ঘটত তবে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম হয়ত ঘটত না, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেও পার্টিতন্ত্র, অপশাসন, দুর্নীতি সহ্য করতে হত না, সর্বোপরি সহ্য করতে হত না ২০০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত আরো ১০ বছর বামফ্রন্টের নামে সিপিএমের উদ্যোগে পার্টির জন্য সমাজের ধ্বংস সাধন।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে জর্জ ফার্নান্ডেসকে সরানোর জন্য দায়ী ছিলেন যিনি, সেই মমতাই ২০০১ সালের শেষের দিকে কাঁথিতে তৃণমূলের জনসভায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কারণ তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কেন্দ্রে যদি রেল নাও হয়, তবে অন্য কোনো ভালো দপ্তর পেতে জর্জদাকে ফের তুষ্ট করা দরকার।

এরপর ২০০২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে ঘটল গুজরাট দাঙ্গা। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ‘দাঙ্গামোদী’ আখ্যা দেওয়া হল। মমতা বিজেপি-র সঙ্গে ফের জোট গড়ে তুলতে চাইছিলেন, তাই ২০০৩ সালে দাঙ্গামোদী বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হলে মমতা তাঁকে ফুলের তোড়া পাঠান। রেলমন্ত্রক ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ করে নীতীশকুমার রেল পান। নীতীশ পূর্ব রেলকে ভাগ করেন এবং বিহারে আরেকটি জোন তৈরি করেন। প্রতিবাদে মমতা ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলওয়ের সদর

দপ্তরের কাছে বেশকিছু জনসভা করেন, কিন্তু নীতীশকুমার এবং বাজপেয়ীজিও অনড় রইলেন। ২০০১ সালের বাকি সময়টা, এবং গোটা ২০০২ ও ২০০৩ সালে মমতাকে বাড়ি বসেই কাটাতে হল, কারণ এনডিএ সরকার তাঁকে কয়লা ও খনি মন্ত্রক দিতে চাইলে তিনি রাজি হননি।

আমি ২০।১।২০০৪ তারিখে, অর্থাৎ মে, ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনের তিন মাস আগে, বাংলায় লেখা একটি চিঠিতে লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ-র সম্ভাব্য পরাজয়ের পুরো বিশ্লেষণ করে মমতাকে পাঠাই। এনডিএ-তে থাকা সম্পর্কে আমি মমতাকে হুঁশিয়ার করে দিই। কিন্তু মমতার নির্বাচনী পুঁজির লোভ ছিল। তিনি জানতেন যে, কংগ্রেস তাঁকে একটা লগি দিয়েও ছুঁয়ে দেখবে না, কারণ তিনি অত্যন্ত খারাপ ভাষায় (কংগ্রেসই বাঁশটা দিয়েছে), সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ভাবে ২০০১ সালের নির্বাচনী বিপর্যয়ের জন্য কংগ্রেসকেই দায়ী করেন। কাজেই পুঁজির জন্য তাঁকে বিজেপি-র কাছেই ফিরে যেতে হবে।

নির্বাচনের মাত্র মাস তিনেক আগে মমতা কয়লা ও খনি মন্ত্রক নিতে রাজি হলেন। ওঁর একমাত্র কৃতিত্ব হল উনি কলকাতা পুরসভার জমিতে কয়লাখনির শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল বানাতে একখানা মার্বেল ফলক বসিয়েছিলেন। মেয়র সুরত মুখোপাধ্যায় মমতার নির্দেশে তাঁর বিদায়ের পরই জুন, ২০০৫-এর পুরসভা নির্বাচনের ঠিক আগে সেই জমি এক বেসরকারি মালিকের হাতে বিক্রি করে দেন। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল দলের ভরাডুবি হয়। শুধু মমতাই তাঁর দক্ষিণ কলকাতার আসনটি ধরে রাখতে পেরেছিলেন। যদিও সাধারণতঃ যেখানে তিনি এই আসনটি প্রায় আড়াই লক্ষ ভোটে জিতে এসেছেন। সেখানে মেবারে ব্যবধান অনেক কমে দাঁড়ায় ৯৮,০০০। অন্য সাতজন তৃণমূল সাংসদ এবং সমস্ত নতুন প্রার্থীরা হেরে যান। বিজেপি দুটি আসনই হারায়। কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ এবং বামফ্রন্ট ৩৫টি আসন পায়।

মমতা যখন কেন্দ্রে সুদীপের প্রতিমন্ত্রীত্বের অভিষেক আটকে দেন তখন সুদীপ দল থেকে বেরিয়ে যান—এ ব্যাপারে এল. কে আদবানির যথেষ্ট সাহায্য পেয়েও তিনি কিছু করতে পারেননি। এর কারণ হল ২০০১ সালে নির্বাচন লড়ার জন্য কংগ্রেস যে ১০ কোটি টাকা বিভিন্ন কিস্তিতে মমতাকে দিয়েছিল তার মধ্যে এক কিস্তির ২ কোটি টাকা সুদীপ নিজেই হজম করে ফেলেন। সুদীপ তাঁর স্ত্রী নয়নাকে নিয়ে দল ছাড়েন, নয়না তখন বৌবাজারের বিধায়ক। মমতা তাঁকে সাংসদ করবার আগে সুদীপের নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ছিল এই বৌবাজার। এই দুজন যখন পার্টিতে ছিলেন সে সময় প্রায়শই নয়না নতুন দিল্লিতে মমতার ফ্ল্যাটের লাগোয়া নিজের ফ্ল্যাটের কৌচে শুয়ে থাকতেন, আর মমতা তাঁর সুন্দর কঁকড়া চুল আঁচড়ে দিতেন। মমতার সঙ্গে সম্পর্ক তিন্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদীপরা সেই ফ্ল্যাট ছেড়ে পান্দারা রোডে আদবানির ফ্ল্যাটের কাছাকাছি ফ্ল্যাট নেন। নয়না ২০০৬

সালের মে মাস পর্যন্ত বিধায়ক ছিলেন। আমি একবার মমতাকে অভিযোগ করেছিলাম বাজেট অধিবেশন চলাকালীনও নয়নাকে বিধানসভায় নিয়মিত দেখা যায় না। তাতে উনি মিনিটখানেক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, “আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? দেখুন গিয়ে কোনো ন্যাংটো ক্যাবারে নাচের আসরে।” এতটাই অমার্জিত মমতা। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আবার ওঁদের মিটমাট হয়ে যায়, আর সুদীপ উত্তর কলকাতা থেকে সাংসদ হন।

২০০৪ সালে সুদীপ কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রায় লাখখানেক ভোট নিয়ে নেন, যাতে মমতার প্রার্থী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে হারানো যায়। সুব্রত মুখোপাধ্যায় এর আগেই প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে নির্বাচনে জেতার জন্য তিনি গান্ধিজিকে ব্যবহার করবেন। গান্ধিজি বলতে উনি বুঝিয়েছিলেন বেশি অঙ্কের টাকার নোট, যাতে গান্ধিজির মুখ ছাপা থাকে।

২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতে মমতা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বামফ্রন্ট তখন কেন্দ্রের ইউ পিএ-(১) সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করছিল, কাজেই কংগ্রেস মমতার মরিয়া আবেদনে সাড়া দিতে পারেনি। বিজেপির সঙ্গে যাওয়া ছাড়া তাঁর কাছে আর কোনো রাস্তা ছিল না—উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ নির্বাচন লড়ার পুঁজি যোগাড় করা। কারণ ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে কয়লা ও খনি মন্ত্রকে মাত্র তিনমাস কাটিয়ে তিনি খুব বেশি পুঁজি জোগাড় করতে পারেননি।

সেবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিরাট বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। তৃণমূল মাত্র ২৯টি আসন জেতে। জিএনএলএফ পাহাড়ে তাদের ৩টি আসন ধরে রাখে এবং এসইউসিআই কুলতলি ও জয়নগরে ২টি আসন পায়। বামফ্রন্ট ২৩০টি আসন পায়। সিজুর আন্দোলনের প্রথম দিকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মূর্খের মতো মন্তব্য করেছিলেন, “আমরা ২৩৫, ওরা ৩০—আমাদের কেন ওঁদের কথা শুনতে হবে?”

২০০৬ সালের নির্বাচনের সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি মমতার বাড়ির দলীয় কার্যালয়ে তাঁর অ্যান্টি-চেম্বারে বসেছিলাম। হঠাৎ মমতা পেছন থেকে দুটো একশো টাকার নোটের বাস্তিল, যার প্রত্যেকটায় এক হাজার টাকা করে ছিল, আমার দু পকেটে ভরে দিলেন। তারপর তিনি নিজের ঠোটে আঙুল রেখে আমাকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, “আপনি যাদবপুরে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। আমি আপনাকে সবরকম সাহায্য দেব। আপনি হারতেও পারেন, কিন্তু ও নিয়ে ভাববেন না। আমি পরের ভোটে আপনাকে লোকসভা আসনে মনোনয়ন দেব, কারণ আমি ঠিক করেছি কুন্ডা বসুকে আর মনোনয়ন দেব না।” আমি জানতাম যে কোনরকম আপত্তিতে কাজ হবে না। বয়সের ভার এবং ব্যক্তিগত পুঁজির অভাবে আমি ২০০৬ সালের মহিষাদলে নিজের দুবার জেতা আসন থেকেও আর দাঁড়াতে চাইছিলাম না। আমি ইঙ্গিতে জানিয়েছিলাম যে আমার ইচ্ছা ২০০৬ সালের বিধানসভা

নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অফিসের কাজকর্ম চালিয়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়া।

মমতা তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেননি। তিনি চালাকি করে আমাকে লালগড়ের অশান্তি খতিয়ে দেখতে পাঠিয়ে দেন। আরো পরে ২০০৯ সালের ৫ মার্চ মমতা আমাকে বলেন, “সরি! যাদবপুরটা কবীর সুমনকে দেওয়া হয়ে গেছে, আপনাকে মেদিনীপুর থেকে দাঁড়াতে হবে।” তখন নির্বাচনের মাত্র দুমাস দেরি। মেদিনীপুর বেশ বড়ো কেন্দ্র। আমি মাত্র ৪৮, ০০০ ভোটে হেরে যাই। যেখানে বিগত নির্বাচনগুলিতে এই ব্যবধান সাধারণতঃ আড়াই থেকে তিন লাখ ভোট। যখন সিপিএমের গণসংযোগ বিচ্ছিন্ন সে সময় সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত পরমাণু শক্তি ইস্যুতে প্রথম ইউ পিএ সরকার থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন মমতার তৃণমূলের সঙ্গে জোট করা ছাড়া কংগ্রেসের কোনো উপায় ছিল না, ততদিনে তৃণমূল বেশ বাম-বিরোধী দলের কেন্দ্রস্থানীয় হয়ে উঠেছে। পরিণামে চৌত্রিশ বছরের আধিপত্যের পর বামফ্রন্ট ২০০৯ সালে লোকসভায় মুখ খুঁড়ে পড়ে। বামফ্রন্ট বিরোধীদের কাছে মোট ২৭টি আসন হারায়—তৃণমূল কংগ্রেস (১৯), এসইউসিআই (১), কংগ্রেস (৬) এবং নির্দল (১)।

মমতা আরো একবার রেলমন্ত্রী হলেন। তিনি আরো একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী পেতে পারতেন, কিন্তু ছ’জন প্রতিমন্ত্রী নিয়েই খুশি রইলেন। মমতা রেলমন্ত্রী হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পুরনো খেলা শুরু করে দিলেন। শয়ে শয়ে ট্রেন এবং প্রকল্প ঘোষণা করলেন, ওদিকে ভাড়া না বাড়ানোর নীতি বদল হল না। কাজেই আবারও রেলের অর্থনীতি বিঘ্নিত হল। দু’বছর পর মমতার চূড়ান্ত স্বপ্ন পূরণ হল, তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন এবং দীনেশ ত্রিবেদীকে নিজের জায়গায় মনোনীত করলেন।

মমতার পক্ষে সম্ভব হলে তিনি নিজের জায়গায় মুকুল রায়কে বসাতেন, যিনি রানীর সবচেয়ে অনুগত ভৃত্য। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তখন রাজি হননি। কাজেই তাঁকে তখন বাধ্য হয়েই দীনেশ ত্রিবেদীকে ঐ জায়গায় বসাতে হয়েছিল। দীনেশ ত্রিবেদী তাঁর ২০১১-১২ সালের রেলবাজেটে ভাড়া সামান্য বাড়িয়ে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেন। তিনি বলেন, সামান্য ভাড়া না বাড়ালে “রেলকে আইসিইউ থেকে বের করে আনা যেত না। এই সুযোগে মমতা দীনেশকে সরিয়ে মুকুলকে তাঁর জায়গায় আনলেন—যাতে ‘দুইলোক’ দীনেশকে ভ্যানিশ করে দিয়ে ‘সোনার কেল্লা’ ফেরত পাওয়া যায়। বাজেট বিতর্কের সময় মুকুল বর্ধিত ভাড়া কমিয়ে দেন এবং রেলকে দেউলিয়া অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য কেন্দ্রের মূল বাজেটে আরো বেশি সাহায্য চান।

আমি তখনো প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি থাকা সত্ত্বেও মমতা আরো একবার আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। তার কারণ আমি মমতাকে একটি চিরকুট পাঠিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত আইএএস ও আইপিএস অফিসারদের প্রার্থী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করতে বলি। সেদিন সন্ধ্যা-বেলা মমতা ডায়মন্ড হারবার থেকে প্রার্থী

হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করেন। তারপর তিনি ঐ চিরকুট পান। তখন তিনি আমার নাম বাদ দিয়ে বলেন, “পদবিতে ছাপার ভুল ছিল; ওটা ‘হালদার’ হবে, ‘ঘোষ’ নয়। দীপক হালদার ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলের এক যুবনেতা। কোনো শীর্ষনেতার সাহায্য ছাড়াই তাঁর এই প্রাপ্তিযোগ্য হল, শুধুমাত্র এই কারণে যে তাঁর আর আমার নাম এক।

মমতা যে আমাকে আরেকটি নির্বাচনী লড়াই থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন সেজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে যাই। যখন আমি মমতার বাড়ির অ্যান্টি চেম্বারে একা তাঁর মুখোমুখি হই, তখন মমতা বললেন, “আপনি কেন টিকিট চাইলেন না?” আমি মুখ খুলিনি, মমতাকে মনে করিয়ে দিতে চাইনি, এমনকী তৃণমূল ভবনে শেষ কোর কমিটি মিটিংয়েও মমতা বলেছেন যে “কেউ যেন নিজে টিকিট না চায়, কারণ তিনি সকলের প্রতি ন্যায় করে দেখাবেন।” আমি সহজাতভাবে মিথ্যেবাদী এই মহিলার সঙ্গে কোনো তর্কে যেতে চাইনি।

কিন্তু অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল যখন মমতাকে এসএমএস করেন তখন তিনি উত্তরে বলেন, যেহেতু দীপকদা পরপর দুবার নির্বাচনে হেরে গেছেন—অর্থাৎ, ২০০৬ সালে যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী বৃন্দেব ভট্টাচার্যের কাছে হার এবং ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে সিপিআই-এর দোর্দণ্ডপ্রতাপ, তিনবারের জয়ী প্রার্থী প্রবোধ পাণ্ডার কাছে হার তাই তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি। তিনি ভুলে গেছিলেন যে দল বদলে ওস্তাদ তাঁর ‘তরমুজ সুরতদা’ ২০০৬ সালে তাঁর নিজের চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রে হারেন, তার আগে ২০০৪ সালে উত্তর-পশ্চিম কলকাতা লোকসভা আসনে হারেন এবং তারপরে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে বাঁকুড়া থেকে হারেন। ২০০৫ সালের কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের আগে তিনি তৃণমূল ত্যাগ করেন এবং তিনি যখন দেখেন যে ২০১১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস তাঁকে টিকিট দেবে না, তখন শেষ মুহুর্তে ফের তৃণমূলে ঢোকেন।

এইভাবে মমতার দলের সঙ্গে আমার সংযুক্তির দুর্ভাগ্যজনক তের বছর শেষ হয়।

মমতার দাসত্বের বন্ধন থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেয়ে কোনো দুঃখ নেই, শুধুই আনন্দ হচ্ছে।

Copies of pages 110 to 113 of "My Unforgettable Memories"
110

the House divided on this, came the closing bell for the Eleventh Lok Sabha. And the country went to the polls once again. The first time MPs and new Parliamentarians were most upset by this sudden turn of events. Their tenure was so short-lived that they did not even get a chance to start any developmental work. Indian National Congress was neither here nor there so, eighteen months later, to get another democratic verdict, they pushed the country towards elections.

As the nation went to the polls, Congress saw its own house in disarray. People were breaking away one by one. My colleagues and I had made several representations to Sonia Gandhi, entreating her to take over the responsibility of running the party. We told her, 'Things cannot carry on like this forever, you have to step in.' But she always turned us down. Despite this, I would run to 10 Janpath again and again, driven by my special feelings for Rajiv Gandhi's family. After Rajivji's death, I must have gone there at least a hundred times to reason, to explain, to entreat with her. It is our failing that it did not work. After the elections were announced, a lot of us who were Congress MPs were left seething. We could see the party was not running properly and financing an election every other year was something we simply could not afford. So we were wondering what to do. Did we have any face left with the electorate to go canvassing for votes yet again? Even before we could get our bearings right, the elections were upon us. We may fight with each other through the year but during elections we need each other's help. After all, if you win and the government survives for the next five years, you are in clover. Once you win, there is no need to remember anyone, no need to be grateful even. But during the polls, everything from booth agents to counting agents; all the related work from campaigning to running the party infrastructure was done by

Trinamool workers. So people had no option but to start sweet-talking us once again, even if it was only a sham. The Election Commission (EC) announced 22 February and 28 February 1998 as the election dates for Bengal. But the election preface was in place by January. My colleagues and I were trying to figure out how we could face the electorate just eighteen months after the last election. Around that time, a messenger from the Queen Mother called us to Delhi to discuss Bengal. By then, all of us were wary; we wondered whether this was another trick to enlist our help during elections. So before we left for Delhi we worked out a detailed list with our colleagues on what we wanted to discuss, and if the discussions failed, what we needed to do to safeguard the interests of Trinamool workers. We had extensive discussions on these issues and as chairman of the Trinamool platform, Pankajda (Pankaj Banerjee) completed the required paperwork that would allow us to take a decision for, and on behalf of Trinamool. Pankajda was also working on a Constitution for Trinamool workers. As we considered ourselves the real Congress Party, our Constitution followed the Congress Party constitution and the Constitution of India. After years of protests, deception, neglect and insult, we knew promises were easier made than kept. It is better to be safe than sorry and so we were on our guard and ready to face any final decision.

Although I was the only person called to Delhi, I did not go alone. Respected Ajit Kumar Panja and Sudip Bandyopadhyay (as the MLA representative) accompanied me. I wanted them to be an eye-witnesses, so that later nobody could accuse me of being rash or headstrong. We went to meet Soniaji on the night of 12 December 1997. She was well aware of the reasons for our discontent and disappointment, but we still went through all of that again. After listening to us she said, 'I know you have not

been treated well. I know you have been denied tickets but with the election round the corner, we will all have to work together for the party.' I told her, 'Who will you contest the election with? The Congress president is not acceptable to the party members as well as to the people at large. Why don't you step in and take responsibility?' Soniaji said, 'I cannot. I am a foreigner. Not everyone will accept me.' I said, 'After Rajivji's death there's a vacuum in the party which no one can fill, but you are his wife and the party workers feel a loyalty and love towards his family. At a time like this, when so many people are leaving the party, I still feel you should step in and bring everyone together. Yes, we have a lot of issues pending but if you step in, we will keep everything aside and work together.' She said, 'No. I want you to be united.' And to make sure we got our due, she called for Oscar Fernandes, the general secretary in charge of Bengal. In front of us, she asked Oscar to prepare an honourable note in consultation with me and Ajitda. We sat down with him on 13 and 14 December while he prepared a note that made sure no one was dishonoured. So far so good. But after that, nothing. Suddenly there was no sign of Oscar on 15 December. Forget about making any attempt to get in touch with us, we saw a clear attempt to siniply somehow cross the 17 December deadline. The Election Commission had announced 17 December as the last day for submitting registration forms to set up a new party. When there was just 48 hours left for that deadline to expire, we started wondering whether this was a new game to make sure we are not able to apply to the EC on time? Later, we realized why Oscar had gone incommunicado. By then a jumbo contingent from Bengal had descended in Delhi and the holy triumvirate of Big Brother, Middle Brother, and Little Brother kept everyone busy, filling their ears with news and views from morning to

night. The Big Brother, thanks to his long stint and experience in Delhi, could go to any length to get his way even if it meant prostrating himself. The Middle Brother would not go that far but his biggest weakness was that he was completely loyal to his Big Brother, a veritable Lakshman to his Ram. So even if his heart was not in it, even if in his heart he supported our cause, the moment Big Brother walked in he would do anything he was asked to. However, it was the little Brother who was the ultimate scapegoat. Big Brother's clever tricks had made him so completely dependent that he pretty much did what he was told. It was a three-way effort to kill our chances. The troika worked hard from morning to night to convince Delhi that they will quit if we were given equal opportunities — even those who had been awarded tickets would withdraw just like the way around a thousand odd tickets were withdrawn at a Panchayat election when the Big Brother was the Pradesh Congress president. Secondly, they said no one was supporting us, not even the people and if the party leadership listened to us, we would end up losing our deposit in the elections. Delhi was caught in a dilemma. After all, the softliners were part of the 'Yes Boss' brigade, unlike us. So the idea was to keep us hanging till the deadline was over. After our discussions on 12 December, we waited for a couple of more days — 13, 14, and 15. On the evening of 16 December, I was going through the draft of the Constitution prepared by Pankajda when Subrotoda and Sudipda landed up. 'What's this?' they asked. I told them, 'Tomorrow is the last day for submitting registrations. I have asked the EC for time tomorrow so I am just going through the papers before that.' Pankajda's Constitution had a national infrastructure for Trinamool. We needed to correct that and make it applicable to the state level. We also needed to maintain some balance to rework the national structure to the state level.

তিন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন স্বভাব মিথ্যুক এবং প্রায় প্রতিদিন তিনি নিজের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি দেখিয়ে চলেছেন।

২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত মমতার বই 'My Unforgettable Memories' -এর পাতায় পাতায় তাঁর মিথ্যের চেহারা স্পষ্ট।

ওঁর বইয়ের ২০ নম্বর পাতা দিয়ে শুরু করা যাক। ওঁর নাকি দুটি জন্মদিন— ৫ অক্টোবর, ১৯৬০ আর ৫ জানুয়ারি, ১৯৫৫। জেনারেল ডি. কে. সিংয়েরও দুটি জন্মদিন। সরকারি মতে ১৯৫০ সালে আর ওঁর স্কুল ছাড়ার সার্টিফিকেট মাফিক ১৯৫১ সালে। সাম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট তাঁর দুটি জন্মদিনকেই অনুমোদিত করেছে—একটি সরকারি কাজের জন্য, অন্যটি তাঁর পৌর ও ধর্মীয় কাজকর্মের জন্য। কিন্তু এ দুটি জন্মদিনের দুরত্ব মাত্র এক বছরের জন্য।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে তাঁর দুই জন্মদিনের মধ্যে পাঁচ বছরের তফাত এবং তিনি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করেছেন দশ বছর বয়সে—যা সম্ভবত বিশ্বরেকর্ড। কিন্তু যেখানে তাঁর স্কুলের নাম থাকার কথা এবং যেখানে তাঁর স্কুল ফাইনালের বছর থাকার কথা সেই দুটি জায়গাতেই তিনি...দিয়ে কাজ করেছেন (পৃষ্ঠা ২১)। (এই দুটি পাতার প্রতিলিপি নীচে দেওয়া হল)।

তিনি এও দাবি করেছেন যে (পৃষ্ঠা ২১) তাঁর স্কুল ছাড়ার সার্টিফিকেট পাওয়ার পর যেহেতু তাঁর কোষ্ঠীর আর কোনও দরকার ছিল না, তাই তিনি তাঁর মা ও পরিবারের আরো জনা দুয়েক সদস্যের সামনে তাঁর কোষ্ঠী পুড়িয়ে ফেলেন। অন্য সমস্ত প্রমাণের অভাবে এবং সাম্প্রতিক তাঁর মায়ের মৃত্যুর ফলে তাঁর একমাত্র সরকারি জন্মদিন তাঁর স্কুল ছাড়ার সার্টিফিকেট অনুযায়ী ৫ জানুয়ারি, ১৯৫৫।

কোষ্ঠী যেহেতু স্বেচ্ছা জন্মদিনের কাগজমাত্র নয়, বরং প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী তার মধ্যে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থান-পতনের ভবিষ্যতবাণী ও জীবন শেষের সম্ভাব্য বছরও থাকে, তাই তিনি কেন কোষ্ঠী পুড়িয়ে ফেললেন তা বোধগম্য নয়। এমনকী রবীন্দ্রনাথও আইসিএস পরীক্ষায় বসার জন্য সরকারি বার্ষিক সার্টিফিকেট পেতে কোষ্ঠী ব্যবহার করেছিলেন এবং সারাজীবন সেটি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। মমতার কোষ্ঠী পুড়িয়ে ফেলার পেছনে তাঁর তড়িঘড়ি কাজ করা ও একের পর এক ভুল করা ছাড়া আর কোনও বিশ্বাসযোগ্য কারণ নেই। খুব সম্ভবত এই সবই মিথ্যে। তিনি যদি ইতিমধ্যেই কোনো স্কুলের ছাত্রী হয়ে থাকেন, তবে তাঁর জন্মদিন

সেখানে নথিভুক্ত হওয়ার কথা। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁর বাবার এই দাবি কীভাবে মেনে নিলেন যে পঞ্চম কি ষষ্ঠ শ্রেণির একজন ছাত্রীকে নতুন জন্মদিন সহ পাঁচ বছর আগেই দশম শ্রেণি পার করা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে? সেই কারণেই কি তাঁর বই 'My Unforgettable Memories' স্কুলের নাম ও পরীক্ষার বছরের জায়গায় ... দেওয়া? এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কী করে মমতা ভুলে গেলেন? তবে আমার কাছে অন্য একটি সরকারি নথি থেকে পাওয়া এই দুটি তথ্যই আছে, আমি এখন প্রকাশ করলাম না।

মমতা তাঁর বইয়ের ২১ পাতায় বলেছেন যে, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় সার্টিফিকেট অনুযায়ী তিনি তাঁর বড়দা অজিতের থেকে মাত্র ছমাসের ছোটো, অজিত নিজেই তাঁকে বলেছেন। এটা হতে পারে না, কারণ ২০০৫ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী ক্রমিক নং ৮৭৩-এ থাকা মমতার বয়স ৪৯ বছর এবং ক্রমিক নং ৮৮২-তে থাকা অজিতের বয়স ৫১ বছর। তার মানে দুজনের বয়সের ব্যবধান অন্ততঃ পক্ষে এক বছরের বেশি। তার মানে মমতা শুধু বেশি কথা বলেন আর লেখেন তা-ই নয়, বেশিরভাগ সময়েই মিথ্যেও বলেন।

দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় সংবাদপত্র ডেকান হেরাল্ড মমতার বয়স সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল। তাদের বক্তব্য ১৯৮৪ সালে সাংসদ হওয়ার সময় মমতার বয়স লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়সের কম ছিল (এই অধ্যায়ের শেষে সেই পেপার কাটিংয়ের প্রতিলিপি দেওয়া হল)।

“My Unforgettable Memories”

20

to-day living. Like the phoenix, who knows it would one day be destroyed, life knows it is finite. Maybe, that is why the mind wanders far, far away.

My life has neither light nor shine/ Words are all I can call just mine... A lot has been written about the tumult and polarities of my political life. But what I write here is an attempt to look at myself in a different light, to come face to face with another me, to rediscover my other self.

I came to Calcutta when I was very small. My parents brought me to the house where we still live. It took me some time to realize that I actually had two birthdays. Although my mother would celebrate my birthday every Ashtami (the eighth day of Durga Puja) with her special rice pudding and loads of blessings, my school certificate reads 5 January as my birthday. So one day I asked her, ‘Why do I have two different birthdays?’ She explained that I was not even fifteen when I wrote my school final examinations and would have been disqualified for being underage. So, my father gave a fictitious age and birthday to get around the problem. The result: a new birthday and five years added to my real age.

I never got around to asking my father the reason why he chose 5 January as my birthday. By the time I was old enough to ask questions, he was beyond answering any of them. He died when he was only forty-two. My mother, on the other hand, is at heart a simpleton. I remember I once asking her about my horoscope. When she gave it to me, I saw that my date of birth on it was 5 October. So I asked her, ‘How could you make such a big mistake? Although those close to me know the truth, there are enough people who will believe the school certificate.’ My mother replied, ‘Darling, we are not city-bred people. Neither you nor your elder brother was born in a hospital. Where would

“My Unforgettable Memories”

I get a birth certificate detailing your birthday and year? When we came to Calcutta, your father admitted you to school... later he handled the formalities for your school leaving examination... so what could I have done?’ I realized it was not my mother’s fault. So in front of her and a couple of my family members, I burnt the horoscope. My logic was that there was no point in keeping a document that had no validity. To the world at large, my school certificate with its erroneous date of birth is the legally valid document. The confusion over my date of birth is not something unique. Thousands of children born in Indian villages face the same problem. I have seen people work way beyond their retirement age thanks to their fake birth certificates. In my case though it went against me, adding five years to my real age! Ever since I have become a Member of Parliament, I routinely get birthday wishes on 5 January. However, as my real birthday is nowhere close to it, I simply do not feel like accepting the wishes. The confusion over my birthday has always been a bit of an issue with me, privately of course. But who can I blame for the mess? Who is responsible for creating this confusion? Parents should for the sake of their children’s future be careful about documenting their date of birth correctly. No one else should suffer the way I did. Although I hope by disclosing the truth I will not attract fresh criticism. I never celebrate my birthday... it is not part of my DNA. So why am I explaining this? To simply establish the truth. I remember once, my elder brother told me, ‘Mamata, do you know according to your school certificate, you are only six months younger to me.’ I replied, ‘Dada, our father must have thought it’s not important and any old date will do... so how is that our fault?’

According to my mother, it had been raining relentlessly for three days before I was born. However, it stopped raining

148-Allipore Assembly Constituency Part No 45

Electoral Roll -2005

Sl No.	House No	Name of Elector	Relationship	Name of Relation	Sex	Age	EPIC No
1	2	3	4	5	6	7	8
Section No2 (CONTD.), HARISH CHATTERJEE STREET Premises No.25 to 31/H/D 700028							
855	30A	Nandu Mahato	Father	Ratan Mahato	M	45	
856	30A	Dovendra Mahato	Father	Chandrika Mahato	M	36	HZG3103678
857	30A	Harinder Kumar Mahato	Father	Ranjivan Mahato	M	31	HZG3103595
858	30A	Hiralal Mahato	Father	Ranjivan Mahato	M	25	HZG3103603
859	30A	Nagendra Kumar Mahato	Father	Bachcha Mahato	M	30	HZG3103561
860	30A	Kanhaya Kumar Mahato	Father	Bachcha Mahato	M	25	HZG3103579
861	30A	Murali Mahato	Father	Daroga Mahato	M	29	
862	30A	Rajesh Mahato	Father	Daroga Mahato	M	26	
863	30A	Birud Mahato	Father	Jahand Mahato	M	28	
864	30A	Kron Mahato	Husband	Rawindra Kr. Mahato	F	28	HZG3103710
865	30A	Modlal Mahato	Father	Rambahadur Mahato	M	25	HZG3103728
866	30A	Bidyabharati Mahato	Husband	Surendra Kr. Mahato	F	25	
867	30A	Harl Narayan Roy	Father	Rajeshwar Roy	M	55	WB/23/148/195455
868	30A	Bharal Roy	Father	Harl Narayan Roy	M	25	HZG1065184
869	30A	Shila Devi Roy	Husband	Harinarayan Roy	F	45	WB/23/148/195456
870	30A	Biswajit Samanta	Father	Ajit Kr. Samanta	M	32	WB/23/148/196228
871	30A	Bula Samanta	Husband	Biswajit Samanta	F	27	
872	30B	Gayatri Banerjee	Husband	Promiteswar Banerjee	F	73	WB/23/148/195457
873	30B	Mamata Banerjee	Father	Promiteswar Banerjee	F	49	WB/23/148/195459
874	30B	Anil Banerjee (Anil)	Father	Promiteswar Banerjee	M	44	WB/23/148/195462
875	30B	Lata Banerjee	Husband	Anil Banerjee	F	37	WB/23/148/195463

876	308	Samir Banerjee (১৭/১৫৬)	Father	Promileswar Banerjee	M	41	WB/23/148/195464
877	308	Kajeri Banerjee	Husband	Samir Banerjee	F	35	HZG1064716
878	308	Subrata Banerjee (১৭/১৫৬)	Father	Promileswar Banerjee	M	39	WB/23/148/195465
879	308	Rina Banerjee	Husband	Subrata Banerjee	F	34	WB/23/148/195468
880	308	Swapan Banerjee (১৭/১৫৬)	Father	Promileswar Banerjee	M	36	WB/23/148/195467
881	308	Kalpna Banerjee	Husband	Swapan Banerjee	F	31	WB/23/148/195432
882	308	Ajit Banerjee (১৭/১৫৬)	Father	Pramileswar Banerjee	M	51	HZG3103751
883	308	Chandana Banerjee	Husband	Ajit Banerjee	F	42	WB/23/148/195458
884	308	Arpita Banerjee	Father	Ajit Banerjee	F	24	HZG3103769
885	308	Ashim Banerjee (১৭/১৫৬)	Father	Promileswar Banerjee	M	46	WB/23/148/195460
886	308	Jharna Banerjee	Husband	Ashim Banerjee	F	31	WB/23/148/195461
887	308	Malika Beuti	Father	Pancha Beuti	F	21	
888	308	Ashoke Chatterjee	Father	Haran Chatterjee	M	58	
889	308	Aloka Chatterjee	Father	Ashoke Chatterjee	M	31	
890	308	Sanjay Chatterjee	Father	Ashoke Chatterjee	M	28	WB/23/148/195468
891	308	Sikha Goon	Husband	Shibsankar Goon	F	40	WB/23/148/195734
892	308	Subeeta Goon	Father	Shibsankar Goon	M	22	
893	308	Babul Majhi	Father	Manmohan Majhi	M	40	WB/23/148/195470
894	308	Ansil Majhi	Husband	Babul Majhi	F	36	WB/23/148/195471
895	308	Debasish Majhi	Father	Babul Majhi	M	19	
896	308	Anandendu Pakhira	Father	Madan Mohan Pakhira	M	30	HZG3104528
897	308	Jayram Roy	Father	Gorakh Roy	M	42	
898	308	Thakur Yadav	Father	Barsha Yadav	M	66	
899	308	Birbal Roy	Father	Ruplal Roy	M	58	
900	308	Sudama Yadav	Father	Satyanarayan Yadav	M	58	



Friday 27 January 2012
News updated at 8:01 AM IST

Mamata age lie cloud over '84 poll win

Sabai Gupta, Kolkata, Jan 25, 2012, DHNS

If the revelations in her recently published book 'My Unforgettable Memories' are to be believed, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee violated the Constitution by contesting the 1984 Lok Sabha election despite being underage.

In the book, Banerjee confesses that her father procured a fake certificate by fudging her age, to make her eligible for the school leaving examination. "I was not even 15 when I wrote my school final examination as I would have been disqualified for being underage. So, my father gave a fictitious age and birthday to get around the problem. The result: a new birthday and five years added to my real age," the book says.

Going by the book, Banerjee was born on October 5, 1950 while all official documents, including the Lok Sabha website shows January 5, 1955, as her birth date.

Banerjee shot into prominence with her victory over veteran politician and CPM leader Somnath Chatterjee from the Jadavpur constituency in the 1984 Lok Sabha elections. The last date for filing nominations then was November 24, 1984. Taking into consideration her actual date of birth, Banerjee was almost a year short of attaining the legitimate age for filing nomination, i.e., 25 years, as stipulated by Article 84 (b) of the Constitution. On the day of filing the nomination, Banerjee was 24 years and 22 days old while she was 21 years, three months and five days old the day she assumed charge as MP representing Jadavpur constituency after routing Chatterjee at the hustings.

"To the world at large, my school certificate with its erroneous date of birth is the legally valid document," Banerjee says in the book.

Reacting to the revelations, a top CPM leader, who was a minister in the Left Front government, said: "She has violated the Constitution all through her life. So it is nothing new to her. It is not that she has humiliated the Constitution but she has made the people of the state ashamed. There are lots of laws pertaining to fudging and cheating and now the government should decide what to do with her."

In her memoirs, Banerjee makes light of this huge discrepancy in her actual and official age, saying: "The confusion over my date of birth is not something unique. Thousands of children born in Indian villages face the same problem. I have seen people work way beyond their retirement age, thanks to their false birth certificates," Banerjee writes. She, however, adds that she wanted to make public the truth about her age which, according to her, would silence her political opponents.

চার

তৃণমূলের দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বভারতীয় চেয়ারপার্সন পদে থাকা সম্পূর্ণরূপে আইনবিরোধী।

২০০৩ সালে আসানসোলে কয়েক হাজার তৃণমূল সমর্থকের উপস্থিতিতে এক সাধারণ কনভেনশনে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান গঠনতন্ত্রটি গৃহীত হয়। (সেই বইটি সকলের জন্য সহজলভ্য নয়।) তবে দলের ওয়েবসাইটে পুরো গঠনতন্ত্রটি দেওয়া আছে। নির্বাচন কমিশনের কাছেও গঠনতন্ত্রটি জমা দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৮ সালে তৃণমূলের জন্মের পর ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে অন্তত দুবার তৃণমূল স্তরের সদস্যদের (গঠনতন্ত্রের ৪ ও ৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত) নথিভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লাখ-লাখ লোক সদস্যপদের ফর্ম পূরণ করেছিলেন। তারপর পার্টি অফিস এবং ভবানীপুর পদ্মপুকুর অঞ্চলের একটি বাড়িতে সেইসব ফর্মে ধুলো জমেছে। তৃণমূল স্তরের প্রত্যেক সদস্যকে তিন বছরের জন্য প্রতি বছর ৫ টাকা করে চাঁদা দিতে হবে—যার হিসেব ধরা হবে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে। যেহেতু দলের কোনও হিসেব কখনোই প্রকাশ করাতে দূরের কথা, সেভাবে রাখাই হয়নি, তাই এইসব সদস্য চাঁদার লক্ষ লক্ষ টাকা কিভাবে যে তছরূপ হয়েছে তা কেউ জানে না।

৫ (জ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ব্লকে কখনো সদস্যদের কোনো স্থায়ী রেজিস্টার তৈরি করা বা রাখা হয়নি—জেলা কমিটি বা প্রদেশ কমিটির কথা তো ছেড়েই দিন।

তৃণমূল স্তরের প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ৫ টাকা করে দিতে হবে, যার জন্য তাঁকে একটি রসিদ দেওয়া হবে। এই চাঁদা না দিলে তাঁর সদস্যপদ আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে। দলের সাধারণ সম্পাদকের (অর্থাৎ মুকুল রায়) দায়িত্ব হল প্রতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত সংশোধিত সদস্যদের রেজিস্টার রাখা (অনুচ্ছেদ ৬)। এ রকম কোনো রেজিস্টারই নেই।

বস্তৃত দলের কোনো একজন নেতা বা কর্মীও তাঁর দলীয় সদস্যপদে থাকার পক্ষে কোনো যুক্তি দেখাতে পারবেন না।

৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তৃণমূল স্তরের যে-কোনো সদস্য পার্টি/বুথ/পোলিং স্টেশন/টাউন/ব্লক/বিধানসভা/জেলা/রাজ্য কার্যনির্বাহী/সমিতি/জাতীয় কর্ম সমিতি স্তরের কর্মাধ্যক্ষের পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন।

প্রতিটি স্তরে নির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষের সংখ্যা ৮ নং অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট করে দেওয়া

আছে (সর্বনিম্ন স্তরে ৭ জন থেকে জাতীয় কর্মসমিতি স্তরে ২০ জন পর্যন্ত)। জাতীয় স্তরে কর্মাধ্যক্ষের সংখ্যা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন নির্ধারণ করতে পারেন।

গঠনতন্ত্রের ৯ নং অনুচ্ছেদে পোলিং বুথ থেকে শুরু করে জাতীয় কমিটি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে কার্যনিবাহী সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের নির্বাচনের পদ্ধতি বিশদে আলোচিত হয়েছে। তৃণমূলের জন্মের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত কোনও পদ্ধতিই মানা হয়নি। যেমন জেলা কমিটিতে ‘চেয়ারম্যান’ পদ রাখার কথা কোথাও বলা নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জেলা কমিটির সব সদস্যদের উপর বিশ্বাস হারানো কিছু প্রাক্তন জেলা সভাপতিকে নতুন জেলা সভাপতিদের মাথার উপরে জেলা কমিটির চেয়ারম্যান করে বসিয়ে দিয়েছেন, যেরকম ঘটেছে আগে মেদিনীপুর এবং তারপর পুরুলিয়ায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ শুধুমাত্র নেত্রীই ঠিক করে দেন যে কে কোন স্তরে কোন পদে থাকবেন। তিনি এমনকী মধ্যরাত পার করেও স্নেফ টেলিফোনে এইসব পদের রদবদল করেন, যাঁকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁকে কোনও ‘শো-কজ নোটিশ’ বা ‘বরখাস্তের নোটিশ’ও দেওয়া হয় না।

গঠনতন্ত্রের ১৪ নং অনুচ্ছেদ মেনে দলের কোনও বার্ষিক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন তৃণমূলের ১৪ বছরে একবারও হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মর্জিমাফিক দলের লোকেদের মিটিং ডাকেন, এইসব মিটিং সবসময়ই জনসভা হয়ে ওঠে যখন তিনি নীতিবাক্য শোনান এবং অপছন্দের লোকেদের সাবধান করেন।

তবে দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনোই দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার দাবি করতে পারেন না। ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তৃণমূল গঠিত হওয়ার সময় অজিত পাঁজা দলের চেয়ারপার্সন ছিলেন, নির্বাচন কমিশনের নথি দেখলেই তা প্রমাণিত হবে।

২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা অজিত পাঁজাকে তাঁর পছন্দমতো দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের টিকিট না দেওয়ায় ওই বছর এপ্রিল মাসে অজিত পাঁজা দল ছেড়ে দেন। সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঠনতন্ত্র অগ্রাহ্য করে নিজেকে চেয়ারপার্সন হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনিই দলের চেয়ারপার্সন।

মুকুল রায়, সুরভ বস্তু, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো মমতার কিছু অনুচর গঠনতন্ত্র না মেনে কিছু মুষ্টিমেয় প্রতিনিধিকে বাছাই করেন। এই প্রতিনিধিরা ২০১১ সালের ২ নভেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জমায়েত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত করেন। আমাকে এখনো দল থেকে বরখাস্ত করা হয়নি এবং আমার এখনও দলের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটির সহ সভাপতি থাকার কথা। আমাকেও সেখানে ডাকা হয়নি।

এই পুরো পান্থতিটি দলের গঠনতন্ত্রের নিয়ম-বিরোধী, বে-আইনী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যাতে তিনি নিজের মর্জিমাফিক দল চালাতে পারেন এবং কে মন্ত্রী হবেন ইত্যাদি বিষয় ঠিক করতে পারেন।

মমতা জানেন যে তিনি তাঁর ১৯ জন সাংসদকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্ল্যাকমেল করতে পারেন এবং উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মতো মন্ত্রীদের স্বাধীন মতামতের কণ্ঠরোধ করতে পারেন। কেন্দ্র এবং রাজ্য দুজায়গাতেই তাঁর মন্ত্রীরা তাঁর ব্যক্তিগত ভৃত্য। তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন সে সময় মুকুল রায়কে রেলমন্ত্রী করার দাবি প্রধানমন্ত্রী মানেন নি, তিনি স্পষ্টভাবে মুকুল রায়ের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মমতাকে তখন সেই পাঁচন হজম করতে হয়েছিল। মমতা সেখানে পাঠিয়েছিলেন দীনেশ ত্রিবেদীকে যখন তিনি রেলকে সেই 'আইসিইউ থেকে উদ্ধার' করতে যাত্রীভাড়া বাড়ানোর কড়া সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন মমতা সুযোগ পেয়ে গেলেন। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের খারাপ নির্বাচনী ফলাফল প্রধানমন্ত্রীকে বাধ্য করল মমতার ব্ল্যাকমেলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এবং মুকুল রায়কে রেলমন্ত্রী করতে।

পাঁচ

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খরচের হিসেব ভুল ও সন্দেহজনক

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন সুরত বক্সী, যিনি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের প্রাক্তন কম্পিউটার অপারেটর, যাঁকে আদর করে পশুপতি ওরফে পশু বলে ডাকা হয় এবং যিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও চৌরঙ্গীর তৃণমূল বিধায়ক (২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসি বিধায়ক সুরত মুখোপাধ্যায়কে হারান, সুরতবাবু তখন মন্তব্য করেছিলেন যে “আমাকে কোন মানুষ হারাতে পারত না, তাই মমতা আমার বিরুদ্ধে একটা ‘পশু’-কে দাঁড় করিয়েছে”)।

তিনি রিটার্নিং অফিসারের কাছে তাঁর স্বাক্ষর করা মমতার নির্বাচনী ব্যয়ের খতিয়ান জমা দেন, যেরকম নির্বাচনের ফলাফল বেরনোর এক মাসের মধ্যে জমা দিতে হয়। সেই খতিয়ানের প্রতিলিপি পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মমতা তাঁর নির্বাচনী খরচ বহন করার জন্য বিরাট অঙ্কের টাকা নিম্নলিখিত ভাবে পেয়েছেন:

(১) রাজনৈতিক দল, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস	টাকা: ৭,৫০,০০০.০০
(২) অন্য কোনো সংগঠন/মঞ্চ	টাকা: শূন্য।
(৩) কোনো ব্যক্তি (নাম ও ঠিকানা সহ)	
(ক) শ্রী অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।	টাকা: ১০,০০০.০০
(খ) শ্রীমতী লতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর পাঁচজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্যতম অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী :	টাকা: ৫,৫০,০০০.০০
(গ) শ্রী অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতি লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী মিলে দিয়েছেন ১০,৫০,০০০.০০ টাকা:	টাকা: ৫,০০.০০০.০০
মোট	টাকা: ১৮,১০,০০০.০০

এই পরিশিষ্টে আরো দেখা যাচ্ছে যে, তিনি এই টাকা নিম্নলিখিত খাতে খরচ করেছেন:

(১) জনসভা, মিছিল ইত্যাদি :	টাকা: ৭,৮০০.০০
----------------------------	----------------

(২) হ্যান্ডবিল, মিছিল ইত্যাদি প্রচারের সরঞ্জাম:	টাকা ৬,১৩,৩৬৩.০০
(৩) মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমে প্রচার:	শূন্য
(৪) ব্যবহৃত গাড়ি ও গাড়িগুলির জন্য খরচ :	টাকা ২৫, ০০৫.৪৯
(৫) তোরণ, কাট-আউট, ব্যানার ইত্যাদি তৈরি:	টাকা ১,১৪,৩০০.০০
(৬) নেতাদের সফর:	টাকা শূন্য
(৭) অন্য কোন দলীয় কর্মাদ্যক্ষের সফর:	টাকা শূন্য
(৮) অন্যান্য বিবিধ খরচ:	টাকা ১০,৪০,৬০২.১০
মোট	টাকা ১৮,০১,০৭০.৫৯

সুতরাং তাঁর বেঁচে গেছে ৮,৯২৯.৪১ টাকা (১৮,১০,০০০.০০ টাকা — ১৮,০১, ০৭০.৫৯ টাকা)। এই ৮,৯২৯.৪১ টাকার ব্যাপারে, কোনো ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়নি, যেমন ধরুন “তৃণমূল কংগ্রেসকে ফেরত, আত্মীয়দের কাছে ফেরত, জনকল্যাণের খাতে খরচ, বা এমনকি বিজয়োৎসবে খরচ”। এর মধ্যে “রাজনৈতিক দলের কাছে ফেরত বা আত্মীয়দের কাছে ফেরত”—টাই সবচেয়ে যথাযথ খাত হত, কারণ মমতা নিজের পকেট থেকে এক পয়সাও খরচ করেননি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি নিজের এবং তাঁর অস্থ সমর্থকদের ঘোষণায় ‘সত্যতার প্রতীক’, তিনি কি মাত্র ৯,০০০ টাকা নিয়ে এই নিশ্চিতভাবে অসত্যতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন? এ ছাড়াও একটি খরচ এই হিসেবে দেখানো হয়নি। সেটি এখন গোপন রাখা হচ্ছে। কেউ তো আর নির্বাচনকে টাকা তোলা এবং রোজগারের কাজে ব্যবহার করতে পারেন না।

আমার হিসেব অনুযায়ী মমতার নির্বাচনী ব্যয় তিনি যা দেখিয়েছেন তার দশগুণ হওয়ার কথা। তবে আমি তাঁর বিরুদ্ধে সঠিক খরচ না জানানোর অভিযোগ করছি না।

আমি জানতে চাই যে, তিনি বেঁচে যাওয়া ৮,৯২৯.৪১ টাকা (১৮,১০,০০০ টাকা — ১৮,০১,০৭০.৫৯ টাকা) নিয়ে কী করলেন? তিনি কি এই টাকা তাঁর দলকে অথবা তাঁর আত্মীয়দের ফিরিয়ে দিয়েছেন? তিনি কি এই টাকা জনকল্যাণমূলক খাতে বা বিজয়োৎসবে বা অন্য কোনো আইনত বৈধ বিষয়ে খরচ করেছেন?

আমি তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে ৯টি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল লতার সম্পর্কে, যিনি একজন গৃহবধূ হয়েও তাঁর স্বামীর ৫.০০ লক্ষ টাকার সঙ্গে নিজে ৫.৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন কিন্তু তার কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

আমার প্রশ্ন বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনের বিধি লঙ্ঘনের মতো এরকম গুরুতর বিষয়ে মমতা দেবী চূপ কেন? তাঁর ভাই অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় যদি এতই ধনী হয়ে থাকেন, তবে তিনি তাঁর দিদির সঙ্গে বস্তিতে থাকেন কেন? কেন? কেন? তার কারণ কি এই যে, তাঁর আয় নির্ভর করে তাঁর দিদির রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর, অন্যত্র কোনো ভাল ফ্ল্যাটে উঠে গেলে এই সুবিধা আর তিনি পাবেন না?

৬২ □ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে যেমন দেখেছি

নথিপত্রগুলি এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া আছে।

আমি ২৮.০৪.২০১২ তারিখে এ বিষয়ে মমতাকে একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত গোপনীয় চিঠি পাঠাই। সেই চিঠির বয়ান পরের পাতায় দেওয়া হল।

Dipak Kumar Ghosh IAS (Retd)
Ex-M.L.A. (1999-2001, 2001-2006)

128-A, Kanungo Park, Garia,
Kolkata - 700084.
Phone: 2430-5712
Mobile: 9477001838

BY SPEED POST

Date: 28.04.2012

Strictly Private / Confidential / Personal

To:

Smt. Mamata Banerjee,
Chairperson, All India Trinamool Congress,
1) Trinamool Bhavan, 36C, Topsia Road, Kolkata - 700039.
2) 30B, Harish Chatterjee Street, Kolkata - 700026.

Respected Madam,

It is seen from your election (Loksabha election, 2009) funds' receipts and expenditure statement submitted by your Election Agent Subrata Bakshi as per rules.

Will you please explain what you have done with the savings of Rs. 8,929.41 (Total Receipts of Rs. 18,10,000.00 minus total expenditure of Rs. 18,01,070.59) and have you kept the Returning Officer and the Income Tax Deptt. informed of this matter?

Please reply within 10 (ten) days.

Thanks.

Yours faithfully,

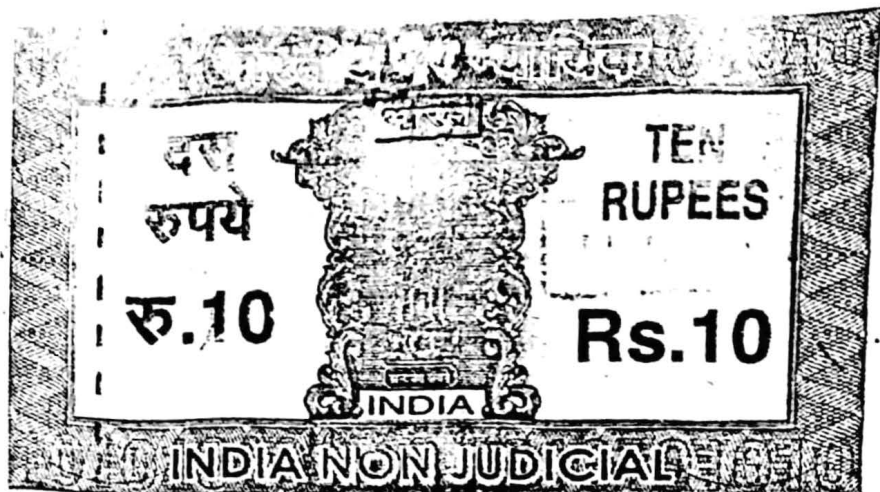
84/- Dipak Kumar Ghosh

CONFIDENTIAL

Copy forwarded for information and necessary action to the Income Tax Deptt.

84/- Dipak Kumar Ghosh

Should not the Election Commission want to know? Do not the people have a right to know?



পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বঙ্গাল WEST BENGAL

17AA 895439

By Speed Post

The State Public Information Officer,
Chief Minister's Secretariat,
Writers' Buildings,
Kolkata - 700 001.

Date : 18.04.2012.

Subject : Information sought under Sec. 6(1) of the RTI Act, 2005.

Sir,

I enclose a copy of the Annexure - XVIIID - Abstract Statement of Election expenses of the Chief Minister Smt. Mamata Banerjee, who had contested the 2009 Lok Sabha election as a candidate of All India Trinamool Congress. The same had been submitted to the Returning Officer, 23 - Kolkata Dakshin P.C. by Shri Subrata Baskhi, her Election Agent.

2 You may kindly see that it has been claimed that a total amount of only Rs. 18,01,070.59 (Rs. eighteen lakhs one thousand seventy and fifty nine paise) were spent for the election, although, the people believe that at least 10 times more amount was spent including the amounts spent by workers and other leaders, supporters for flags, festoons, banners, food-packets and on other misc. items

Contd...P/2.

:: 2 ::

3. The amount spent on different items may please be seen at items i to viii at page 2 of the enclosure.

4. From the last para of the enclosure, it may be seen that :

(i) Chief Minister's political party i.e., the AITC, of which she herself is the Chairperson has given her a lumpsum grant of Rs. 7.50 lakhs,

(ii) she did not receive any financial assistance from any other source, but

(iii) she received a total amount of Rs. 10.60 lakhs from her 2 brothers and sister-in-law as follows :

(1)	Shri Ajit Banerjee – brother	Rs. 10,000.00
(2)	Smt. Lata Banerjee – sister-in-law and wife of her brother Amit Banerjee	Rs. 5,50,000.00
(3)	Shri Amit Banerjee	Rs. 5,00,000.00

TOTAL Rs. 10,60,000.00

5. The amount received from the AITC (Rs. 7.50 lakhs) and the total amount received from her 3 relatives (Rs. 10.60 lakhs) – totally amount to Rs. 18.10 lakhs out of which her election agent has shown a total expenditure of Rs. 18.01 lakhs. Thus there was a savings of Rs. 0.09 lakhs.

6. What has been done with this savings of Rs. 0.09 lakhs –

(a)	returned to the party	-	Rs. _____ lakhs
(b)	returned to her relatives	-	Rs. _____ lakhs
<hr/> Total		-	Rs. _____ lakhs

OR

this savings has been spent for any other purpose like (a) charity or (b) victory celebration?

7. Since this amount of Rs. 0.09 lakhs has not been spent for election, does this amount to misappropriation or any other offence punishable under any law?

8. Please give a list of the 6 (six) brothers, any sisters, 5 (five) sisters-in-law, any nephew or niece (above 18 years of age as on 01.01.2012) showing against each :

Contd...P/3.

:: 3 ::

- (a) mutual relationship,
- (b) educational qualification,
- (c) profession,
 - (i) if in service – (a) name of the concern, (b) position held and (c) the monthly emoluments.
 - (ii) if in trade/industry – (a) name and address of the concern, (b) position held and (c) annual income.
- (d) annual income (approx.) in Rs. _____
- (e) Income Tax paid, if any during the last 3 (three) Assessment years, and
- (f) PAN No. of each such relative.

9. Since Lata Banerjee, wife of the Chief Minister's brother Amit Banerjee (who has ~~also~~ contributed ~~Rs.~~ Rs. 5.50 lakhs to her election fund), who has also contributed Rs. 5.00 lakhs, is only a house-wife, how could she contribute further Rs. 5.50 lakhs in addition to her husband's contribution?

Thanks.

Yours faithfully,


(D. K. Ghosh)

128A, Kanungo Park,
Garia, Kolkata – 700084.

18.07.2012

Extra Copy

**ANNEXURE XVII B
CHAPTER V, PARA 30.81
ABSTRACT STATEMENT OF ELECTION EXPENSES**

PART I

Name of Candidate	Smt. JAGRITA Bandyopadhyay
Number and name of Constituency	23-Kolkata Dakshin P.C.
Name of State / Union Territory	West Bengal
Nature of Election	General Election
Date of declaration of result	10.05.2016
Name and Address of the Election Agent	Smt. Jagrita Bandyopadhyay 46, Torphingra, Kanchanjaya, K.P.O., Kolkata - 700 085

PART II

- I. Were you a candidate set up by a Political Party? **Yes/No**
- II. If yes, name of the party **ALL INDIA JAMHURIYA Congress**
- III. Is the Party a recognized Political Party? **Yes/No**
- IV. If recognized political party, whether National / State Party **State/State Party**
- V. Has your party incurred/discharged expenses in your election? **Yes/No**
- VI. Has any other association/body of persons / individual incurred/discharged expenses in your election? **Yes/No**
- VII. If yes, give name/these name(s) and complete address

- (1) **Smt. Jagrita Bandyopadhyay**
Smt. Jagrita Bandyopadhyay (Smt. Jagrita Bandyopadhyay)
- (2) **Smt. Jagrita Bandyopadhyay**
Smt. Jagrita Bandyopadhyay (Smt. Jagrita Bandyopadhyay)
- (3) **Smt. Jagrita Bandyopadhyay**
Smt. Jagrita Bandyopadhyay (Smt. Jagrita Bandyopadhyay)

PART III

ABSTRACT STATEMENT OF EXPENDITURE ON ELECTION BY THE CANDIDATE'S ELECTION AGENT

Name of Expenditure	Expenditure incurred attributed by			Total Expenditure incurred attributed (Total of columns 2, 3 & 4)
	Candidate for Election Agent	Political Party which paid therefor	Association Body of Persons Individual	
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.

- i. Public meetings, processioning, etc. Rs. 7544 66
 - ii. Campaign materials, viz, handbills, posters, video and audio cassettes, loudspeakers etc. Rs. 4,13,343 66
 - iii. Campaign through electronic / print media (including radio interview) Nil
 - iv. Vehicles used and PCL expenditure on such vehicles Rs. 21,045 66
 - v. Erection of gates, arches, queues, banners, etc. Rs. 1,4,200 00
 - vi. Visits of 'leaders' to the constituency (other than the expenditure on the travel of 'leaders' as defined in Explanation 2 under Section 77 (1) for propagating programme of the party) Nil
 - vii. Visit of other party functionaries Nil
 - viii. Other misc. Expenses Rs. 10,60,662 10
- Lump-sum grant received, if any, from -
- (i) Political party Rs. 7,50,000 00
 - (ii) Any other association / body (with its name and address) Nil
 - (iii) Any individual (with name and address)

Grand Total Rs. 18,44,470 52
(From receipts, cash and current account & bank)

- 1) Sri. Smt. Sankar
304, Nagar Court House
Bijapur,
Karnataka - 760 036 Rs. 60,000 00
- 2) Sri. Smt. Sankar
304, Nagar Court House
Bijapur,
Karnataka - 760 036 Rs. 5,50,000 00
- 3) Sri. Smt. Sankar
304, Nagar Court House
Bijapur,
Karnataka - 760 036 Rs. 2,00,000 00

ছয়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০২৬ ঠিকানার বাড়িটির যেটি এখন মুখ্যমন্ত্রীর
সরকারি বাসস্থান, সেটির বেশিরভাগ অংশ অবৈধ
বেআইনীভাবে জোর করে দখল করে রেখেছেন।

মমতার বাবা প্রমীলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এই টালির চালের বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে
একটি ছোটো ঘরে 'ছুঁচ' হয়ে ঢুকেছিলেন। বাড়িটি তাঁর মালিক প্রয়াত শচীন ঘোষের
তিনি ছিলেন বাড়ি তৈরির মালমশলা-সহ বিভিন্ন জিনিসপত্রের একজন মাঝারি মাপের
ব্যবসায়ী। প্রমীলেশ্বর এ বাড়িতে ঢোকেন কোনো ভাড়া না দিয়েই। তাঁর মালিক
দয়াপরবশ হয়ে তাঁর কর্মচারীকে নিজের অফিসে একটি টালির ঘরে থাকতে দেন।

এই বাড়িতে ঢোকার রাস্তা আর পুরনো কালীগঙ্গার মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা
জায়গা আছে। কালীগঙ্গাকে এখন আর মোটেই নদী বলা যায় না, এখন তা একটা
খাল মাত্র, যেখানে এখন বাড়ি তৈরির বিভিন্ন মালমশলা জমা করা হয়। মমতা এই
ফাঁকা অংশের বেশির ভাগটাই দখল করেছেন এবং ক্রমশঃ খালপাড় পর্যন্ত নির্মাণ
বাড়িয়েছেন।

১৯৮৪ সালে মমতা যাদবপুর কেন্দ্র থেকে সাংসদ হওয়ার পর তিনি এবং ছ-ছক
বেকার ভাইরা মিলে ক্রমশ তাঁর নবলব্ধ রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বাড়ি
মালিক ও অন্য কিছু দখলকারীকে উচ্ছেদ করেন। তিনি এই বাড়িতে ২টি অফিসঘর
বানান—বাইরেরাটি তাঁর অফিস সহকারীদের জন্য এবং ভেতরে নিজের জন্য একটা
এসি চেম্বার। এই অফিসঘর ও বাড়ির ভেতরের অংশের মাঝখানে আরো একটা
কালীমন্দির এবং তাঁর ভায়েদের ও তাঁদের সহকারীদের জন্য একটি অফিসবা
বানানো হয়েছে।

১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি নতুন দল তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হয়, এবং দু বছর
মধ্যেই দলটি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস হয়ে ওঠে ১৯৯৯ সালে মমতা রেলম
হন। তৃণমূল তৈরি হওয়ার আগে পর্যন্ত 'বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের' সদস্যরা ৩০।
হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়ির উত্তর-পূর্ব দিকের টালির ঘরগুলিতেই থাকতেন। ২০।
সালের ভোটার তালিকায় দেখা যাচ্ছে ক্রমিক নং ৮৭২ থেকে ৮৮৬ পর্যন্ত বন্দ্যোপা
পরিবারের ১৫ জন সদস্য ছাড়াও আরো ১৪ জনের নাম এই বাড়ির ঠিকানায় রয়েছে।

যদিও বলা দরকার যে ক্রমিক নং ৮৮৫-তে যাঁর নাম আছে সেই বাঁসি বন্দ্যোপাধ্যায়—
মমতার দ্বিতীয় ভাই অসীমের স্ত্রী—২০০৪ সালের ২৪/২৫ অক্টোবর, অর্থাৎ তার
আগের বছর নবমী পূজার দিন আত্মহত্যা করেন।

এই অন্য ১৪ জন, যাঁরা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কেউ নন, সম্ভবত শ্রমজীবী
মানুষ। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের পরিবার আছে, কিছু অবাঙালিও এঁদের মধ্যে
আছেন। এঁদের নাম ভোটার তালিকায় ক্রমিক নং ৮৮৭ থেকে ৯০০-র মধ্যে আছে।

সাত বছর পর ২০১২ সালের ভোটার তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে ‘বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিবারের’ সদস্য নন, বরং সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন আরো ২৭ জন, (যাঁরা সম্ভবতঃ
শ্রমজীবী মানুষ, যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের পরিবার আছে এবং কিছু অবাঙালিও
আছেন,) এই বাড়ির বাসিন্দা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্গীয় মা এবং তাঁর ছয় ভাইসহ, তাঁদের পাঁচজন স্ত্রী ও
তিনজন সন্তানের নাম ও বাসিন্দা হিসেবে দেখা যাচ্ছে।

১৯৯৯ সালে রেলমন্ত্রী হবার পর মমতা বাড়ির পিছনদিকে, অর্থাৎ তাঁর আগের
অফিস ঘরগুলির উত্তরে আরো তিনটি ছোটো ঘর বানান। ২০০৯ সালে রেলমন্ত্রী
হওয়ার পর তিনি তাঁর অফিস ও চেম্বারের—(যা প্রায় খালপাড় ছুঁয়ে ফেলেছে—)
পশ্চিমদিকে আরো একটি বড়ো প্রেস রুম যোগ করেন। তিনি এই বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম
কোণে একটি পাকা ও সুনির্মিত শৌচাগারও তৈরি করান। এই সমস্ত পাকা নির্মাণের
জন্য তিনি বাড়ির মালিক, পুরসভা, অথবা পোর্ট অথরিটি থেকে কোন আইনী অনুমোদন
নেননি।

৩০ বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের এই বাড়ি এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি
বাসস্থান। আমার তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫-এর আওতায় মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে
পাঠানো প্রশ্ন এবং দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে মমতাকে ২০.০৪.২০১২ তারিখে তাঁর
৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়ির ঠিকানায় ও একইসঙ্গে স্পিড পোস্টে এডি করে
তৃণমূল ভবনে পাঠানো চিঠির প্রতিলিপি এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হল। এখনো
পর্যন্ত কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

কাজেই মনে করতে হচ্ছে যে:

মমতা ৩০বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৬ ঠিকানার বাড়ির
আবাসিক ও অফিসের অংশে একজন অবৈধ দখলদার।

তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার জোড়ে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এই অপকর্মটি করেছেন।
যা সমস্ত দেশবাসীর জানা উচিত।

(এ বিষয়ে আপনাদের অবগতির জন্য কিছু ডকুমেন্ট প্রকাশ করলাম।)

148-Alipore Assembly Constituency

Part No 45

Electoral Roll -2005

Sl. No.	House No	Name of Elector	Relationship	Name of Relation	Sex	Age	EPIC No
1	2	3	4	5	6	7	8
Section No2 (CONTD.).HARISH CHATTERJEE STREET Premises No.25 to 31/1D 700028							
855	30A	Nandu Mahato	Father	Ratan Mahato	M	45	
856	30A	Devendra Mahato	Father	Chandrika Mahato	M	35	HZG3103678
857	30A	Harinder Kumar Mahato	Father	Ranjivan Mahato	M	31	HZG3103595
858	30A	Hiralal Mahato	Father	Ranjivan Mahato	M	25	HZG3103603
859	30A	Nagendra Kumar Mahato	Father	Bachcha Mahato	M	30	HZG3103581
860	30A	Kanishya Kumar Mahato	Father	Bachcha Mahato	M	25	HZG3103579
861	30A	Munilal Mahato	Father	Daroga Mahato	M	29	
862	30A	Rajesh Mahato	Father	Daroga Mahato	M	26	
863	30A	Bhrod Mahato	Father	Jainand Mahato	M	28	
864	30A	Kiron Mahato	Husband	Rawindra Kr. Mahato	F	28	HZG3103710
865	30A	Motilal Mahato	Father	Rambahadur Mahato	M	25	HZG3103728
866	30A	Bhgyabharati Mahato	Husband	Surendra Kr. Mahato	F	25	
867	30A	Harl Narayan Roy	Father	Rajeshwar Roy	M	55	WB/23/148/195455
868	30A	Bharat Roy	Father	Harl Narayan Roy	M	25	HZG1065184
869	30A	Shila Devi Roy	Husband	Harinarayan Roy	F	45	WB/23/148/195458
870	30A	Biswajit Samanta	Father	Asit Kr. Samanta	M	32	WB/23/148/198228
871	30A	Bula Samanta	Husband	Biswajit Samanta	F	27	
872	30B	Gayatri Banerjee	Husband	Promilsewar Banerjee	F	73	WB/23/148/195457
873	30B	Mamata Banerjee	Father	Promilsewar Banerjee	F	49	WB/23/148/195459
874	30B	Amrit Banerjee	Father	Promilsewar Banerjee	M	44	WB/23/148/195462
875	30B	Lata Banerjee	Husband	Amrit Banerjee	F	37	WB/23/148/195463

876	308	Samir Banerjee	Father	Pramileswar Banerjee	M	41	WB/23/148/195484
877	308	Kajal Banerjee	Husband	Samir Banerjee	F	35	HZG1064718
878	308	Subrata Banerjee	Father	Pramileswar Banerjee	M	39	WB/23/148/195485
879	308	Rita Banerjee	Husband	Subrata Banerjee	F	34	WB/23/148/195468
880	308	Swapan Banerjee	Father	Pramileswar Banerjee	M	36	WB/23/148/195467
881	308	Kalpna Banerjee	Husband	Swapan Banerjee	F	31	WB/23/148/195432
882	308	Aji Banerjee	Father	Pramileswar Banerjee	M	51	HZG3103751
883	308	Chandana Banerjee	Husband	Aji Banerjee	F	42	WB/23/148/195458
884	308	Apila Banerjee	Father	Aji Banerjee	F	24	HZG3103760
885	308	Ashim Banerjee	Father	Pramileswar Banerjee	M	46	WB/23/148/195460
886	308	Jhanel Banerjee	Husband	Ashim Banerjee	F	31	WB/23/148/195461
887	308	Malika Bauri	Father	Pancha Bauri	F	21	
888	308	Ashoka Chatterjee	Father	Haran Chatterjee	M	58	
889	308	Aloke Chatterjee	Father	Ashoka Chatterjee	M	31	
890	308	Sanjay Chatterjee	Father	Ashoka Chatterjee	M	28	WB/23/148/195488
891	308	Sittha Goon	Husband	Shibsanakar Goon	F	40	WB/23/148/195734
892	308	Subasish Goon	Father	Shibsanakar Goon	M	22	
893	308	Babul Majhi	Father	Manimotha Majhi	M	40	WB/23/148/195470
894	308	Arati Majhi	Husband	Babul Majhi	F	36	WB/23/148/195471
895	308	Debasish Majhi	Father	Babul Majhi	M	19	
896	308	Amarendra Pakhira	Father	Madan Mohan Pakhira	M	30	HZG3104528
897	308	Jayram Roy	Father	Gorakh Roy	M	42	
898	308	Thekur Yadav	Father	Bansha Yadav	M	88	
899	308	Birbal Roy	Father	Ruplal Roy	M	58	
900	308	Sudama Yadav	Father	Satyanarayan Yadav	M	58	

Column 8 : Sex : M/Male; F/Female; Column 7: Age on 1-1-2008; Column 6: E.P.I.C No.; Election Photo Identify Card Number

(15)

(15)

১৫/১০/১৯
Dpt 30/15

Electoral Roll - 2012, State -(S25) WEST BENGAL	
No. , Name and Reservation Status of Assembly Constituency : 159 - Bhabanipur (General)	Part No : 152
No. , Name and Reservation Status of Parliamentary Constituency(ies) in which the Assembly Constituency is located : 23 - KOLKATA DAKSHIN (General)	
1. Details of Revision	
Year of Revision : 2012	Type of Revision : Special Summary Revision-2012
Qualifying Date : 01-01-2012	Date of Draft Publication : 12-10-2011
2. Details of Part and Polling Area	
No. of Sections : 2	No. of Auxiliary Polling Stations in this Part
No. and Name of Sections in the Part : 1 HARISH CHATTERJEE STREET Premises No.1 to 24, Ward No-73, Police Station-KALIGHAT-700025 2 HARISH CHATTERJEE STREET Premises No.25 to 31/1D, Ward No-73, Police Station-KALIGHAT-700026	Classification of Part : Urban
	Village/Area/Road :
	Gram Panchayat :
	Ward No. : 73
	Block :
Municipality : Kolkata Municipal Corporation	

Police Station : KALIGHAT

Sub-Division :

District : KOLKATA

Pin : 700025,700026

Gram Panchayat :

Ward No. : 73

Block :

Municipality : Kolkata Municipal Corporation

Police Station : BHOWANIPUR

Sub-Division :

District : KOLKATA

Pin : 700025

3. Polling Station Details

No. and Name of Polling Station :

152 - Mitra Institution (Main) - 1

Address of Polling Station :

16A, Balaram Bose Ghat Road, Kolkata-25

Classification of Polling Station : Urban

No. of Polling Stations located in Polling Station Location : 4

4. No. of Electors as on :
(01-01-2012)

TYPE

a) Mother Roll :

No. of Electors

Distribution of Electors

Starting Sl. No.	End Sl. No.	Male	Female	Total
1	1071	637	434	1071

State Code and Name : 825 / WEST BENGAL
159 - Bhabanipur (General) Assembly Constituency
Section No. 2. HARISH CHATTERJEE STREET Promises No 26 to 3111D, Ward No-73, Pollen Station-KALIGHAT-700026

Electoral Roll 2012
Part No. - 152

845 HZG3373778 Name: Mural Kumar Shaw
 Father's Name: Rajendra Prasad Shaw
 House No: 30A
 AGE: 26 SEX: F

846 HZG3373784 Name: Gopal Karmakar
 Father's Name: Nakuleswar Karmakar
 House No: 30A
 AGE: 26 SEX: M

847 XYR0786731 Name: Rinki Ghosh
 Father's Name: Tapan Kumar Ghosh
 House No: 30A
 AGE: 26 SEX: F

848 XYR1155128 Name: Anand Anand
 Father's Name: Ramchandra Anand
 House No: 30A
 AGE: 24 SEX: M

849 XYR1155118 Name: Bornath Das
 Father's Name: Tapan Das
 House No: 30A
 AGE: 23 SEX: M

850 HZG3818687 Name: Papiya Karmakar
 Father's Name: Nakuleswar Karmakar
 House No: 30A
 AGE: 23 SEX: F

851 HZG0291815 Name: Gayatri Banerjee
 Husband's Name: Promodwar Banerjee
 House No: 30B
 AGE: 80 SEX: F

852 HZG0291831 Name: Manisha Banerjee
 Father's Name: Promodwar Banerjee
 House No: 30B
 AGE: 57 SEX: F

853 HZG0291849 Name: Anil Banerjee
 Father's Name: Promodwar Banerjee
 House No: 30B
 AGE: 51 SEX: M

854 HZG0291858 Name: Late Banerjee
 Husband's Name: Anil Banerjee
 House No: 30B
 AGE: 44 SEX: F

855 HZG3680552 Name: Abhishek Banerjee
 Father's Name: Anil Banerjee
 House No: 30B
 AGE: 24 SEX: M

856 HZG0291864 Name: Samir Banerjee
 Father's Name: Promodwar Banerjee
 House No: 30B
 AGE: 49 SEX: M

857 HZG1054718 Name: Kajal Banerjee
 Husband's Name: Samir Banerjee
 House No: 30B
 AGE: 42 SEX: F

858 HZG3092898 Name: Subrata Banerjee
 Father's Name: Promodwar Banerjee
 House No: 30B
 AGE: 47 SEX: M

859 HZG0291808 Name: Rina Banerjee
 Husband's Name: Subrata Banerjee
 House No: 30B
 AGE: 42 SEX: F

860	HZG0291872	Name: Sreepan Banerjee	✓	861	HZG0742882	Name: Kalpana Banerjee	✓	862	WB23/148/195701	Name: Subratadea Sarker	✓
Father's Name: Prantik Banerjee				Husband's Name: Sreepan Banerjee				Husband's Name: Nandipal Sarker			
House No: 308				House No: 308				House No: 308			
AGE: 43	SEX: M			AGE: 38	SEX: F			AGE: 75	SEX: F		
863	WB23/148/195478	Name: Rabi Sarker	×	864	WB23/148/195477	Name: Runa Sarker	×	865	XYR1004860	Name: Rajib Sarker	×
Father's Name: Nandipal Sarker				Husband's Name: Rabi Sarker				Father's Name: Rabi Sarker			
House No: 308				House No: 308				House No: 308			
AGE: 52	SEX: M			AGE: 42	SEX: F			AGE: 24	SEX: M		
866	WB23/148/195702	Name: Subal Sarker	×	867		Name: Ashoke Chatterjee	×	868	HZG3373958	Name: Akko Kumar Chatterjee	×
Father's Name: Nandipal Sarker				Father's Name: Haran Chatterjee			Photo Not Available	Father's Name: Ashoke Chatterjee			
House No: 308				House No: 308				House No: 308			
AGE: 39	SEX: M			AGE: 65	SEX: M			AGE: 38	SEX: M		
869	HZG0291914	Name: Sanjay Chatterjee	×	870	WB23/148/195479	Name: Ramenup Sharma	×	871	HZG0291971	Name: Ramesh Sharma	×
Father's Name: Ashoke Chatterjee				Father's Name: Dharendra Sharma			Photo Not Available	Father's Name: Ramenup Sharma			
House No: 308				House No: 308				House No: 308			
AGE: 34	SEX: M			AGE: 63	SEX: M			AGE: 39	SEX: M		
872	HZG3103751	Name: Aji Banerjee	✓	873	WB23/148/195458	Name: Chandana Banerjee	✓	874	HZG3103769	Name: Anika Banerjee	✓
Father's Name: Prantik Banerjee				Husband's Name: Aji Banerjee				Father's Name: Aji Banerjee			
House No: 308				House No: 308				House No: 308			
AGE: 58	SEX: M			AGE: 49	SEX: F			AGE: 31	SEX: F		

State Code and Name	S23 / WEST BENGAL
19. Bhadrak	

Assembly Constituency

CONFIDENTIAL

[illegible]



পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বঙ্গাল WEST BENGAL

51AA 999907

By Speed Post

The State Public Information Officer,
Chief Minister's Secretariat,
Writers' Buildings,
Kolkata - 700 001.

Date : 17.04.2012.

Subject : Information sought under Sec. 6(1) of the RTI Act, 2005.

Sir,

Please send factual detailed replies to the following questions within the prescribed time limit of 30 (thirty) days :

- Q. No. 1 (a) Has the Chief Minister Mamata Banerji any official residence other than 30B, Harish Chatterjee Street, Kolkata - 700026?
- (b) If yes, give the particulars with address.
- Q. No. 2 (a) Since when the Chief Minister has been living in this house?
- (b) How did she come to live in that house - (i) as an owner, (ii) lawful inheritor or (c) lawful tenant?

Contd...P/2.

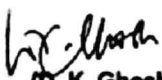
:: 2 ::


- Q. No. 3** Has the Chief Minister a personal office attached to residence?
- Q. No. 4** (a) Please give (i) names, (ii) designations and emoluments of her personal staff ^{সহকারী} work in that office?
(b) What other total expenses ~~what~~ are monthly borne by Govt. for this office?
- Q. No. 5** (a) Since she is commonly known as a spinster and ~~and~~ her mother died a few months back, who, besides 1 personal maids and servants, live in that house?
(b) Please give their (i) full names, (ii) age, (iii) profession, (iv) relationship with the Chief Minister and (v) ~~for~~ when they are staying in the Chief Minister's only known official residence.
- Q. No. 6** Is the Chief Minister or any of her relatives owns the house?
- Q. No. 7** (a) If yes, does the Chief Minister draw any house ~~or~~ allowance from the Govt.?
(b) If yes, what is the monthly amount :
(i) for the residential portion, and
(ii) for the office portion?
- Q. No. 8** If the Chief Minister or any of his close relatives does not own the house, then
(i) who owns the house, (give name, address and all other details)?
(ii) how much rent is monthly paid to the owner – (a) directly or (b) through the Rent Controller's office?
(iii) Was any eviction case ever filed by the owner against any tenant? If so, what is the present status of case/cases?
- Q. No. 9** (a) Are there any other tenants or owners (not relatives of the Chief Minister), including how many separate families live in that premises? Give (i) full names, age and profession, (ii) dates of beginning of their tenancies, ownership and (iii) rents paid by each (a) to the owner and (b) to the Rent Controller.

- (b) Since when each such person or family, not related to the Chief Minister have been living there as tenants?
- (c) How many of them are non-Bengalees?
- Q. No. 10 (a) What rates and taxes are annually payable to the Kolkata Municipal Corporation or any other authority for the entire premises of 30B Harish Chatterjee Street?
- (b) Who pays the rates and taxes of the Kolkata Municipal Corporation or any other authority – (a) the owner with annual amount or (b) the tenants with annual amount for each tenant – please collect the details from the owner or the KMC.
- Q. No. 11 (a) Is the open space in the house used for storing building materials of some traders including the owners, besides being used for camps of security personnel?
- (b) How much area of the open space is occupied by the camps and how much rent is paid by the Govt. for such camps?
- Q. No. 12 Is this residence considered fool-proof from the point of safety and security of the Chief Minister who reportedly enjoys '2 plus category security'?
- Q. No. 13 If the answer to the above question is in the "negative" as per expert opinion, is there any proposal for shifting the Chief Minister to any other more secure residence? Give details please.

Thanks.

Yours faithfully,

 17/4/12
(D. K. Ghosh)
128A, Kanungo Park,
Garia, Kolkata - 700084.



LETTER NO. 3

Dipak Kumar Ghosh IAS (Retd.)
Ex-MLA (1999-2001, 2001-2006)

128-A, Kanungo Park, Garia,
Kolkata - 700084.
Phone: 2430-4712
Mobile: 9477001638

Date : 30.04.2012.

BY SPEED POST

STRICTLY CONFIDENTIAL / PERSONAL

To :

Smt. Mamata Banerji,
Chairperson, All India Trinamool Congress,
(1) Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700 059
(2) 30B, Harish Chatterjee Street, Kolkata - 700 026.

Madam,

Will you please confirm or deny the following information, which I have collected from different reliable sources, within 10 days of receipt of this letter :

2. That your late father Pramileswar Banerjee was an employee of one late S. Ghosh, the actual lessee-cum-owner of the K.M.C. premises No. 30B, Harish Chatterjee Street, Kolkata - 700028, in Ward No. 73 of K.M.C. Late S. Ghosh was a trader in misc. things including building materials etc. The heirs of late S. Ghosh are the present owner.

3. You were born in your maternal grand-father's house in a village in Birbhum district. You have an elder brother Sri Ajit Banerjee and 5 younger brothers.

4. You have stated in para 3 beginning at page 20 of your book "My Unforgettable Memories", published by Lotus Collection at the last Kolkata Book Fair that "I came to Calcutta when I was very small. My parents brought me to the house where we still live."

5. I find from the relevant parts of the Electoral Rolls of 2005 (Part No. 45 of 148 Alipore Assembly Constituency) and 2012 (the current one) which is Part No. 152 of 159 - Bhabanipur Assembly Constituency that the old one of 2005 shows that besides you and your family members - numbering 15 (including that of Jhansi, who had committed suicide in 2004) as many as 14 other persons, including a few non-Bengalees, some belonging to one or the other family, i.e., a total of 29 voters live in this premises No. 30B, Harish Chatterjee Street.

Contd...P/2.

6 The latest one of 2012, however, contains the names of your 16 "Banerjee family members" including your name and that of your mother Gayatri Banerjee who recently died ~~and included~~ and the names of 27 others including a few families and also some non-Bengalees, i.e., a total of 43 voters.

7. Hence, it is clear that you do not either own the entire portion of this premises No. 30B, or you are not the only sub-tenant. Will you please clarify the entire matter? Are the other persons (14 in 2005 and 27 in 2012) your tenants or sub-tenants or sub-sub-tenants etc.? How they came to live there, the number of these persons almost doubling - from 14 to 27 in course of the last 7 (seven) years?

8. If you are the owner of the whole or part of this premises, please state how did you come to own - (a) by direct purchase or (b) on long lease. If by direct purchase, then - (a) when, (b) at what price and (c) from whom?

9. If you are not the owner, then (a) who is the owner (please give name, address etc. details), (b) when did your father or later you or any of your family members got your tenancy or lease and (c) how much amount in rupees is the (i) monthly or (ii) annual rent/lease rent etc.?

10. Is there any court case pending in any court challenging your (i) ownership, (ii) tenancy or (iii) lease? If yes, please give the details like (i) who has filed the case, (ii) on what ground, (iii) with what prayers, (iv) in which court it is pending, and (v) what is the present position of the case?

11. Do you know anything about the other 14 in 2005 or 27 in 2012 voters living in this 30B premises like (i) since when they are residing, (ii) how did they come to reside there, (iii) how much they paid for purchase or long lease, (iv) how much rent/lease rent they or some of them pay, (v) to whom and any other relevant information about all of them or some of them? Who stacks thousands of bricks or heaps of sand there?

12. How the Police Camps of your security guards could be pitched there? Was it with the permission of the owner? If so, on what terms and conditions? Does the Govt. pay any amount to the owner for these Police Camps, Metal Detector Gates etc.? If so, how much? If not, how the matter stands?

13. Does the State Govt. reimburse the rent/lease rent etc. since, 30B is now the official residence of the Chief Minister of West Bengal and also contains her residential office and security police camps?

14. Who has built the toilet complex at the south-west corner of the premises? How the complex is maintained?


:: 3 ::

15. Has the K.M.C. given formal sanction for expansion of your office buildings and the toilet complex and any other construction which was not in existence when you first occupied this house?

16. Please shed light as much as you can on these not so well-known vital matters about the official residence of the Chief Minister within 10 (ten) days of receipt of this letter so that when this letter will be published, you cannot take any exception or state anything different.

Thanks.

Yours faithfully,


30.04.2012
(DIPAK KUMAR GHOSH)

সাত

সকলের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো অবিবাহিতা না-ও হতে পারেন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহিত না অবিবাহিত এ প্রশ্ন অবাস্তব। এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আমার উৎকণ্ঠা এই কারণেই যে, তিনি ‘সত্যতার প্রতীক’ এর আড়ালে অবলীলায় মিথ্যা কথা চালিয়ে যান। তাঁর মুখোশ খুলে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের। তা না হলে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আমরা জবাব দিতে পারব না। উপরন্তু Honesty ইংরাজি শব্দের বাংলা প্রতিরূপ ‘সত্যতা’ শব্দটি পাস্টে ফেলতে হবে অচিরেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের আগে কখনও কখনও শব্দটি লিখতে দেখা যায়, আবার শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও লেখা হয়। আসল মমতার প্রতিবেশীরা এবং তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষজন অনেকেই মনে করেন তিনি বিবাহিত। তাঁর স্বামীর নাম রঞ্জিত ঘোষ।

কয়েক বছর আগে এ ব্যাপারে কিছু খবর পেয়ে আমি অনুসন্ধান করতে শুরু করি। তথ্যের অধিকার আইনে বিচার বিভাগে প্রশ্ন পাঠিয়ে এবং ৩০.০৪.২০১২ তারিখে (১) তৃণমূল ভবন ও (২) ৩০ বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে দিদির দুই ঠিকানাতেই চিঠি পাঠিয়ে কোনো উত্তর আসেনি।

গত ২০ শে মে তিনি মমতা ব্যানার্জির মুখ্যমন্ত্রীত্বে শপথ গ্রহণের সময় রাজভবনে এবং পরে নতুন মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণে তাঁর চেয়ারে ঢোকান আগেই সেখানে গিয়ে বসেছিলেন।

শ্রী রঞ্জিত ঘোষ কয়েক মাস আগে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হন। মমতা তাঁকে মধ্য কলকাতার ব্যয়বহুল নার্সিং হোম বেলভিউ ক্লিনিকে ভর্তি করান। রাতে তাঁকে গোপনে দেখতে যেতেন এবং প্রায় পাঁচ লাখ টাকার হসপিটালের খরচও মেটান।

২০০৫ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী আলিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তখনকার ১৪৮-এর পার্ট নং ৪৯-এর ২৮২ নম্বর-এ শ্রী ঘোষের নাম আছে এবং ঠিকানা—৫৮/৬, কালীঘাট রোড, কলকাতা ৭০০০২৬।

বিবাহিতা মাতা একবার গর্ভবতী হয়ে পড়েন। গর্ভপাত করান গড়িয়াহাটের এক নার্সিংহোমে, সেখানে তাঁর পরিচিত এক ডাক্তার দম্পতি ছিলেন। সেসময় মমতা পরিচিতিদের বলেছিলেন, “আমার একটা সামান্য স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করাতেই দিন সাতেক নার্সিংহোমে ছিলাম।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে যেমন দেখেছি ☐ ৮৫



Government of West Bengal
Office of the Commissioner of Police, Kolkata,
Report (RTI) Section,
18, Lalbazar Street, Kolkata-700 001.

Memo No. 773/2012 RPT-RTI

Dated 18/01/12

From : The Jt. Commissioner of Police (A), Kolkata
& State Public Information Officer,
Kolkata Police.

To : Shri D.K. Ghosh,
128A, Krunal Park,
Garia, Kolkata - 84.

Sub: Information sought for under RTI Act, 2005.

Sir/Madam,

With reference to your petition dated 15/12/11 it is to inform that your petition on the above subject has been received by this office on 22/12/11 and the undersigned has already taken due initiatives to obtain the information as sought for from the concerned office/section. Once it is received the same shall be furnished to you.

It is also to apprise you that you did not follow the mandate of Application Fee amounting Rs. 10/- (ten) in the form of IPO/DD/Court Fee Stamp etc. prescribed under the RTI Act, 2005. However, you are requested to follow the same and apply afresh to get the desired information.

Yours Faithfully


Jt. Commissioner of Police (A) Kolkata
&
SPIO, Kolkata Police.

I humbly invite you to take a Virginity Test in the All India Institute of Medical Institute in New Delhi and clear yourself of any doubt. You have never got yourself admitted and treated in a Govt. hospital when in opposition alleging that you may be poisoned to death in a Govt. hospital by the CPM-supporting staff. Now that you are the head of the State Govt. any test in S.S.K.M. or any other State Govt. hospital may not be accepted as reliable by some people. Hence, my proposal of the A.I.I.M.S. of the Central Govt. You should have no problem in the AIIMS, New Delhi since Shri Sudip Banerjee, your M.P. is the Minister of State In the Central Health Ministry.

The Delhi High Court has recently ordered Congress leader Narayan Dutt Tiwari to give blood for DNA examination to settle a paternity claim case filed by a young man claiming to be his son.

Please send your replies, if any, confirming or denying the whole or part of these information within 10 (ten) days of receipt of this letter so that if this letter is published any day, you cannot claim anything different.

Thanks.

Yours faithfully,

(DIPAK KUMAR GHOSH)



পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বঙ্গাল WEST BENGAL

56AA 982803

By Speed Post

To
The State Public Information Officer,
Judicial Department, Govt. of West Bengal,
Writers' Buildings,
Kolkata - 700 901.

Date : 03.05.2012.

Subject : Information wanted U/S 6(1) of the RTI Act, 2005.

Sr,

I have reliable information that our Chief Minister Smt. Mamata Banerjee had entered into a legal marital relationship with one Ranajit Ghosh, her close neighbour. He was then an Advocate of Alipore Police Courts. He is reportedly a relative of Tamonash Ghosh, M.L.A. It is not certainly known, if she got an official "separation" from her husband later sometime, but it is known that she terminated any conjugal relation immediately after she became an M.P.

Please furnish me with a copy of their Marriage Registration Certificate.

Thanks.

Yours faithfully,

Sd/- D.K. Ghosh.

(Dipak Kumar Ghosh)
128A, Kanungo Park,
Garia, Kolkata - 700084.

Spence Copy.

148-Allpore Assembly Constituency

Part No 49

Electoral Roll -2005

Sl. No.	House No	Name of Elector	Relationship	Name Of Relation	Sex	Age	EPIC No
1	2	3	4	5	6	7	8
Section No1 (CONTD.).KALIGHAT ROAD. Premises No. 50 to 72 700025							
265	57B	Iswar Ram	Father	Ramsebak Ram	M	52	WB/23/148/207237
266	57B	Ginla Ram	Husband	Iswar Ram	F	45	
267	57B	Rajkumari Singh	Husband	Rajnath Singh	F	59	WB/23/148/207239
268	57B	Rajnath Singh	Father	Ram Rup Singh	M	62	WB/23/148/207238
269	57B	Dharmashilla Singh	Father	Rajnath Singh	F	21	
270	57B	Sandip Singh	Father	Rajnath Singh	M	20	
271	57B	Rajeswar Yadav	Father	Jgadish Yadav	M	55	
272	57B	Ramdeo Yadav	Father	Baro Yadav	M	35	
273	57B	Surya Yadav	Father	Baro Yadav	M	31	
274	58/1	Joykrishna Das	Father	Bhutanath Das	M	54	WB/23/148/207285
275	58/1	Minati Das	Husband	Joykrishna Das	F	42	WB/23/148/207286
276	58/1	Madona Chakraborty	Husband	Arnal Chakraborty	F	40	WB/23/148/207287
277	57B	Sanjay Prasad Yadav	Father	Rajeshwar Prasad Yadav	M	26	HZG1078062
278	58/6	Bhagaboli Ghosh	Husband	Monotosh Ghosh	F	32	HZG1064963
279	58/6	Himadri Ghosh	Father	Milan Ghosh	M	28	WB/23/148/207832
280	58/6	Haralal Ghosh	Father	Nandalal Ghosh	M	70	WB/23/148/207290
281	58/6	Bimala Ghosh	Father	Nandalal Ghosh	F	66	
282	58/6	Ranjit Ghosh	Father	Nandalal Ghosh	M	65	WB/23/148/207291
283	58/6	Kamala Ghosh	Father	Nandalal Ghosh	F	64	WB/23/148/207292
284	58/6	Milan Kanti Ghosh	Father	Nandalal Ghosh	M	60	
285	58/6	Arabinda Ghosh	Father	Nandalal Ghosh	M	50	HZG1063642

286	58/6	Sova Ghosh	Husband Sushil Ghosh	F	68	WB/23/148/207294
287	58/6	Sarada Ghosh	Father Sushil Ghosh	F	45	WB/23/148/207295
288	58/6	Kalicharan Ghosh	Father Nagendra Ghosh	M	40	WB/23/148/207293
289	58/6	Rameswar Prasad	Father Gajadhar Prasad	M	46	WB/23/148/207298
290	58/6	Sova Prasad	Husband Rameswar Prasad	F	40	WB/23/148/207299
291	58/6	Rina Prasad	Father Rameshwar Prasad	F	25	HZG1069426
292	58/6	Kanchan Ghosh	Father Sushil Ghosh	M	40	WB/23/148/207296
293	58/6	Khuku Ghosh	Father Sushil Ghosh	F	38	WB/23/148/207297
294	58/6G	Usha Karmakar	Husband Lakshi Narayan Karmakar	F	65	WB/23/148/207301
295	58/6G	Sandip Karmakar	Father Lakshi Narayan Karmakar	M	45	WB/23/148/207302
296	58/6G	Sutapa Karmakar	Husband Sandip Karmakar	F	32	HZG3262730
297	58/6G	Jaydeb Karmakar	Father Lakshi Narayan Karmakar	M	36	
298	58/7	Dipak Bhattacharya	Father Haripada Bhattacharya	M	55	WB/23/148/207303
299	58/7	Purobi Mitra	Father Harimohan Mitra	F	50	WB/23/148/207313
300	58/7	Malika Mitra	Husband Bijoy Mitra	F	43	WB/23/148/207314
301	58/7	Ratna Mitra	Husband Ajoy Mitra	F	40	WB/23/148/207315
302	58/7H	Ranukana Chakraborty	Husband Narendra Chakraborty	F	56	WB/23/148/207317
303	58/7H	Beni Chakraborty	Father Narendra Chakraborty	F	38	WB/23/148/207318
304	58/7H	Jaya Chakraborty	Father Narendra Chakraborty	F	36	WB/23/148/207319
305	58/7H	Mamala Chakraborty	Father Narendra Chakraborty	F	34	WB/23/148/207320
306	58/7	Bijoy Sankar Mitra	Father Harimohan Mitra	M	45	WB/23/148/207311
307	58/7	Ajoy Mitra	Father Harimohan Mitra	M	43	WB/23/148/207312
308	58/8	Hasi Bose	Husband Nirendra Bose	F	50	WB/23/148/207323
309	58/8	Ashis Bose	Father Nirendra Bose	M	40	WB/23/148/207324
310	58/8	Pratima Bose	Husband Ashis Bose	F	36	WB/23/148/207325

Column 6 :Sex : M-Male;F-Female; Column 7:Age on 1-1-2005; Column 8: E.P.I.C No.:Electorate' Photo Identity Card Number

আট

নৈশভোজে মুরগীর মাংসের স্যানডুইচ আর সারাদিন ধরে চকোলেট খেয়ে অনশন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা তাঁর ২৫ দিনের অনশনকে (৪ঠা ডিসেম্বর সকাল থেকে ২৮ ডিসেম্বর, ২০০৬-এর মধ্যরাত পর্যন্ত) ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন এবং এ-ও দাবি করেছেন যে মমতা গান্ধিজিকে ছাড়িয়ে গেছেন।

ঘটনা হল :

২০০৬ সালের ২৫-২৬ শে সেপ্টেম্বরের মধ্যরাতে সিঙ্গুরের বি.ডি.ও অফিস থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশ উৎখাত করে, অনেককে গ্রেপ্তার করে এবং তারপর সমবেত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মমতা তখন সুনন্দ সান্যালের মতো কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কিছু দল ভেঙে বেরনো নকশাল (বা প্রাক্তন নকশাল) গোষ্ঠীকে নিয়ে কৃষিজমি রক্ষা কমিটি গঠন করেন। সৌগত রায়, সুরত বস্তু, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ও আমার মতো সমস্ত তৃণমূল নেতাদের এই কমিটির মিটিংয়ে কোনো কথা বলা বারণ ছিল। এস ইউ সি আই সহ, কিছু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং অনুরাধা তলোয়ার, স্বপন গাঙ্গুলীর মতো কয়েকজন ক্ষেতমজুর সমিতির নেতাকেও কমিটির সদস্য করা হয়।

কয়েকটি মিটিংয়ের পর কমিটির নাম বদলে করা হয় কৃষিজমি-জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটি। তৃণমূল ভবনে তার জন্য একটি ঘর বরাদ্দ করা হয়। এই নাম লেখা ফলক এখনো সেখানে আছে। কিন্তু ২০০৬ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেট্রো চ্যানেলে তাঁর তথাকথিত ‘অনশন’ শুরু করার পর কমিটির মিটিং বন্ধ হয়ে যায়।

২০০৬ সালের ২রা ডিসেম্বর সিঙ্গুরের বেরাবেরি গ্রামে পুলিশি অভিযানের পর ৩রা ডিসেম্বর নিজাম প্যালেস একটি মিটিং ডাকা হয়। মমতা যাকে তরমুজ বলতেন সেই সুরত মুখোপাধ্যায় নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে অনেককে অবাক করে দিয়ে তখন তিনিও এই মিটিংয়ে যোগ দেন। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত বেশ কিছু প্রাক্তন নকশাল ও বেশ কিছু সিপিএম-বিরোধী বিশিষ্ট ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সিঙ্গুর আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়কে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে অনেক মতামত ও প্রস্তাব সেখানে উঠে আসে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে কেউ নির্দিষ্ট করে কোনো প্রস্তাব দিতে পারেননি।

পরদিন : মতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি লাগোয়া অফিসে একটি ছোটো মিটিং ডাকা হয়। সেখানে মমতা হঠাৎ করে মেট্রো চ্যানেলে অনশন ধরনায় বসার কথা ঘোষণা করেন। উদ্দেশ্য সিঁচুরে টাটার ছোটো গাড়ির কারখানার জন্য প্রস্তাবিত জমিতে সরকার ২রা ডিসেম্বর জোর করে যে শালের খুঁটি বসিয়েছে তা উপড়ে ফেলতে সরকারকে বাধ্য করা।

কাজেই মেট্রো চ্যানেলের পশ্চিম দিকের ফুটপাথে চট্জলদি ১২' x ৩০' মাপের একটি মঞ্চ তৈরি করে সেখানে গোটা পাঁচেক সাধারণ চৌকি বসিয়ে দেওয়া হল—পেছনদিকে তিনটি, আর সামনে দুটি। মহিলাদের জন্য একটি অস্থায়ী শৌচাগার তৈরি করা হল। মঞ্চের উপর প্রতিদিন রাত ৯টা থেকে পরদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত পর্দা খাটানোরও ব্যবস্থা করা হল, যাতে অনশনকারীরা নির্বিঘ্নে রাতে ঘুমোতে পারেন।

৪ ডিসেম্বর সকালে অনশন শুরু হল। সামনের দিকের দুটি চৌকিতে ছিলেন সোনালি গৃহ ও বর্ণালি মুখোপাধ্যায়, পেছনদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের চৌকিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর মঞ্চের সিঁড়ির কাছে উত্তর-পশ্চিম কোণে সমাজবাদী পার্টির বিজয় উপাধ্যায়। মাঝখানে চৌকিতে আভাস মুন্সী, যিনি মূলত একজন নকশাল নেতা তিনি প্রতিনিধিত্ব করছিলেন সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের, যেটা হিন্দ মোটরের শ্রমিকদের একটি নতুন সংগঠন, যার নেতা ছিলেন অমিতাভ ভট্টাচার্য নামে এক সপ্রতিভ যুবক। বর্তমানে নোনাডাঙ্গা আন্দোলনটি যিনি প্রথম সারিতে থেকে পরিচালনা করেছেন এবং মমতা ব্যানার্জী তাদের মাওবাদী তকমা সেটে দিয়েছেন এবং ত্রৈফতার করেছিলেন।

তৃতীয় দিনের মাধ্যম ঘটনা হল, সোনালি চলে গেলেন। তিনি জানিয়ে গেলেন যে, তাঁকে তাঁর মানত রাখতে রাজ্যের বাইরের কোনো এক তীর্থক্ষেত্রে যেতেই হবে।

১০ দিন পর বর্ণালীকে শিশুমহল হাসপাতালে পাঠাতে হয়, তিনি এতই দুর্বল হয়ে পড়েন যে নিজে হাঁটাচলা করতে পারছিলেন না। অনশনের ১৮ তম দিনে আভাস মুন্সীকে তাঁর সহযোগিরা জোর করে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান—তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সত্যিই অনশন করছিলেন।

ইতিমধ্যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আলোচনা প্রস্তাব দিয়ে একটি চিঠি পাঠান। মমতা উত্তর দিলেন “প্রথমে শাল খুঁটি আর পুলিশ সরান তারপর কথা।” রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী অনশনমঞ্চে আসেন এবং আইনী হলাফনামা-সহ তথাকথিত ‘অনিচ্ছুক’ কৃষকদের নামের তালিকা চান। অমিতাভ তিন-চারদিন ধরে সিঁচুর চন্দননগর কোর্ট আর অনশন মঞ্চের মধ্যে দৌড়ে বেড়ান। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছুক কৃষকদের ২৭০একর জমি সংক্রান্ত এরকম ৩০০টি হলাফনামা কয়েক দফায় রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়।

তৎকালীন প্রথম ইউপিএ সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী দু সপ্তাহ পরে অনশন মঞ্চে আসেন এবং মমতাকে অনশন তুলে নিয়ে আলোচনা শুরু করার

পরামর্শ দেন। মমতা রাজি হননি। প্রতিদিন মঞ্চার পর্দা সরিয়ে নেওয়ার পর সকাল ১০টা থেকে দেশাত্মবোধক গান বাজানো হত। দিন-দিন জমায়েতে লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকল। মমতা দিনের শুরুতে জনগণকে থাকতে বাধ্য করার জন্য বক্তৃতা দিতেন। তারপর তিনি তাঁর বিছানা থেকে মাঝেমাঝেই কথা বলতেন। ঐ বিছানায় বসেই তিনি মঞ্চে উপস্থিত নেতাদের চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে নির্দেশ দিয়ে গোটা মঞ্চার কাজ পরিচালনা করতেন।

২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রথমে রাজ্যপালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর একটি বার্তা মমতার কাছে আসে। তারপর আসে মুখ্যমন্ত্রীর আরেকটি চিঠি। চিঠি ও বার্তাটিতে মমতাকে অনশন তুলে নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে অনুরোধ করা হয়। এই বার্তাগুলি আসে সেদিন রাত ৯টা নাগাদ।

আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাইছিলাম যে মমতা সত্যিই অনশন করছেন কিনা। তাই আমি সেদিন রাত ৯টা নাগাদ, একটি গুজব ছড়িয়ে দিই—সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন হাই কমান্ডের কাছে গোপন নির্দেশ এসেছে যে মমতাকে গভীররাতে অনশন মঞ্চ থেকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে আলিপুরের কমান্ড হসপিটালে ভর্তি করতে হবে এবং তাঁর স্বাস্থ্য পরক্ষীর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই খবরে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং মমতা স্পর্ষ্যই আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি সারা জীবন ধরে কোনো সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে অস্বীকার করেছেন। কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন তাঁকে নাকি বিষ দিয়ে হত্যা করা হবে। অনেকেই সন্দেহ করেছেন যে কোন সরকারি হাসপাতালে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হলে তাঁর গর্ভপাত ইত্যাদি বিভিন্ন গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে মমতা সরকারি হাসপাতাল মুখো হন না।

রাত ১০টা নাগাদ হঠাৎ করে মমতা জানান যে, তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার তৈরি রেখেছিলেন। মমতা অক্সিজেন মুখোশ ঠিক করে লাগানোর জন্য আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। তিনি দাবি করলেন যে তিনি এ ব্যাপারে সব জানেন এবং নিজেই তাঁর নাকের ফুটোয় দুটি নল ঢুকিয়ে নিলেন। আমরা সবাই হতবাক হয়ে গেলাম কাকলির মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরোচ্ছিল না।

১৮ ডিসেম্বর মাঝরাতে, মমতা নিজে হাতে নিজের নাকে অক্সিজেনের নল গোঁজার পর তাঁকে একটি স্ট্রেচারে করে মঞ্চ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। স্ট্রেচারটি একটি অ্যাম্বুলেন্সে ঢুকিয়ে সেই অ্যাম্বুলেন্সে সোজা নিয়ে যাওয়া হল সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের উত্তর দিকের ফুটপাথে এন.জি. নার্সিং হোমের দোতলার পশ্চিম দিকের উইংয়ে, এক বিলাসবহুল কামরায়। পরবর্তী ছ-সাত দিন যাতে তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে না পারে তা নিশ্চিত করার ভার নিলেন ডাক্তার ঘোষ দস্তিদার দম্পতি। আমি ও অন্যান্য বেশ কিছু লোক দফায় দফায় নজরদারি চালাতাম এবং সকলেই নার্সিংহোমের দোতলার পূর্ব দিকের উইংয়ের একটি ঘরে অপেক্ষা করতাম। মমতার

কালীঘাট পাড়ার কিছু ছেলে, মুখে তাদের দিদির জন্য একরাশ আশঙ্কা নিয়ে, সেই ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতো। তারা নিশ্চিত ছিল যে, তাদের দিদি ২৫ দিন ধরে অনশন করেছেন। সেই অনশন যে রাতে স্যানডুইচ আর দিনে চকোলেট খেয়ে হয়েছে তা জানার কোন রাস্তা তাদের ছিল না।

বিজয় উপাধ্যায় খুব সকালে তাঁর চৌকি ছেড়ে উঠতেন, জে.এল. নেহরু রোড দিয়ে উল্টোদিকে হেঁটে যেতেন। ১ নম্বর চৌরঙ্গী রোডে চৌরঙ্গী হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট-এ বুক করা একটি ঘরে স্নান করতেন। সেখানে মধ্যাহ্নভোজনের পরিমাণে মহার্ঘ্য প্রাতরাশ সেরে আবার মঞ্চার পর্দা ওঠার আগে নিজের চৌকিতে তিনি ফিরে আসতেন। রাত ৯টা নাগাদ আবার পর্দা খাটানো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চুপচাপ বেরিয়ে যেতেন, রাস্তা পেরতেন, ঐ হোটেলে গিয়ে নৈশভোজ সারতেন। ২৫ দিনের অনশনের শেষে তাঁর একগ্রামও ওজন কমেনি। মমতাকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়ার পর তিনি স্নেহ মঞ্জু থেকে নেমে হেঁটে চলে যান, তারপর কিছুদিন তাঁকে আর কোথাও দেখা যায়নি।

কিন্তু মমতা নিজে এই রেকর্ড অনশনের দিনগুলিতে কী করছিলেন? তিনি প্রথম দু-তিন দিন লেবুর জল, গ্লুকোজ ইত্যাদি খেয়ে কাটান। কিন্তু সোনালি ময়দান থেকে সরে যাওয়ার পরই মমতাকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব গৌতম বসু (বেচারি ২০০৮ সালে মারা যান) গোপনে রাতের খাবার হিসেবে গোটা চার-পাঁচেক চিকেন বা চিজ স্যানডুইচ, নরম আলুভাজা ও ফিশ ফিঞ্জার ইত্যাদি এনে দিতেন ঝাউতলার ডালহোসী ইনস্টিটিউট থেকে। সৌজন্যে ডেরেক ও ব্রায়েন। মমতা ডেরেক ও ব্রায়েনকে রাজ্যসভার সাংসদ করে দিয়েছেন।

মমতা তাঁর বালিশের তলায় প্রচুর দামী চকোলেটও রেখে দিয়েছিলেন, যাতে প্রয়োজন বুঝলেই গোপনে সেগুলি মুখে ঢোকাতে পারেন। আমি ব্যাপারটি জানতে পারি যখন একদিন দুপুরে অমিতাভ ভট্টাচার্য তাঁর ছোট্ট মেয়েকে মঞ্চে নিয়ে আসেন। মমতা বাচ্চাটিকে ডেকে তার ছোট্ট হাতে একটি চকোলেট দেন। আমি বিষয়টি লক্ষ্য করি এবং সত্য জানতে পারি। রাতে স্যানডুইচ আর দিনে চকোলেট—এই হল তাঁর ২৫ দিনের অনশনের রহস্য। পারেনও বটে! মমতা যদি সত্যি সত্যি সিঁজুরের কৃষকদের জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করার ব্রত নিয়ে ২৬ দিন অনশন করতেন, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী হবার পর রাতারাতি তাঁর মুখোশ খুলে পড়ত না। মুখোশই থাকত না।

নয়

মমতার ভাইয়ের স্ত্রী ঝাঁসি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মহত্যা এবং
ভ্রোতি বসুকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাল গোলাপের তোড়া পাঠানো

মমতার দ্বিতীয় ভাই অসীম ওরফে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ঝাঁসি বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০-বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০২৬ ঠিকানার বাড়িতে ২০০৪ সালের
নবমী পূজার দিন, ২৪/২৫ অক্টোবর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ২০০৫
সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী তাঁর তখন বয়স হয়েছিল ৩০/৩২ বছর।

এ বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াতকারী এবং সেই সময় বিধায়ক থাকাকালীন মমতা
ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে আমি ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কিন্তু তথ্যের অধিকার আইন,
২০০৫ অনুযায়ী ১৫.১২.২০১১ তারিখে এ বিষয়ে তথ্য চেয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং
কলকাতা পুলিশকে চিঠি পাঠাতে গিয়ে আমি ভুল করে ঝাঁসির স্বামী হিসেবে মমতার
তৃতীয় ভাই অমিতের নাম লিখেছিলাম।

কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত বৃদ্ধ কমিশনার ১০.০১.১২ তারিখের এক চিঠিতে
আমাকে জানান যে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সব তথ্য পাওয়া গেলে
তখন তা জানানো হবে।

এরপর ১৪.০২.২০১২ তারিখের একটি চিঠিতে বৃদ্ধ কমিশনার সম্পূর্ণ
অপ্রয়োজনীয়ভাবে অমিতের প্রসঙ্গ তোলেন। সেই চিঠি পাওয়ার পর ২৪.০২.২০১২
তারিখে আমি অবিলম্বে তথ্য দাবি করে তাঁকে ফের একটি চিঠি দিই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ ১২.০৩.২০১২ তারিখে এক চিঠিতে তথ্যের অধিকার
আইনের ৮ (১) (জে) ধারার অজুহাত দেখিয়ে তথ্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করে।

আমি নিজে কলকাতা হাইকোর্টের একজন অ্যাডভোকেট হয়ে বুকতে পারি না যে,
কোন পুলিশ কেসের রেকর্ড প্রকাশ করলে তা কীভাবে “কোন ব্যক্তির গোপনীয়তার
অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশের কারণ” ঘটতে পারে। এই ৮ (১) (জে) ধারাতেই বলা আছে
যে, “বৃহত্তর জনস্বার্থে প্রয়োজন হলে এই তথ্য প্রকাশ করা যাবে। কলকাতা পুলিশ
নিম্নোক্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোপন নির্দেশে কাজ করছিল।”

মুখ্যমন্ত্রী তথ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুগত ভৃত্য পুলিশের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তর্কাতর্কি
করা বৃথা বৃক্ষে আমি ২০.০৩.২০১২ তারিখে রাজ্যের ইনফরমেশন কমিশনারের
কাছে আবেদন করি। সেই ভ্রমলোক তখন থেকে আজ পর্যন্ত বিষয়টি ফেলে রেখেছেন।
তাঁর সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে টানা হাঁচড়া করা বৃথা বলেই মনে হয়।

পুলিশের কাছে যে তথ্য আছে তা তারা স্বীকার করেছে। কিন্তু সেই তথ্য তারা সরকারিভাবে প্রকাশ করবে না কারণ তাহলে আইন মেনে চলা রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে—(যা তিনি আদর্শেই নন)—মমতার ভাবমূর্তি ধাক্কা খাবে।

আমি তাই সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুযায়ী কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করার কথা ভাবছি। সেটা সময় সাপেক্ষ। তাই আমি এখন ঠিক করছি যে, ২০০৪ সালে আত্মহত্যার সময় এবং পরবর্তীকালে যা তথ্য সংগ্রহ করেছি তা মানুষকে জানানো।

কাঁসির স্বামী অসীম ওরফে কালী মদ্যপ এবং তিনি নিজের জীবন প্রতি অবহেলা করতেন। তাঁদের আকাশ নামে একটি ছেলে ছিল, যে কয়েক মাস আগে একজন সং ও আইন পালনকারী ট্রান্সিক গার্ডকে মারধর করে খবরে আসে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে অসম্ভব তাড়াতড়ি তাকে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টে ছেড়ে দেয়। ফিরহাদ হাকিম অবশ্য তাঁর নেত্রীর উদাহরণ অনুসরণ করছিলেন—সেই নেত্রী, যিনি ভবানীপুর থানায় জগন্নাথী পূজার বিসর্জন মামলার ০৬.১১.২০১১ তারিখে কোনো পুলিশ অফিসারকে না জানিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে হেঁটে থানায় যান এবং থানার ইনস্পেক্টর ইন-চার্জকে নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া দুজন গুণ্ডাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান।

যাই হোক, চন্দন নামে এক বুকের সঙ্গে কাঁসির ঘনিষ্ঠতা হয়। চন্দন দিনির অন্যান্য অল্প সমর্থকদের মতোই হাওড়া বা দুগলী থেকে তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে আসত। কয়েকঘণ্টা গল্পগুজন করে এবং দিনির 'লর্ন' নিয়ে চলে যেত। দুর্ভাগ্যের বিষয় কাঁসি গর্ভবতী হয়ে পড়েন। চন্দন পালায়।

কাঁসি যখন আর তাঁর পরিবারের লোকদের অপমান সহ্য করতে পারছিলেন না তখন একদিন তিনি ঘরের ভেতর চুকে গলার দড়ি দেন।

ঠাণ্ডে আত্মহত্যার ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর কালীঘাট থানার পুলিশ 'অস্বাভাবিক মৃত্যুর' কেস নথিভুক্ত করে এবং আইন অনুযায়ী অনুসন্ধান ও মরনা তদন্তের জন্য মৃতদেহ নিয়ে যায়। মরনা তদন্তে নিশ্চিতভাবেই একজন বহিরাগতের মাধ্যমে কাঁসির গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ত। এর ফলে উদীয়মান রাজনৈতিক নেত্রী মমতা ও তাঁর পরিবারের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুপ্রভা তৎকালীন মেয়র জ্যোতি বসুর সঙ্গে কথা বলেন এবং সৌগত্যা, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কুম্ভান্দের ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেন। রাজনৈতিকভাবে কঁচা মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে রাজী হননি, কিন্তু পরে জ্যোতি বসু তাঁর সঙ্গে কথা বলার তিনি নরম হন। তিনি কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে দেন।

কালীঘাট থানার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো সুরতহাল অনুসন্ধান ও মরনাতদন্ত ছাড়াই মৃতদেহ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, যা আইনত শূন্যমাত্র সাল-ভিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট

৯৬ □ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে যেমন দেখেছি

বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা কোনো উচ্চতর বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই সম্ভব হতে পারে।

রাত ৯টা নাগাদ কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে মৃতদেহ সংস্কার করা হয়—মমতার ঘনিষ্ঠ ভূগমূলের বেশ কিছু নেতা-নেত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তখন থেকেই মমতা জ্যোতি বসুকে লাল গোলাপের তোড়া পাঠাতে শুরু করেন। জ্যোতি বসুর জন্মদিনে অথবা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কখনো মমতা নিজেকে গিয়ে, কখনো কোন বার্তাবহকের মাধ্যমে এই গোলাপের তোড়া পাঠাতেন।

তথ্যের অধিকার আইনে লেখকের পিটিশনসহ সমস্ত চিঠি এবং ২০০৫ সালের ভোটার তালিকা এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হল।

Electoral Roll -2005

Sl. No.	House No	Name of Elector	Relationship	Name Of Relation	Sex	Age	EPIC No
1	2	3	4	5	6	7	8
Section No2 (CONTD.).HARISH CHATTERJEE STREET Premises No.25 to 31/1D 700026							
855	30A	Nandu Mahato	Father	Ratan Mahato	M	45	
856	30A	Devendra Mahato	Father	Chandrika Mahato	M	35	HZG3103678
857	30A	Harinder Kumar Mahato	Father	Ranjivan Mahato	M	31	HZG3103595
858	30A	Hiralal Mahato	Father	Ranjivan Mahato	M	25	HZG3103603
859	30A	Nagendra Kumar Mahato	Father	Bachcha Mahato	M	30	HZG3103561
860	30A	Kanhaiya Kumar Mahato	Father	Bachcha Mahato	M	25	HZG3103579
861	30A	Munilal Mahato	Father	Daroga Mahato	M	29	
862	30A	Rajesh Mahato	Father	Daroga Mahato	M	26	
863	30A	Birud Mahato	Father	Jahand Mahato	M	28	
864	30A	Kiron Mahato	Husband	Rawindra Kr. Mahato	F	28	HZG3103710
865	30A	Modlal Mahato	Father	Rambahadur Mahato	M	25	HZG3103728
866	30A	Bidyabharati Mahato	Husband	Surendra Kr. Mahato	F	25	
867	30A	Harl Narayan Roy	Father	Rajeshwar Roy	M	55	WB/23/148/195455
868	30A	Bharat Roy	Father	Harl Narayan Roy	M	25	HZG1065184
869	30A	Shila Devi Roy	Husband	Harinarayan Roy	F	45	WB/23/148/195456
870	30A	Biswajit Samanta	Father	Asit Kr. Samanta	M	32	WB/23/148/198228
871	30A	Bula Samanta	Husband	Biswajit Samanta	F	27	
872	30B	Gayatri Banerjee	Husband	Promileswar Banerjee	F	73	WB/23/148/195457
873	30B	Mamata Banerjee	Father	Promileswar Banerjee	F	49	WB/23/148/195459
874	30B	Amit Banerjee (Mrs)	Father	Promileswar Banerjee	M	44	WB/23/148/195462
875	30B	Lata Banerjee	Husband	Amit Banerjee	F	37	WB/23/148/195463

876	30B	Samir Banerjee (সমির)	Father	Promileswar Banerjee	M	41	WB/23/148/195464
877	30B	Kajal Banerjee	Husband	Samir Banerjee	F	35	HZG1064716
878	30B	Subrata Banerjee (সুব্রত)	Father	Promileswar Banerjee	M	39	WB/23/148/195465
879	30B	Rina Banerjee	Husband	Subrata Banerjee	F	34	WB/23/148/195468
880	30B	Swapna Banerjee (স্বপ্না)	Father	Promileswar Banerjee	M	36	WB/23/148/195467
881	30B	Kalpana Banerjee	Husband	Swapna Banerjee	F	31	WB/23/148/195432
882	30B	Aji Banerjee (অজি)	Father	Pramileswar Banerjee	M	51	HZG3103751
883	30B	Chandana Banerjee	Husband	Aji Banerjee	F	42	WB/23/148/195458
884	30B	Arpita Banerjee	Father	Aji Banerjee	F	24	HZG3103769
885	30B	Ashim Banerjee (অশিম)	Father	Promileswar Banerjee	M	46	WB/23/148/195460
886	30B	Ashim Banerjee	Husband	Ashim Banerjee	F	31	WB/23/148/195461
887	30B	Malika Bauri	Father	Pancha Bauri	F	21	
888	30B	Ashoke Chatterjee	Father	Haran Chatterjee	M	58	
889	30B	Aloke Chatterjee	Father	Ashoke Chatterjee	M	31	
890	30B	Sanjay Chatterjee	Father	Ashoke Chatterjee	M	28	WB/23/148/195468
891	30B	Sikha Goon	Husband	Shibankar Goon	F	40	WB/23/148/195734
892	30B	Subasis Goon	Father	Shibankar Goon	M	22	
893	30B	Babul Majhi	Father	Manmohan Majhi	M	40	WB/23/148/195470
894	30B	Arati Majhi	Husband	Babul Majhi	F	36	WB/23/148/195471
895	30B	Debasish Majhi	Father	Babul Majhi	M	19	
896	30B	Anandendu Pakhira	Father	Madan Mohan Pakhira	M	30	HZG3104528
897	30B	Jayram Roy	Father	Gorakh Roy	M	42	
898	30B	Thakur Yadav	Father	Bansha Yadav	M	66	
899	30B	Birbal Roy	Father	Ruplal Roy	M	58	
900	30B	Sudama Yadav	Father	Satyanarayan Yadav	M	58	



পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বঙ্গাল WEST BENGAL

51AA 999944

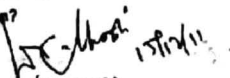
By Speed Post with A/D

Information wanted under the RTI Act

The General Public Information Officer,
Kolkata Police,
Lalbazar,
Kolkata - 700 001.

Date: 15.12.2011.

- Q.No. 1 Was there any unnatural death by hanging or otherwise of a woman with surname "Banerjee", husband's name - Anil Banerjee (?), at 30B, Harish Chatterjee Street, under P.S. Kalighat in 2003 or 2004?
- Q.No. 2 If so, was a case of unnatural death registered at the P.S.?
- Q.No. 3 If yes, please give the u/d case no. and the details noted.
- Q.No. 4 If so, whether postmortem of the body was done? Please give details of the postmortem report.
- Q.No. 5 If no postmortem was done, what were the reasons therefor?
- Q.No. 6 Please give name and details of the authority who permitted burning of the body without any postmortem. What reasons were given for such an order?
- Q.No. 7 What was the name of this unfortunate woman?


(D.K. Ghosh)
128A, Kanungo Park,
Garia, Kolkata - 700084.



Government of West Bengal
Office of the Commissioner of Police, Kolkata,
Report (RTI) Section,
18, Lalbazar Street, Kolkata-700 001.

Memo No. 773/RTI /RPT-RTI

Dated 10/01/12

From : The Jt. Commissioner of Police (A), Kolkata
& State Public Information Officer,
Kolkata Police.

To : Shri D.K. Ghosh,
128A, Kanungo Park,
Central Kolkata - 71.

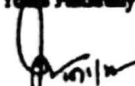
Sub: Information sought for under RTI Act, 2005.

Sir/Madam,

With reference to your petition dated 15/12/11 It is to inform that your petition on the above subject has been received by this office on 26/12/11 and the undersigned has already taken due initiatives to obtain the information as sought for from the concerned office/section. Once it is received the same shall be furnished to you.

It is also to apprise you that you did not follow the mandate of Application Fee amounting Rs. 10/- (ten) in the form of IPO/DD/Court Fee Stamp etc. prescribed under the RTI Act, 2005. However, you are requested to follow the same and apply afresh to get the desired information.

Yours Faithfully


Jt. Commissioner of Police (A) Kolkata
&
SPIO, Kolkata Police.



Government of West Bengal
Office of the Commissioner of Police, Kolkata,
Report (RTI) Section,
18, Lalkazar Street, Kolkata-700 001.

RTI-RTI-Encls

Dated: _____

14/02/12

1. To: H. Commissioner of Police (A), Kolkata
& State Public Information Officer,
Kolkata Police
2. Shri Anant Kumar
18, Lalkazar Street,
Kolkata


Sub: Written Notice U/S 11 of the RTI Act, 2005

Sir,

I am enclosing herewith the RTI portion of Shri D. K. Ghosh as the petitioner. It is requested to disclose the information as sought for. If it is not possible, your representation is needed in writing whether the information sought is or is not disclosed or not to the petitioner and if not, give the explanation. It is requested to inform the third party of the petition as the same is related with

It is requested to reply within (fifteen) days from the date of receipt of this notice.


Yours faithfully,


H. Commissioner of Police (A), Kolkata
SPHQ, Kolkata Police

Reference: 3863 RTI-RTI
14/02/12

Dated: 14/02/12

To: Shri D. K. Ghosh of 18, Lalkazar Street, Kolkata-700 001


H. Commissioner of Police (A), Kolkata
SPHQ, Kolkata Police

BY SPEED POST WITH A/D.

Date : 24.02.2012

To
The Jt. Commissioner of Police (A), Kolkata
& State Public Information Officer,
Kolkata Police.

Sir,


Please refer to your memo no. $\frac{3863}{R-67/12}$ / RPT+RTI Dated 14/02/2012
(copy enclosed). I enclose a copy of Part No. 45 of the 148-Alipore Assembly
Constituency - Electoral Roll - 2005. You may kindly see that Sl. No. 886 -
Jhansi Banerjee, who committed suicide was the wife of Sl. No. 885 - Ashim
Banerjee and not of Sl. No. 874 Amit Banerjee.

Since, the original RTI Letter sent by me is not readily available, I am
sorry if I have inadvertently mentioned the name of Shri Amit Banerjee as the
husband of the deceased. This may kindly be rechecked and action taken
accordingly.

I hope, I will get the requisite information without delay, since under
the RTI Act, no such permission of the husband of the deceased is required.

Thanks.

Yours faithfully,


(DIPAK KUMAR GHOSH) 24/2
128A, Kanungo Park
P.O. Garia
Kolkata - 700084

Dipak Kumar Ghosh IAS (Retd.)
Ex-MLA (1990-2001, 2001-2006)

128-A, Kanungo Park, Garia,
Kolkata - 700064.
Phone: 2430-4712
Mobile: 9477001638

Date : 21.03.2012.

BY SPEED POST

To :
The Jt. Commissioner of Police (A), Kolkata
& State Public Information Officer,
Kolkata Police, Lalbazar,
Kolkata - 700 001.

Sub: Information sought for under the RTI Act, 2005 - reg. the U/D Case registered by Kalighat P.S. reg. the suicide by hanging case of Smt. Jhansi Banerji, wife of Shri Ashim Banerji of 30B, Harish Chatterjee Street, Kolkata - 700026, on or around 24/25 Oct., 2004, the day of the Navami Durga Puja and release of the body without any inquest and post mortem as required under the law.

Ref: Your (1) Memo (which should be a Letter as per official procedure) No. 773/AKC/RPT+RTI, dated 10.01.2012 acknowledging receipt of my RTI Application and promising reply after collecting all the information, wrongly addressed; (2) Your Memo No. R-67/12/RPT+RTI+Enclo., dated 14.02.2012 to Shri Amit Banerji in place of Jhansi Banerji's husband Shri Ashim Banerji and (3) my Letter No. Nil, dated 24.02.2012 to you in connection with my RTI application, dated 15.12.2011 correcting the name of the husband of the deceased woman.

Sir,

Please refer to above (copies enclosed for ready reference). I have not yet received replies to my 7 (seven) queries contained in my RTI Application dated 14.12.2011.

It seems, you are willfully delaying the replies as per secret direction of the Chief Minister.

Please furnish detailed correct and truthful replies to my RTI queries within the next 7 (seven) days, otherwise I shall be compelled to take legal action against you.

Thanks.

Yours sincerely,

S/-

(DIPAK KUMAR GHOSH)

Contd...P/2.

11 2 11

By Speed Post

Copy with copies of enclosures forwarded to Shri S. K. Sarkar, IPS (Retd.) and Chief Information Officer, West Bengal U/S 7(1) of the RTI Act as many more than 30 days have already elapsed since receipt of my RTI Application by the Jt. Commissioner (A), Kolkata Police and State Public Information, Kolkata Police for information and necessary action as per law without waiting for any signal from the Chief Minister.

Date : 21.03.2012.

Sd/-

(DIPAK KUMAR GHOSH)

By Speed Post

Copy with copies of enclosures forwarded to the Chief Minister via the Chief Secretary and the Home Secretary for giving the green signal to the Kolkata Police and the CIC, West Bengal for taking prompt action as per law.

Date : 21.03.2012.

h.c. Ghosh. 21.03.2012
(DIPAK KUMAR GHOSH)

RTI URGENT



Government of West Bengal
Office of the Commissioner of Police, Kolkata,
Report (RTI) Section,
18, Lalbazar Street, Kolkata-700 001.

Memo No. 6018 / RPT+RTI
R-67/12

Dated 12.3.12

From: The Jt. Commissioner of Police (A), Kolkata
& State Public Information Officer,
Kolkata Police.

To: Shri Dipak Kumar Ghosh,
128A, Kanungo Park,
Garia,
Kolkata-700084

Subj: Written Notice U/S 11 of the RTI Act, 2005.

Dear Sir,

With regards to your petition dated 24.02.2012 received on 01.03.2012 under Right to Information Act, 2005, it is brought to your kind notice that the information sought for by you is exempt from disclosure as contained under Clause (j) of Sub Section (1) of Section 8 of the Right to Information Act, 2005 in view of the fact that the larger public interest is not justified in disclosure of the information sought for.

Yours faithfully,

12.3.12

Jt. Commissioner of Police (A), Kolkata
&
SPIO, Kolkata Police.

Tapas Kumar Ghosh MS (Med)
Ex-MLA (1999-2001, 2001-2006)

128-A, Kanungo Park, Garia,
Kolkata - 700084.
Phone: 2420-4712
Mobile: 9477001630

By Speed Post

Date : 03.04.2012.

To :
Shri S. K. Sarkar, IPS (Retd.),
Chief Information Commissioner, W. Bengal,
2nd Floor, Bhabani Bhaban, Alipore,
Kolkata - 700 027.

Sub: Appeal under section 18(1) of the RTI Act, 2005 - Refusal to provide information by Kolkata Police quoting Sec. 8(1)(g) of the Act.

Sir,

I enclose copies of the following papers for your information :

1. My RTI Application, dated 15.12.2001 to the SPIO, Kolkata Police reg. an U/D Case of Kalighat P.S. in October, 2004.
2. The receipt No. 773/AKC/RPT+RTI, dated 10.01.12 of the Kolkata Police. In this Memo it has been assured that the information would be furnished as soon as collected for which initiatives had been taken.
3. The Memo No. R - 3863/67/12/RPT+RTI + Enclo., dated 14.02.2012 of the Kolkata Police - endorsing to me a copy of the letter written to Amit Banerji calling for objection, if any against disclosure of the information.
4. My Letter, dated 24.02.2012 to the Kolkata Police informing them of the correct name of the woman, who committed suicide and her husband Ashim's name enclosing a copy of the concerned Voter List of 2005 and claiming that no such permission of the husband was required under the law, and
5. Memo No. 6018/R-67/12/RPT+RTI, dated 12.3.2012 of the Kolkata Police refusing to disclose the information wanted in my original RTI Application quoting Sec. 8(1)(g) of the Act.

Now, I file this appeal against this latest decision of the Kolkata Police which is wholly erroneous and unlawful.

Contd...P/2

- 2 -

My original RTI application wanted information about a U/D case registered by the Kolkata Police on or around 24th/25th October, 2004, the Navami Durga Puja Day

Any case registered by the police is a public document and is legally liable to be made public, under the RTI Act and even without it, specially when it involves the case of hanging by suicide of a member of the joint family of a public figure like Mamata Banerjee, as she was an M.P. at that time. The common people have the fundamental right to know the detailed facts including reasons for a young woman of that joint family taking such an extreme step to end her life. I have reasons to strongly doubt that it was by no means (i) an "ordinary suicide case", (ii) "the family members forced her to take such an extreme step to end her life to save family honour as she had got involved in an extra-marital relationship with an outsider and had become pregnant. No "inquest" or "post-mortem", as required under the law, was held and no magisterial order was obtained to hand over the body to the relatives without observing this legal formalities, as if inquest and post-mortem was done, the fact of her pregnancy could not be suppressed.

The body was burnt in Keoratala Cremation ground in a hush hush manner in the night.

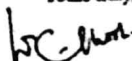
Hence, the refusal of the Kolkata Police to disclose the contents of the recorded public document of the Police Station wrongly taking recourse to Sec. 8(T)(i) is not tenable.

In the above circumstances, I file this appeal under section 18(1) of the RTI Act, 2005 for rejecting the objection of the Kolkata Police and direct them to give complete correct replies to my RTI questions.

I pray for a personal hearing in the matter at an early date.

Thanks.

Yours truly,


(DIPAK KUMAR GHOSH) 03.04.2012.

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবরত্ন সভা

প্রাচীন যুগের সম্রাট বিক্রমাদিত্যের একটি জাদু সিংহাসন ছিল, যার উপরে বসে তিনি প্রতিশ্বেদ্রে সঠিক রায় দিতেন। তাঁর একটি নবরত্ন সভা ছিল। গুপ্ত বংশের সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধি নিয়েছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রণীদের নিয়ে তাঁরও একটি নবরত্ন সভা ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট আকবরেরও নবরত্ন সভা ছিল, তাতে ছিলেন বীরবল, টোডরমল, আবুল ফজল, ফৌজি, তানসেন, মানসিংহের মতো ব্যক্তিত্ব। এঁরা সকলেই দেশের সর্বোচ্চ মেধার অধিকারী ছিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ক্যাবিনেট তৈরি করার ক্ষেত্রে ও দপ্তর বরাদ্দের ক্ষেত্রে মেধা, অভিজ্ঞতা বা দলের প্রতি আনুগত্য দেখেননি। তিনি খেয়াল খুশি মতো কাজ করেছেন। যেমন মন্ত্রী হবার জন্য সরকার থেকে বাঁকুড়ার বিধায়ক প্রয়াত কাশীনাথ মিশ্রকে চিঠি পাঠানো হয়। তিনি রাজভবনে যান। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁকে জানানো হয় যে, তাঁর জায়গায় বিষ্ণুপুরের শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়কে মন্ত্রী করা হচ্ছে। কাশীবাবু বহুদিন কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন। তিনি একদম প্রথম থেকে ২০০১ সালে তৃণমূলের বিধায়ক হয়ে দলে ছিলেন। শ্যামাপদ মাত্র বছর খানেক আগে দলে যোগ দিয়েছেন। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় কাশীবাবু দুঃখে ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল, সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। মমতার খেয়ালখুশিই তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটিয়েছে।

মমতা কীভাবে তাঁর মন্ত্রীসভার জন্য এই বাছাইগুলি করতে পারেন—

(১) রামপুরহাট থেকে তিনবারের বিধায়ক অধ্যাপক আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলে বোলপুরের একবারের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহ।

(২) পটাশপুরের বিধায়ক সমবায় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় করের বদলে দুর্নীতির জন্য সুপরিচিত তমলুকের বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র,

(৩) কোচবিহারে যিনি একা হাতে দলকে দাঁড় করিয়েছেন সেই রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বদলে দলে নতুন আসা হিতেন বর্মন,

(৪) পুন্ডরীকাক্ষ ওরফে নন্দ সাহা অথবা কল্লোল খান, যারা দুজনেই ২০০১, ২০০৬ ও ২০১১ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন—নন্দ পাঁচ বছর নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যানও ছিলেন—তাঁদের বদলে নদীয়ার প্রথমবারের বিধায়ক উজ্জ্বল সাহা।

তাঁর নিয়মগুলি কী? উচ্চশিক্ষা দপ্তরে রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের বদলে ব্রাত্য বসুকে

কীভাবে বেছে নেওয়া হল? আমি ব্রাত্যর কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে শুনছি যে অনুমতি না নিয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি-র জন্য নথিভুক্ত করানোয় কিছুদিনের মধ্যেই ব্রাত্যকে চার্জশিট দেওয়ার কথা ছিল। সিঙ্গুরের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যর কাছ থেকে স্কুল শিক্ষা দপ্তর কেড়ে নিয়ে তাঁকে কৃষিমন্ত্রক দেওয়া হল কেন? এরকম আরো অনেক উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় যে মমতা যুক্তি দিয়ে নয়, খেয়ালখুশি মেনে কাজ করেছেন, এবং এখনো করছেন।

মুকুল রায়, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী

(১) মমতার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যেও সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ মুকুল রায়, যিনি রোজ মধ্যরাত পার করেও মমতার বাড়িতে থেকে যেতে পারেন। সূরত মুখোপাধ্যায় (২০০০-২০০৫) এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের চিরকালের সভাপতি সূরত বক্সী অনেকবার বলেছেন যে গভীর রাতে তাঁদের উপস্থিতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তারপর তাঁরা যখন চলে গেছেন তখন মধ্যরাতের পর মুকুলের সঙ্গে আলোচনা করে সেইসব সিদ্ধান্ত পালটে ফেলা হয়েছে।

২০০৬ সালে যখন তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যসভায় একটিই আসন পেতে পারত তখন সকলেই ভেবেছিলেন যে ঐ আসনে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় বরাবরের সিপিএমের চরম বিরোধী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনয়ন দেওয়া হবে। মমতা তখন পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাতে মুকুল, সূরত আর পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেন। দুঃখের বিষয় পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে বুবি হসপিটালে ভর্তি করা হয়। ষড়যন্ত্রটি ছিল (১) মুকুলকে রাজ্যসভায় পাঠানো, (২) যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকার অধিগৃহীত অ্যান্ড্রু ইউল কোং-এর চাকরিতে থাকাকালীন মমতার পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁকে বিরোধী দলনেতা করা এবং (৩) সূরত বক্সীর জয়-নিশ্চিত যেখানে সেই চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রে পাঠানো, যেখানকার বিধায়ক সূরত মুখোপাধ্যায় ততদিনে দল ছেড়ে দিয়েছেন, কারণ সূরত বক্সী তাঁর পূর্ব বিশ্বপুুর কেন্দ্রে দাঁড়ালে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হওয়ার ফলে অবধারিতভাবে হারতেন, তাছাড়া নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রতি ক্রমাগত অবহেলা করায় সেখানে তাঁর জনপ্রিয়তাও কিছু ছিল না। গোটা ঘটনা বিশেষ করে মমতা ব্যানার্জির ষিচারিতায় এবং মুকুলের মতো আকাট মূর্খ ও চোরকে টিকিট দেওয়ায় পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত খারাপ লেগেছিল যে তিনি ২০০৬ সালে তাঁর নিজের টালিগঞ্জ আসনে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর আসনটি অরুণ বিশ্বাসকে উপহার দিয়েছেন। অরুণ বিশ্বাস ২০০৬ সালে মাত্র ৫০০ ভোটের ব্যবধানে কোনোমতে ঐ আসনে জেতেন, যেখানে পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়ের ব্যবধান ছিল ৫০০০ ভোটের বেশি।

মুকুল ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জগদল কেন্দ্রে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ

হয়েছিলেন। ২০০৬ সালে তিনি সহজেই রাজ্যসভার সদস্য হয়ে গেলেন। তিনি রাজ্যসভায় যে প্রশ্নগুলি করতেন তা আমাকেই তৈরি করে দিতে হত। মমতা যখন এনডিএ সরকারের রেলমন্ত্রী ছিলেন (অক্টোবর, ১৯৯৯—মার্চ, ২০০১) তখন তাঁর কথায় মুকুলকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র বোর্ডে মনোনীত করা হয়। সেই সময় ঋণ পাওয়ার অযোগ্য এমন অনেকের ঋণ মুকুল মঞ্জুর করিয়ে দেন, প্রতি ক্ষেত্রে তিনি ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কাটমানি পান। এই ঋণগুলির বেশিরভাগই ব্যাঙ্কের পক্ষে আর উদ্ভার করা সম্ভব হয়নি। মুকুল কাঁচড়াপাড়ায় তাঁর ভাড়াচোরা বাড়ি সারিয়ে তাকে সবরকম আধুনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন প্রাসাদ করে তোলেন এবং সেখানে বিলাসবহুল জীবন কাটাতে থাকেন। তিনি তাঁর ছেলে শুব্রাংশুকে এক বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢোকানোর জন্য বিরাট অঙ্কের টাকা ডোনেশন দেন।

মহিলাসঙ্গ করার ব্যাপারেও তাঁর নামডাক আছে। দাঁতনের এক গ্রামের একটি ছেলেকে তিনি ব্যক্তিগত সহচর হিসেবে রাখেন, তাঁকে রাখতে হয় কারণ ছেলেরিদিদির সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন, ১৯৯৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়।

২০০৭ সালে একবার তৃণমূল ভবনের উপরতলায় মহিলাসঙ্গ করার সময় তিনি হাতেনাতে ধরা পড়েন। ঐ উপরতলাটি তখন কিছু নেতার রাতে থাকার জায়গা ছিল। মমতা তখন ঐ তলাটি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন, যাতে রাতে সেখানে কেউ থাকতে না পারে। মমতা আমাকে বলেন মুকুলের জায়গায় সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদে আসতে এবং মুকুলের থেকে সব ফাইল নিয়ে নিতে। কিন্তু আমি অনেক বেশি জানতাম, আমি পার্টিতে অনেক বছর কাটিয়েছি এবং দলের চেয়ারপার্সন মমতা ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুলের সমস্ত জবুরি চিঠির খসড়া করেছি, কারণ দুজনের কেউই ইংরেজিতে চিঠি লিখতে পারতেন না। আমি মুকুলের থেকে ফাইল নেওয়ার প্রক্রিয়ায় দেরি করতে লাগলাম। মুকুল ততদিনে কলকাতা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই ‘মমতা প্রিয় মুকুলের’ মহিলাসঙ্গের কথা ভুলে যাওয়া হল এবং তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হল। মুকুল আবার নিজের জায়গার বহাল হলেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। দীনেশ ত্রিবেদীকে সরিয়ে মুকুলকে রেলমন্ত্রকের ‘সোনার কেদা’ দেওয়া হয়েছে, যে বিষয়টিকে প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে ‘দুঃখজনক’ বলেছেন।

মুকুল তাঁর ইঞ্জিনিয়ার ছেলেকে প্রথমে ২০১০ সালে কাঁচড়াপাড়া পুরসভার পৌরপিতা এবং তারপর ২০১১ সালে বিধায়ক করেন। এখন ঐ যুবকটি কাঁচড়াপাড়া ও তার আশেপাশের বিরাট এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি। ইতিমধ্যেই সে মাফিয়া এবং তোলাবাজ হিসেবে যথেষ্টই কুখ্যাত। তার বাবা রেলমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার ভাগ্য আরো সুপ্রসন্ন হয়েছে, সে ঐ অঞ্চলে রেলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ এবং ঐ অঞ্চলে প্রতিশ্রুত রেলের কারখানায় নিয়োগের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে।

মুকুল এখন তৃণমূল কংগ্রেসে দ্বিতীয় সর্বাধিক ক্ষমতাবান ও অর্থবান ব্যক্তি।

(২) সুব্রত বক্সী

প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত সভাপতি, মমতার একান্ত অনুগত এই সাংসদ, তিনি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের প্রাক্তন কম্পিউটার অপারেটর এবং তিনি থাকেন মমতার বাড়ি থেকে হাঁটা দূরত্বে। তিনি আজ পর্যন্ত কখনো নিজে প্রদেশ কমিটির কোনো মিটিং ডাকেননি। যখনই মমতার আদেশে কোনো মিটিং হয়েছে তিনি প্রথমে মমতাকে উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তারপরই মিটিং পরিচালনার জন্য মাইক মমতার হাতে তুলে দিয়েছেন, যে মিটিংয়ের পুরোটাই একতরফা ব্যাপার। যেখানে মমতা বলবেন আর বাকিরা শুনবেন। সুব্রত বক্সী যে কাজটি প্রত্যেক মিটিংয়ে মন দিয়ে করেন, তা হলো চা আর টিফিনের প্যাকেট বিতরণের ব্যাপারটা দেখভাল করা।

তিনি হয়তো ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত নন, কিন্তু সমস্ত ছোটোখাটো নেতাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত রুঢ়।

এই মুকুল আর সুব্রত মমতার সবচেয়ে অনুগত ভৃত্য, তাঁরা কখনো কোনো প্রশ্ন না করে মমতার প্রতিটি আদেশ পালন করেন।

পার্শ্ব চট্টোপাধ্যায়, শিল্পমন্ত্রী

(৩) অ্যাড্ভু ইউল অ্যান্ড কোম্পানির প্রাক্তন জনসংযোগ আধিকারিক পার্শ্ব চট্টোপাধ্যায়ের চাকরি যায় চাকরি ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম বহির্ভূত কাজের জন্য। আমাকে এই তথ্য জানান একজন প্রাক্তন আইপিএস যিনি ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের মাস কয়েক আগে তৃণমূলে যোগ দেন। কিন্তু পার্শ্ব ঘোষণা করেন যে তিনি তাঁর এক লাখ টাকার চাকরি ছেড়েছেন মানুষের সেবা করার জন্য, অবশ্য মমতার আশ্রয় একজন সেবক রূপে। ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি যেখানে জয় নিশ্চিত সেই বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের টিকিট পান। মমতা বেশিরভাগ সময় তাঁকে ‘মোটা’ বলে ডাকেন। একদিন সম্ভেবেলা মমতার অফিসে মমতার প্রতিবেশী এবং একজন সত্যিকারের সৎলোক বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ পার্শ্বকে সপাটে চড় মারেন। পার্শ্ব কঁদতে কঁদতে সেখান থেকে চলে যান। আধঘণ্টা পর বাড়ি ফিরে তিনি তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের সামনে ভেঙে পড়েন, তিনি শপথ গ্রহণ করেন যে তৃণমূল অফিসে আর কখনো যাবেন না। কিছুক্ষণ পর তাঁর স্ত্রী বেশ ক্রুদ্ধভাবে মমতার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন, তিনি জানান যে তাঁর স্বামী চিরতরে দল ছেড়ে দিচ্ছেন। কিছুদিন পর তিনি আবার ফিরে আসেন এবং তাঁর ‘মোটা’ তাঁর কাছে ফিরে আসায় মমতা খুশি হন।

পার্শ্ব বলে থাকেন যে, তিনি একজন ম্যানেজমেন্ট গুরু। তিনি পিএইচডি ডিগ্রি পেতে উৎসুক এবং বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সিপিএমের এক অধ্যাপকের অধীনে কাজ করছেন। আমরা সবাই আশা রাখি তিনি তাঁর ইঙ্গিত পিএইচডি ডিগ্রি

পাবেন, যে ভিত্তি তাঁর নেত্রী একসময় কোনো মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেরেছেন বলে ভুলো দাবি করেছিলেন। চারিদিকে তাঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম দিয়ে পোস্টার দেখা গিয়েছিল। জ্যোতি বসু বিবৃতি দিয়েছিলেন যে পৃথিবীর কোথাও এই নামে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই, তাতে সেই বেলুন ফেটে গিয়েছিল। মমতা ঠাট্টার বিষয় হয়ে উঠেছিলেন, যদিও তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে তিনি ডিস্ট্যান্ট এডুকেশনে বা 'ডাকবোর্সে' পিএইচডি ভিত্তি পেরেছেন এবং কিছু লোক তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের দেওয়ান থেকে দ্রুত সেইসব পোস্টার উধাও হয়ে যায়।

পার্শ্ব নিয়মিত নতুন-নতুন রঙের পাঞ্জাবি পাবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় পুরো একদফা মমতার শিল্পমন্ত্রী থেকে তিনি কোনো নতুন শিল্প আনতে পারেননি। তিনি হলদিয়া পোট্রোকেমিক্যাল লিমিটেডের চেয়ারম্যানও বাটে, বা সম্ভবতঃ পুরোপুরি আইনী নয়। তাঁর আমলে বম্ব পুরোনো সম্ভাবনাময় একটি কারখানাও খোলেনি।

(৪) সূত্রত মুখোপাধ্যায়

প্রথম কংগ্রেস নেতা যাকে মমতা নকশিহরের (১৯৯২) দশকের শুরুর দিকে তরমুজ বলেন—তরমুজ অর্থে সিপিএমের সঙ্গে সব সময় গোপন বোঝাপড়া আছে এমন কংগ্রেস রাজনীতিক। তরমুজ বাইরে থেকে শক্ত আর সবুজ, কিন্তু কাটলে দেখা যায় ভেতরটা লাল আর রসালো। সূত্রত মুখোপাধ্যায় ২০০০ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের মেয়র থাকাকালীন কংগ্রেসি বিধায়ক পদ এবং পশ্চিমবঙ্গ আইএনটিইউসি-র সভাপতি পদ ধরে রেখে রেকর্ড করেন। ২০০১ সালে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে চৌরঙ্গি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হন, কিন্তু তাঁর আইএনটিইউসি-র সভাপতি পদ ধরে রাখেন। তিনি, বলা বাহুল্য, রেলমন্ত্রী মমতার আদেশে, রেলে তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন খোলার প্রক্রিয়া বন্ধ রাখেন।

মমতা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি ২০০৫ সালে আর তাঁর 'সুসংবাদকে'—(তিনি 'সূত্রতদা' কথাটা ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না।) মেয়র করবেন না। তাঁরা নিজেদেরকে পরস্পরের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। শেষমেষ সূত্রতদা ২০০৫-এর পুরসভা ভোটে লড়তে আলাদা দল তৈরি করলেন। ভোট ভাগাভাগিতে ফলাফল কী হবে তা সবাই বুঝতে পেরেছিলেন। আমি বারবার দুজনকে মিটমাট করে নিতে অনুরোধ করি। শেষ পর্যন্ত ১৪১ টি আসনের মধ্যে থেকে ১০টি আসন বেছে নেই, যার মধ্যে ৫টি করে আসন দুজনের প্রত্যেকে প্রার্থী তুলে নেবেন। এ বিষয়ে শেষ চিঠি দিই ১৫.০৫.২০০৫ তারিখে। সূত্রত রাজি হয়ে যান। কিন্তু মমতা তাঁর অবস্থানে অনড় থাকেন। সিপিএম বিরোধী ভোট ভাগাভাগি হওয়ায় এই দশটি আসনেই বামফ্রন্টের কাছে হারতে হয়। বামফ্রন্ট ৭৫টি আসন পায়, আর সম্মিলিত বিরোধীপক্ষ পায় ৬৫টি আসন। এই দুজন নেতা-নেত্রী

বুগড়া না করলে বামফ্রন্ট আবার কলকাতা পুরসভা দখল করতে পারত না এবং পরবর্তী পাঁচ বছরে আরো হাজার কোটি টাকা পকেটে পুরতে পারত না। আমি সিপিএমের মেয়র ও তাঁর মেয়র পারিষদের বিরোধীপক্ষের চার্জশিটের বনড়া তৈরি করি। বিরোধী দলনেতা জাভেদ খান ও বিরোধী পক্ষের পৌরপিতারা অবশ্য এই চার্জশিট নিয়ে অনেক হেঁচকি করতেন। এরপর সূত্রত মুখোপাধ্যায় সিঙ্গুরে একবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঞ্চে উঠলে তাঁকে হেনস্থা করা হয়, প্রায় নিগ্রহও করা হয়। তিনি শেষ মুহূর্তের আগে তৃণমূল কংগ্রেসে আর বোগ দেননি। তিনি যখন দেখলেন যে তিনি আর কংগ্রেসের টিকিট পাবেন না, তখন তিনি কের মমতার পারে পড়লেন। এখন তো মনে হচ্ছে তিনি মমতার পরেই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখা, আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়া এবং এমনকী প্রয়াত সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সরকারেও প্রকাশ্য দুর্নীতির জন্য সূত্রত মুখোপাধ্যায় সুপরিচিত। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় তাঁর কয়েকজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করার জন্য যখন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ওরাফুকে নিয়োগ করেন তখন সূত্রত বলেছিলেন যে তিনি ওরাফুকে মেয়ে বাচ্চু করে দেবেন। তিনি মেয়র হিসেবেও দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন এবং দলের ভেতরেও দলকে কোনো লুটের ভাগ না দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত।

(৫) শ্রী মণীশ গুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত আইএস—একজন আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। ভিজিল্যান্স কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির ৭টি অভিযোগ এনেছে, বার মধ্যে আছে সিউড়ি থেকে তাঁর বদলি হওয়ার সময় সেখানকার জেলাশাসকের বাংলা থেকে আসবাবপত্র, কার্পেট, দেওয়ালে লাগানো আয়না ইত্যাদি ১১টি সরকারি জিনিসপত্র সরানো। তিনি যখন নিজের সপক্ষে বলেন যে তিনি সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য জিনিসপত্র গোছানোর কাজ করতে পারেননি, তখন ভিজিল্যান্স কমিশন জানায় তিনি কী করে এত ব্যস্ত থাকতে পারেন যে যখন তাঁর লোকেরা দেওয়াল থেকে দুটি আয়না খুলে নিচ্ছিল তখন তাদের আটকাতে পারেননি?

তিনি একজনকে পিস্তলের লাইসেন্স দিয়ে তাকে নিজের পুরনো পিস্তল কিনতে বাধ্য করেন—যে পিস্তলের গুলি এখন এদেশে পাওয়াই যায় না। তিনি সরকারি গাড়ি, সরকারি টেলিফোন এবং আরো বহু কিছু অপব্যবহার করেছেন। ভিজিল্যান্স কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে সরকারি বিধি এবং আর্থিক নিয়মানুসার না মানার জন্য তাঁকে কড়া ভাষায় চিঠি দেন।

তবে তাঁর একজন পরম বন্ধু ছিলেন, যিনি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুরও বাম্বা ছিলেন। তিনিই মণীশ গুপ্তকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন। মণীশ গুপ্ত সমস্ত সরকারি দেনা মিটিয়ে দিলেন এবং জ্যোতি বসু তাঁকে কোনো সরকারি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ থেকে ছাড় দিলেন।

আলিপুর ট্রেনারিতে তহবিল তহরুপের মামলার বিচার বিভাগীয় দলিলপত্রে দেখা যাচ্ছে যে যখন মণীশ গুপ্ত ১৯৮১ সালে চব্বিশ পরগণার জেলাশাসক হয়ে আসেন তখন তাঁর বাংলায় তাঁর নৈশভোজ, হুইস্কি ইত্যাদির খরচ মেটানোর জন্য এক লক্ষ

টাকা বেআইনীভাবে খরচ করা হয়েছিল। তিনি কোনো কারণ না দেখিয়ে সাময়িকভাবে ১৫,০০০ টাকা আগাম নিয়েছিলেন এবং সেই টাকা আর ফেরত দেননি। তাঁর কোনো শাস্তি হয়নি—সৌজন্যে তাঁর সেই বান্ধবী। কিন্তু দুজন কেরানি এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিরুপম মণ্ডলের ৪ থেকে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা হয়।

তাঁর সেই বান্ধবীর সৌজন্যেই তিনি আমার মতো অধমকে টপকে স্বরাষ্ট্র সচিব হন। এরপর তিনি মুখ্য সচিব হন। তিনি যখন অবসর নেন ততদিনে জ্যোতি বসু আর নেই, তিনিও অন্য কোনো মুখ্য সচিবের মতো অবসর পরবর্তী কোনো পোস্টিং পাননি কেননা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব এই চোরটিকে ভয়ংকর অপছন্দ করতেন।

তিনি কিছু শিল্পগোষ্ঠীর কনসালট্যান্ট হয়ে যান। একথা জানা যাচ্ছে যে যাদবপুর থেকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর টিকিট পাওয়ার জন্য তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৮০ লক্ষ টাকা দেন। তিনি জানেন যে বিদ্যুতের মতো দপ্তরের মন্ত্রী হয়ে তিনি খুব দ্রুত এর দশগুণ আয় করতে পারবেন। তিনি সন্টলেস ও রাজারহাটেও জমি নিয়েছেন সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে, কেননা তিনি কলকাতার অভিজাত এলাকায় তাঁর স্বশ্রুরের দেওয়া তাঁর জমির বাড়িতেই থাকেন।

(৬) হায়দার আজিজ সফি, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার—নিজের দপ্তর সম্পর্কে কোনো ধারণা ছাড়াই সমবায় মন্ত্রী হয়ে গেছেন। ভিজিল্যান্স কমিশন যখন তাঁর বিরুদ্ধে আয়ের উৎসের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন সম্পত্তির অভিযোগের তদন্ত করেছিল তখন তিনি কমিশনের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করেননি। কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করে। প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডিআইজি হিসেবে বানতলার ধর্ষণ ও জোড়া খুনের মামলা ধামা চাপা দেওয়ায় তাঁর ভূমিকার কথা জ্যোতি বসুর মনে ছিল। তাই তিনি কোনো পদক্ষেপ নিতে চাননি। এখন তিনি ভিজিল্যান্স কমিশনের সংশ্লিষ্ট ফাইল থেকে তাঁর মামলার কাগজপত্র সরিয়ে ফেলতে সমর্থ হয়েছেন। আমাকে এই তথ্য জানিয়েছেন ভিজিল্যান্স কমিশনের একজন প্রাক্তন সচিব, একজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার যাঁর স্মৃতিশক্তি প্রবাদপ্রতিম। তিনি সম্প্রতি তথ্যের অধিকার আইনে একটি আবেদন পেয়ে ঐ ফাইল পরীক্ষা করেন এবং দেখতে পান যে সেখান থেকে পুরনো কাগজপত্র উদ্ধার হয়ে গেছে, আর কিছু নতুন কাগজপত্র ঢোকানো হয়েছে এটা দেখাতে যে ভিজিল্যান্স কমিশন সফির বিরুদ্ধে কিছু পায়নি।

(৭) অবনী জোয়ারদার, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস—ভাগ্যিস মমতা এই নতুন বিধায়কটিকে মন্ত্রী করেননি। ১৯৯০ এ বানতলায় ধর্ষণ ও জোড়া খুনের ঘটনা ঘটায় সময় তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এসপি ছিলেন। পুলিশ যাতে এই জঘন্য অপরাধের পরিকল্পনাকারী সিপিএম নেতাদের হেনস্থা করতে না পারে, সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন অবনী জোয়ারদার তাঁর তৎকালীন ওপরওয়ালা প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডিআইজি এইচ.এ.সফির সঙ্গে। অভিযুক্ত চুনো পুঁটিরা আদালতে খালাস পায়, বড়জোর কেউ কেউ খুব হালকা শাস্তি পায়।

আইএএস শ্রী দেবপ্রসাদ পাণ্ডা বামফ্রন্ট সরকার থেকে স্বৈচ্ছাবসর নেন। সরকার তাঁর প্রতি প্রতিহিংসামূলক মনোভাব নিচ্ছিল কারণ তিনি সরকারের বে-আইনী কাজকর্ম করতে চাননি। তিনি এখন বিরাট জাপানি সংস্থা মিংসুবিশি কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এই কোম্পানির হলদিয়ায় রাসায়নিক শিল্প কারখানা আছে। বানতলার ঘটনার সময় তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জেলাশাসক ছিলেন। ঘটনার কিছু পরে খবর পেয়ে তিনি অতিরিক্ত জেলাশাসক দেবাশিষ সোমকে বানতলায় পাঠান।

দেবাশীষ সোম সেখানে পৌঁছানোর আগেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসার অনীতা দেওয়ানের ধর্ষিত ও সম্পূর্ণ নগ্ন মৃতদেহ এবং দিল্লিতে ইউনেস্কোর প্রধান এবং আমার ব্যাচের কেন্দ্রীয় সরকারের একজন আইএএস অফিসারের স্ত্রী রেণু ঘোষের ধর্ষিত অচেতন প্রায় নগ্ন দেহ ও ড্রাইভার অবনী নাইয়ার (যিনি এই মহিলাদের বাঁচাতে গিয়েছিলেন,) জখম, অচেতন দেহ ঐ জায়গা থেকে থানায় সরিয়ে ফেলা হয়। এই দেহগুলি এইচ. এ.সফি, (ডিআইজি, প্রেসিডেন্সি রোড) এবং অবনী জোয়ারদার, (জেলার পুলিশ সুপার) কোনো ছবি না তুলে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের পরীক্ষা ছাড়াই সরিয়ে ফেলেন। দেবাশীষ সোম থানায় গিয়ে জানতে পারেন যে দেহগুলি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনি তারপর আর বিষয়টি অনুসরণ করেননি। তিনি জেলাশাসকের কাছে ফিরে এসে ঘটনাম্বলে এবং থানায় যা দেখেছেন ও শুনেছেন তা তাঁকে জানান।

এই দুই পুলিশ অফিসার মৃত অনীতা দেওয়ান ও অচেতন রেণু ঘোষের নগ্ন দেহে কিছু সিপিএম নেত্রীর সাহায্যে শাড়ি, ব্লাউজ অন্তর্বাস চাপিয়ে দেহগুলি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চেক্টা করেও ড্রাইভার অবনী নাইয়াকে বাঁচাতে পারেনি। রেণু ঘোষ শেষ পর্যন্ত বেঁচে যান, পরদিন সকালে তাঁর স্বামী এসে তাঁকে একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে এবং তারপর দিল্লিতে নিয়ে যান, সেখানে তাঁকে এক মাসের বেশি সময় হাসপাতালে থাকতে হয়। দেবাশিষ সোমও স্বৈচ্ছাবসর নিয়েছেন, কারণ সরকার যখন টাটার ছোটোগাড়ির কারখানার প্রকল্পের জন্য বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণের নির্দেশ দেয় তখন তিনি পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে সরকারের সঙ্গে একমত হতে পারেননি।

আয়ের উৎসের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন সম্পত্তি সঞ্চয়ের অভিযোগে ভিজিল্যান্স কমিশন অবনী জোয়ারদারের বিরুদ্ধে তদন্ত চালায়। ভিজিল্যান্স কমিশন তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করে। ২০০৬ সালে তাঁকে নিম্নতর পদে নামিয়ে দিয়ে মামলা বন্ধ হয় (Vide Vigilance Commission's Letter No. 3653-V115P-21/2011 (RTI) Appeal, Dated 10.09.2011)।

অবনী জোয়ারদার বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক

তিনি সেই সমস্ত আইপিএস অফিসারদের স্তরে পড়েন যাঁদের সম্পর্কে প্রাক্তন মুখ্য সচিব প্রয়াত রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রায়ই বলতেন, “এরা হল সেই ধরনের দারোগাবাবু যারা অস্তত চার আনা পয়সা বা একটি মুরগি বা একটু ঘি ঘুষ না নিয়ে ছাড়বে না।”

(৯) শ্রী সুলতান সিং, অবসর প্রাপ্ত আইপিএস—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৯-২০০১ সালে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ইনি আরপিএফ-এর এডিজি ছিলেন। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে হাওড়া কেন্দ্রে ইনি কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে ভোট ভাগাভাগি করে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিক্রম সরকারকে হারিয়ে দেন এবং ওই আসনে সিপিএম প্রার্থী স্বদেশ চক্রবর্তীকে জয়ী হতে সাহায্য করেন। এরপর তিনি তৃণমূলে যোগ দেন, এবং এবার তাঁকে বিধায়ক করা হয়।

চাকরিতে থাকাকালীন সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী এঁর ডিজিটাল মামলা শেষ হয় পেনশন থেকে ১০% কেটে নেওয়ার শাস্তি ঘোষণার মাধ্যমে (Vide Vigilance Commission's Letter No. 3653 V15-2/2011 (RTI) Appeal, dated 06.09.2011)।

(১০) শ্রী রচপাল সিং, অবসর প্রাপ্ত আইপিএস, পর্যটনমন্ত্রী— ইনি যখন উজ্জ্বল চব্বিশ পরগণার পুলিশ সুপার ছিলেন সেই সময় একটি ঘটনা ঘটে। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই পুলিশ কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৩ জন সমর্থককে হত্যা করে। তারপর ১৯৯৪ সালে সময়ে বারাসতে মমতার আরো একটি প্রতিবাদ সভায় পুলিশ গুলি চালায় এবং এক যুবক নিহত হন। মমতার জীবন বাঁচানোর জন্য তাঁকে তাঁর সমর্থকরা মঞ্চ থেকে নামিয়ে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে আনেন।

ডিজিটাল কমিশন রচপাল সিংকে “আয়ের সূত্রের সত্তো সঙ্গতিবিহীন সম্পত্তি থাকার” অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে এবং শাস্তির সুপারিশ করে। রচপাল সিং হাইকোর্ট থেকে এই শাস্তি স্থগিত রাখার আদেশ পেয়েছেন (Vide Vigilance Commissions's Letter No. 3653 VI5P/21 2011 (RTI) Appeal, dated 06.09.2011)।

(১১) দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ উপরোক্ত রত্নরা ছাড়াও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে অবসরপ্রাপ্ত আইএস শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যসভায় পাঠান, সেই দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় থেকেই সিপিএমের উৎসাহিতাধী হিসেবে পরিচিত। ইনিই সেই অফিসার যাকে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি রাজস্ব দপ্তরের সচিব করেন, তাঁর আগে এই পদে থাকা শ্রী বিনোদ পাণ্ডে যে দুটি গুরুতর দুর্নীতির মামলা প্রায় প্রমাণ করে ফেলেছিলেন, সেগুলিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। একটি হল জার্মানি থেকে এইচ. ডি. ডব্লু. সাবমেরিন কেনার মামলা এবং আরেকটি হল ব্রিটেন থেকে ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার কেনা সংক্রান্ত দুর্নীতি। দেবব্রত গোপনে এই মামলাগুলি ধামাচাপা দেন এবং পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের

অন্যতম ডিরেক্টরের পদ দেওয়া হয়, তিনি শেষ পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে অবসর নেন এবং প্রায় ২৫০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১,২৫,০০ টাকা পেনশন সেখান থেকেও পান, ১ লক্ষ টাকা তাঁর সরকারী পেনশন।

রাজারহাট গোপালপুর ইত্যাদি অঞ্চলে নিউটাউনের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেবের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন এবং সিঙ্জুরের আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি নিউ টাউনের উন্নয়নের তত্ত্বাবধানে থাকা হিড়কোর অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। সিঙ্জুরে জমি রক্ষার আন্দোলন শুরু হলে, তিনি নিঃশব্দে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃষি জমি রক্ষা কমিটিতে ঢুকে পড়লেন। তিনি মমতার শিবিরে ঢুকতে পেরেছিলেন সুনন্দ স্যামালের সৌজন্যে। এখন তিনি প্রতিদিনই মমতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকেন।

এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত জমি সংক্রান্ত বিবাদের মামলাগুলি মেটেনি সেগুলির জন্য তিনিই দায়ী—১৯৬৭-৭০ তিনি সর্বত্র সিপিএমের কৃষক সভার সদস্যদের জোর করে জমির দখল নিতে এবং খাস জমি বন্টন করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং সরকারি অফিসারদের আইনী তালিকার বদলে ভুলো বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করতে বাধ্য করেছিলেন (১৯৭৮-৮২)। ২০০০ সালের জুলাই মাসে নানুরে ১১ জন ক্ষেতমজুরের হত্যাকাণ্ড তাঁরই বে-আইনী কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ ফল।

আমি সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান ডঃ দিলীপ হালদারের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এনেছি। ২০১১ সালের জুলাই মাসে রাজ্যসভায় সাংসদপদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় দেবব্রতবাবু অন্তত তিনটি ভুলো তথ্য পেশ করেছেন। তাঁরই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন আট মাস আগে, ২০১২-র জানুয়ারি মাসে, ঐ নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সচিবকে এই প্রার্থীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেয়।

রিটার্নিং অফিসারের দাবিমতো আমি ‘সরকারিভাবে অভিযোগ’ জমা দিয়েছিলাম। ফলত এফ আই আর নথিভুক্ত করতে যাতে দেরি করা হয় সেজন্য রিটার্নিং অফিসারকে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছেন—মমতা, দেবব্রত, বিমান (স্পিকার)। আলোচ্য দেবব্রত বাবু বিধানসভায় সরকারি দলের মুখ্য সচেতক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দরবার করেছেন যাতে রিটার্নিং অফিসারের উপর প্রভাব খাটিয়ে ‘মামলা খারিজ’ করে দেওয়া যায়।

৮১ বছর বয়স্ক এই ভদ্রলোকের একমাত্র জীবিত ছোটো বোন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে, তিনি নিউ আলিপুরে তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে নিজের বোনকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে দলিলপত্র জাল করেছেন। হাইকোর্ট ২০০৬ সালে তাঁর এই সম্পত্তি ভোগদখলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং তিন মাস আগেও মহামান্য আদালত তাঁর শেষ আবেদনে ‘সেই নিষেধাজ্ঞা’ তোলেনি।

১৯৬৪ সালে একটি আদালত অবমাননার মামলায় দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের আইনজীবী তাঁকে 'বোকা ও একগুঁয়ে' বলে তাঁকে "শুঁয়োরের মস্তিষ্ক সম্পন্ন" বলেও উল্লেখ করেন। প্রধান বিচারপতি পি.বি. মুখোপাধ্যায় তাঁকে তীব্র ভৎসনা করেন এবং ১৫ দিনের হাজতবাসের শাস্তি দেন। বাধ্য হয়ে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ফলত তাঁর শাস্তির আদেশ ফিরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু হাইকোর্টে তাঁকে নিজের একা নিজের অধস্তনদের আইনী খরচ মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

(১২) মমতার ক্যাবিনেট শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু তৃণমূলে যোগ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুর নিয়ে তাঁর ২৬ দিনের অনশনের প্রহসন শুরু করার পর। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন দোলা সেনকে, যার গণসঙ্গীত শুনে 'অনশনরত দিদি'কে দেখতে জমায়েত হওয়া জনতা বাহবা দিত।

দোলা সেন জমায়েত হওয়া জনতার মধ্যে, হেঁকে-হেঁকে বই বিক্রি করে টাকা তুলতেন। একবার তিনি শ্রী সুনন্দ স্যান্ডালের বসার ঘর থেকে একটি বই চুরি করেন।

এই 'অতীত দিনের' তথাকথিত নকশাল কর্মীকে মমতার কাছে নিয়ে আসেন তাঁর প্রাক্তন নেতা প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি একজন সজ্জন ব্যক্তি, সভায় নিজে এখন হতাশ হয়ে পড়েছেন।

পূর্ণেন্দুর জন্ম দক্ষিণ কলকাতার এক ভট্টাচার্য পরিবারে। তিনি নকশাল হয়ে যান। তাঁর বিরুদ্ধে আলিপুর পুলিশ কোর্টে একাধিক ফৌজদারি মামলা এখনো ঝুলে রয়েছে। তার মধ্যে আছে—খুন, গুরুতরভাবে জখম করা, মানুষ মারা, বোমা ছোড়া, ইত্যাদি অপরাধের অভিযোগ। পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্য তিনি 'ভট্টাচার্য' পদবী পালটে 'বসু' হয়ে উত্তরপাড়ার কোতরাঙে পালিয়ে যান, এখনও সেখানেই থাকেন।

তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আগে তিনি হাওড়ার কানোরিয়া জুট মিলে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সঙ্গে ছিলেন। দোলাও তাঁর সঙ্গে সেখানে ছিলেন। এঁরা দুজনে মিল মালিক পাসারির ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন এবং প্রফুল্ল চক্রবর্তীর আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। দুজনকেই তখন সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন থেকে বের করে দেওয়া হয়। পূর্ণেন্দু ও দোলার শ্রমিক-বিরোধী ও মালিক পক্ষীয় কাজকর্ম এবং বিভিন্ন দুর্নীতির কথা জানিয়ে প্রফুল্ল চক্রবর্তী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লেখেন।

মমতা এঁদের দুজনকে নিজের দলে টেনে নেন। খুব দ্রুত 'আইএনটিটিইউসি'-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মমতার সংঘাত বেঁধে যায়। শোভনদেব মমতার কিছু অন্যায্য দাবি মানতে অস্বীকার করেন। মমতা পশ্চিমবঙ্গ 'আইএনটিটিইউসি'-র সভাপতি সুরত মুখোপাধ্যায়ের কথায় ২০০০ সালে শোভনদেবকে নির্দেশ দেন রেলে আইএনটিটিইউসি-র কোনো প্রতিপক্ষ ইউনিট না খুলতে। কারণ তিনি 'তরমুজ' সুরতর উপর ভরসা করেছিলেন। সেই সুরত, যিনি ফের ২০০৫ সালের কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে মমতাকে প্রতারণা করেন এবং ১০টি আসনে

সিপিএম তথা বামফ্রন্টের কাছে তৃণমূল প্রার্থীদের পরাজয়ের ব্যবস্থা করেন। মমতা যে গোপনে তাঁকে দ্বিতীয়বার মেয়র না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে কথা মমতার কিছু ঘনিষ্ঠরাই সূত্রতর কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন, তাই তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের দল গড়ে মমতার প্রার্থীদের হারিয়ে দিয়েছিলেন।

পরে মমতা অস্তিত্বহীন সর্বভারতীয় 'আইএনটিটিইউসি'-র সভাপতি পদে শোভনদেবকে সরিয়ে দেন এবং পূর্ণেন্দুকে পশ্চিমবঙ্গ 'আইএনটিটিইউসি'-র সভাপতি করেন। শোভনদেবকে যদিও পশ্চিমবঙ্গ 'আইএনটিটিইউসি'-র কোর কমিটির সদস্য করা হয়, তবে তাঁকে কোনো মিটিংয়ে কদাচিৎ ডাকা হয়।

পূর্ণেন্দুকে শ্রমমন্ত্রী করার পর শ্রমিক সংগঠনে তাঁর জায়গায় এসেছেন দোলা। শোভনদেব যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন, দোলা সবসময় সেই সংগঠনের সদস্যদের অপমান করা এবং তাদের মধ্যে বিভাজন ঘটানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। দোলা আর শোভনদেবের গোষ্ঠী আলাদাভাবে মে দিবস পালন করে এবং সভায় শ্রমিক আনার ক্ষেত্রে শোভনদেব দোলাকে ছাড়িয়ে যান। সূত্রত দুটি সভাতেই বক্তব্য রাখতে গিয়েছিলেন। (মেট্রো চ্যানেলে দোলার সভা, আর কলকাতা পুরসভার সামনে শোভনদেবের সভা)। এখন মমতা শোভনদেবকে সরিয়ে সূত্রতকেই সর্বভারতীয় তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি করে দিয়েছেন। বেচারী শোভন দেব।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকার যখন জেলে বা জেলের বাইরে জামিনে থাকা বেশিরভাগ নকশাল-সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির কথা ঘোষণা করে, সেই সময় পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য 'বসু' পদবি সহ বেরিয়ে আসেন। লোকের কাছে তিনি পূর্ণেন্দু বসু বলেই পরিচিত হন।

কিন্তু ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি এক হলফনামায় সরকারিভাবে তাঁর পদবি 'বসু' বলে ঘোষণা করেন। দুঃখের বিষয় তিনি তাঁর বাবা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের পদবি বদল করতে পারেন নি, কারণ তিনি ইতিমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী প্রয়াত মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের পুত্র পূর্ণেন্দু বসু হিসেবে তিনি রাজারহাট—গোপালপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীরূপে তাঁর মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দুটি হলফনামা জমা দেন। দ্বিতীয় হলফনামা ফর্ম ২৬-এ (ধারা ৪এ) তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি কোনো মামলায় অভিযুক্ত নন এবং সেই হলফনামার দ্বিতীয় পাতাও সেই অনুযায়ী পূরণ করেন।

তিনি সরকারিভাবে তাঁর বাসস্থানের ঠিকানা দিয়েছেন ৯৭, শিব নারায়ণ রোড, কোতরঙ, উত্তরপাড়া, জেলা হুগলি। এই ঠিকানায় তিনি ১৯৭২-৭৩ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপন করেছিলেন। এই মামলাগুলির পুলিশী কাগজপত্রে তাঁর ভট্টাচার্য পদবি এবং তাঁর বাবার দক্ষিণ কলকাতার ঠিকানা

দেওয়া হয়েছে। এমন হতে পারে না যে এইসব জালিয়াতির কথা মমতার অজানা, তা সত্ত্বেও তিনি পূর্ণেন্দুকে টিকিট দিয়েছেন এবং তাঁকে মন্ত্রীও করেছেন।

মমতা-গান্ধী দৈনিক স্টেটসম্যান সহ গত ২৩ এপ্রিলের সমস্ত সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে পূর্ণেন্দুর কেন্দ্রে তাঁর দলাদলির ফলে তৃণমূলের পুরনো নেতারা তাঁকে পরিহার করতে বাধ্য হয়েছেন।

তিনি শ্রমমন্ত্রী হওয়ার পর ‘সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন’ের মধ্যে একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী তৈরি করতে সমর্থ হন এবং এই ক্ষুব্ধ গোষ্ঠী-ইউনিয়নকে সঙ্গে নিয়ে ‘কানোরিয়া জুট’ মিলের মালিক পাসারির সঙ্গে ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি করেন। এখন এই মিল খুলেছে, কিন্তু পুরনো শ্রমিকদের বেশিরভাগেরই সেখানে জায়গা হয়নি। পুরনো শ্রমিকরা প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে ছেড়ে চলে যাননি, বরং তাঁদের মিলে যোগ দেওয়ার অধিকার দিতে হবে এই দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

পূর্ণেন্দু ভূয়ো অভিযোগে প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করান এবং তাঁকে বেশ কিছুদিনের জন্য জেলে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল চক্রবর্তী জামিনে মুক্তি পান।

সম্প্রতি পূর্ণেন্দুর মেয়ের সাড়ম্বরপূর্ণ বিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যখন দোলা সেন একজন নিরাপত্তারক্ষীকে চড় মারেন। ওই নিরাপত্তা রক্ষীর অপরাধ, তিনি দক্ষিণেশ্বর ও বালির সংযোগ রক্ষাকারী বিবেকানন্দ সেতু দিয়ে ‘কোনো মালপত্রবাহী ট্রাক যেতে দেননি,’ অর্থাৎ তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন। দোলা সেন তখন একটি ট্রাকে আসবাবপত্র এবং পূর্ণেন্দুর মেয়ের বিয়ের অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন, ট্রাকটি ট্রাফিক বিধি ভেঙে ওই সেতুর একটি বিশেষ লেন দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

পূর্ণেন্দু এখন শিল্পজগতের কর্ণধারদের থেকে টাকা কামাতে ব্যস্ত, তিনি তাঁদের হুমকি দিচ্ছেন যে তিনি শ্রমমন্ত্রী হিসেবে নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে কারখানায়, বিশেষ করে জুট মিলগুলিতে শ্রমিক বিক্ষোভ ঘটাতে পারেন।

এ বিষয়ে তথ্যের অধিকার আইনে, ২০০৫-এর আওতায় মমতার নিজের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে আমি যে প্রশ্নগুলি পাঠিয়ে ছিলাম সেগুলির কোনো উত্তর মেলেনি।

আমি মে, ১৯৮৮ থেকে মার্চ ১৯৯১ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় তিন বছর রাজ্য সরকারের শ্রম-দপ্তরের সচিব ছিলাম। সুতরাং আমি জানি কীভাবে সিপিএমের শ্রমমন্ত্রী শান্তি ঘটক—(যিনি একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট ছিলেন এবং খুবই সরল জীবনযাপন করতেন)—তাঁর পার্টি নেতৃত্বের চাপে চটশিল্পের বড়ো-বড়ো শিল্পপতিদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন। পূর্ণেন্দু ইতিমধ্যেই, হয় মমতাকে না জানিয়ে অথবা তাঁকে তাঁর ভাগ দিয়ে শান্তি বাবুকে ছাড়িয়ে গেছেন। এই অধ্যায়ের শেষে সমস্ত প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ও খবরের কাগজের কাটিংয়ের প্রতিলিপি দেওয়া হল।

শোভন চট্টোপাধ্যায়, মেয়র

(১৩) কলকাতা পুরসভার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণের শোভন ১৯৯০ বা তার কাছাকাছি সময় থেকে কলকাতা পুরসভার পৌরপিতা ছিলেন। বেহালা মিউনিসিপ্যালিটি কলকাতা পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় থেকেই তিনি পৌরপিতা। তিনি ২০০০ সালে জল সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ হন। ২০১০-এ তিনি মেয়র হন এবং ২০১১-এ বিধায়ক হন। তাকে মন্ত্রী করা হয়নি। মেয়রের অধীনস্থ মেয়র পারিষদ ফিরহাদ হাকিমকে পুরমন্ত্রী করা হয়েছে। এখন মমতা যদি ছাড় দেন তবে ফিরহাদ মেয়রের উপর তাঁর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা করছেনও।

২০০৫ সালে কলকাতা পুরসভার যে নির্বাচনে মমতার বোকামির ফলে তৃণমূল হেরে যায়, সেই নির্বাচনের সময় থেকেই শোভন টানা মমতার সঙ্গী। তিনি মমতার সরকারি ফটোগ্রাফারও বটে। মমতা সবসময় শোভনের গাড়িতে সফর করেন এবং শোভন নিজের ক্যামেরা নিতে ভোলেন না।

মেয়র হবার পর তাঁর পতন শুরু হয় যখন তাঁর স্ত্রী মমতার কাছে অভিযোগ জানান যে তিনি একজন কুকুরপ্রেমী চিত্রতারকার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। মমতা তাঁকে কড়া হাতে শাসন করেন এবং তাঁকে সবসময় মমতার সঙ্গে থাকতে নির্দেশ দেন। সেই জন্য তাঁকে প্রথম ছ-সাত মাস সব সময় টি.ভি.তে এবং খবরের প্রথম কাগজে পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর পাশে কিংবা পেছনে দেখা গেছে। আর লোকে অবাক হয়ে ভাবতো যে মেয়রকে সব সময় মমতার সঙ্গে কেন দেখা যায়?

এরপর তিনি আরেক চিত্রাভিনেত্রীর সঙ্গে আরাকু ভ্যালিতে প্রমোদ সফরে চলে যান। মমতা প্রচণ্ড বিরক্ত হন, শোভনের মহাকরণে ঢোকা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তাঁর থেকে বেশ কিছু দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়।

২০১১ সালের ৫ এপ্রিল শোভন—বেহালা পূর্ব কেন্দ্রের জন্য তাঁর মনোনয়নপত্রের সঙ্গে যে হলফনামা দাখিল করেছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে তাঁর ও তাঁর স্ত্রী-র জীবিকা ব্যবসা। ২০০৯-১০ সালে তাঁর মোট আয় ২,৪০,৯০১ টাকা, আর তাঁর স্ত্রীর মোট আয় ৬,০২,৫৪১ টাকা। তাঁর পারিবারিক খরচ, ৩টি গাড়ির খরচ, বিদেশি ক্যামেরার খরচ ইত্যাদি মোটানোর পর এই আয়ে তাঁর কীভাবে নিজের ৩.৬২ লাখ টাকা মূল্যের ১৮১ গ্রাম গয়না সহ নগদ, ব্যাঙ্কের সঞ্চয় গয়না মিলিয়ে, ২৭,৮১, ০৮৪,৩২ টাকা মূল্যের সম্পদ থাকতে পারে? এবং তাঁর স্ত্রী-র সম্পদের মূল্য ৩৪, ৪৫,৭১০.৮২ টাকা। তাঁর নিজের কোনো গাড়ি নেই। তাঁর স্ত্রী-র গাড়ির সংখ্যা তিন—(১) ইনোভা—পাঁচ লাখ, (২) জেন—সাড়ে চার লাখ (?) এবং (৩) ওয়াগন আর—০.৮৫ লাখ। শেষের দুটি গাড়ি কি তিনি এই টাকার কিছু বেশি মূল্যে বিক্রি করতে রাজি আছেন? এসবই কিছু অবশ্য ২০০২ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে অ-কৃষি

জমি কিনতে এবং নিজের পৈত্রিক সম্পত্তির উন্নয়ন খাতে ৪৪.৯০ লাখ টাকা খরচ করার পর—এর বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

শোভন ২০০৫ সালে গোবিন্দপুর মৌজায় ৭.২৫ লাখ টাকায় ৯০০০ বর্গফুট অ-কৃষিজমি কেনে, ২০১১ সালে যার মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় ৩১.২৫ লাখ টাকা। তাঁর স্ত্রী ঐ একই বছরে ঐ একই মৌজায় ৭,৩৫,৮৭৫ টাকায় একই ধরনের ৯.১৩৫ বর্গ ফুট জমি কেনেন, যার মূল্য ২০১০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩১,৭১,৮৭৫ টাকা।

শোভন ২০০২ সালে ৫৩-৬৬. ও। ই নিউ মৌজা গোবিন্দপুরে, ১১ নং ওয়ার্ডে যে অঞ্চল নতুন নির্মাণ হচ্ছে, সেখানে ৩.৪৫ লাখ টাকায় ৩১২০.৪ বর্গফুট জমি কেনেন। পরের বছর ২০০৩ সালে তিনি বি৩-৭১ই। মৌজা নিউ গোবিন্দপুরে ঐ ধরনের অঞ্চলেই মোটামুটি ১০ লাখ টাকায় ১৮,৭৪১.৬ বর্গফুট জমি কেনেন। এই দুটি সম্পত্তির সাম্প্রতিক বাজার মূল্য মোটামুটি ১,৩৭,৭৩,০৬০ টাকা।

তাঁর স্ত্রী (১) ২০০২ সালে বি৩।৭১ই; মৌজা নিউ গোবিন্দপুরে, ১১ নং ওয়ার্ডে যে অঞ্চলে নতুন-নতুন নির্মাণ হচ্ছে, সেখানে মোটামুটি ৩.৪৫ লাখ টাকা দিয়ে ৩১২০.৪ বর্গফুট জমি কেনেন, (২) ২০০৩ সালে বি৩-৬৬ও/ই, মৌজা গোবিন্দপুরে ঐ ধরনের অঞ্চলে মোটামুটি ১০ লাখ টাকার বিনিময়ে ১৮,৬৪১.৬ বর্গফুট। জমি কেনেন, এবং (৩) ২০০৫ সালে বি২-৬৬/১/নিউ গোবিন্দপুর মৌজায় একই ধরনের অঞ্চলে মোটামুটি ৩ লাখ টাকার বিনিময়ে ৩৯৬৪ বর্গফুট জমি কেনেন—একই অঞ্চলে ২০০২ সালে কম পরিমাণ জমির যা দাম ছিল, তার তুলনায় তিন বছর পরে ২০০৫ সালে বেশি পরিমাণ জমির দাম তার থেকে কম কীভাবে হতে পারে? এই তথ্য অসত্য বলেই মনে হয়।

শোভন ২৮০০ বর্গফুটের একটি বাড়ি উত্তরাধিকারসূত্রে পান, তারপর ঐ সম্পত্তির উন্নয়নে ১৫ লাখ টাকা খরচ করেন। ঐ সম্পত্তির ২০১১ সালে বাজারমূল্য ৫০ লাখ টাকা। সুতরাং জমি, বাড়ি ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর মোট স্থাবর সম্পত্তির অর্থমূল্য ২, ১৮,৯৮,০৬০ টাকা।

তাঁর স্ত্রীর মোট স্থাবর সম্পত্তির অর্থমূল্য ২০১১ সালে ১,৯৭,৯২,২৫৫ টাকা।

অর্থাৎ শোভন ও তাঁর স্ত্রী-র মোট স্থাবর সম্পত্তির মোট অর্থমূল্য ২০১১ সালে ৪,১৬,৯০,৩১৫ টাকা।

শোভনের কোনো ব্যাঙ্ক ঋণ নেই। তাঁর স্ত্রী-র ১১ টার্ম ঋণসহ মোট ৯,০০,৮৭১ টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ আছে।

শোভনের স্বশুর ও শাশুড়ির ব্যাপার স্যাপার আরো চিত্তাকর্ষক। তাঁর স্বশুর দুলাল দাস ০৮.০৪.০৬ তারিখে জমা দেওয়া হলফনামায় দেখিয়েছেন যে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩,৯০,০০০ টাকা (অস্থাবর) + একটি টাটা সুমো ও একটি মহিন্দ্রা জিপ (দাম উল্লিখিত হয়নি) + ১৬৫ গ্রাম সোনা (মূল্য উল্লিখিত হয়নি) + কিছু স্থাবর

সম্পত্তি যার মূল্য উল্লিখিত হয়নি, তবে তিনি পুরসভাকে ৩,৫৬০ টাকার সম্পত্তিকর দিয়েছেন। ২০০৬ সালে তিনি মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কল্কুরি ট্যার অ্যান্ড ট্রাভেলস কোং এবং কালীঝোরা টি কোং-এ তাঁর যে শেয়ারগুলি আছে সেগুলির মূল্যও তিনি উল্লেখ করেননি।

শোভনের শাশুড়ি ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ঐ মহেশতলা থেকেই প্রার্থী হন, কারণ ততদিনে তাঁর স্বামী মহেশতলা পুরসভার চেয়ারম্যান হয়ে গেছেন, আর মহেশতলা যে কলকাতা পুরসভার লাগোয়া, সেখানে তাঁর জামাতা শোভন মেয়র। তিনি জানান যে তাঁর মোট অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১,০৩,৮১,৫০৪.৫৬ টাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর দুটি গাড়ির মূল্য (ইনোভা, —১১,৫০,০০০ টাকা + ট্যাভেরা—৯, ৩০,০০০ টাকা)। তিনি তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেননি, তবে জানিয়েছেন যে তাঁর ৫.৮০ কোটি টাকা মূল্যের এবং তাঁর স্বামীর ৫ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি আছে, অর্থাৎ তাঁদের দুজনের মোট সম্পত্তির মূল্য ১০.৮০ কোটি টাকা। সুতরাং ২০১১ সালে তাঁর মোট সম্পত্তির মূল্য ১১,৮৩,৮১,৫০৪.৫৬ টাকা, যেখানে ২০০৬ সালে তাঁর মোট সম্পত্তির মূল্য ছিল ১ কোটি টাকারও কম। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ নন।

আরেকটি বিষয়ও এখানে বিচিত্র। যেখানে শোভনের স্ত্রী-র ইনোভা গাড়ির দাম ৫ লাখ টাকা, সেখানে তাঁর শাশুড়ির ইনোভা গাড়ির দাম ১১.৫০ লাখ টাকা, অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি। মেয়রের স্ত্রী কি সেকন্ডহ্যান্ড গাড়ি কিনেছিলেন? সেক্ষেত্রে তাঁর তিনটি গাড়িই সেকন্ডহ্যান্ড বলতে হচ্ছে, একথা বিশ্বাস করা বেশ কঠিন।

সুতরাং শোভনের স্বশুর-শাশুড়ির সম্পত্তির মূল্য ২০০৬ সালে ১ কোটি টাকারও কম থেকে ২০১১ সালে একলাফে দাঁড়িয়েছে ১১.৮৩ কোটি টাকা। একে নিঃসন্দেহে মাও-সে-তুঙের ভাষায় ‘দি ব্রেট লিগ ফরওয়ার্ড’ বলা যায়।

২০০০-২০০৫ সালে শোভন যখন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ ছিলেন তখন তাঁর নামের আগে ‘জল’ কথাটি জুড়ে গিয়ে তিনি যে ‘জলশোভন’ হিসেবে পরিচিতি পান, তা বিনা কারণে নয়। জলের মতোই তাঁর কাছে এবং তাঁর স্ত্রী-র মাধ্যমে তাঁর স্বশুর শাশুড়ির কাছে টাকা আসে।

তিনি কবীর সুমনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ‘খাও, খাও’ এবং তারপর সুমন বাধ্য হয়ে মমতা ও তাঁর দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন।

১২৪ □ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে যেমন দেখেছি

CA-128, Sec.-1, Saltlake, Kolkata-700064
Ph. 033-2359-2654, 2440, 6535-4244
Fax : 033-2359-2410

Reg. No. B/1/50183 of 2007-2008
E-Mail : humanity_saltlake@rediffmail.com
Web : www.humanitykolkata.org

Humanity

Date: 07/06/2011

To

Shri Bidyut Bhattacharya

State Public Information Officer

Vigilance Commission, Govt. Of WB

Rikash Bhavan, Saltlake

Sub:- Application Under RTI Act, 2005

Sir,

I shall request you to furnish the following information in respect of the superannuated officers initiated below against whom departmental enquiries/proceedings had been initiated for reported misconduct/corruption on their part.

1. Shri Manish Gupta, IAS(Retired)
 2. Shri Sultan Sing, IPS(Retired)
 3. Shri Abani Mohan Joardar, IPS(Retired)
 4. Shri Rachpal Sing, IPS(Retired)
 5. Md. Haider Ali Safur, IPS(Retired)
- A. What were the allegations of misconduct/corruption against the officer indicated above?
 - B. What actions had been taken by vigilance commission in that respect i.e, details of findings, decisions and recommendation to the State Govt. by the commission?
 - C. The decisions of the Govt. on such recommendations as communicated to the commission.

Thanking you

Yours faithfully


(Anilabha Majumdar)

General Secretary

Humanity



7.6.11
Anilabha Majumdar
General Secretary
Humanity
Kolkata

BY SPECIAL MESSENGER

Government of West Bengal
Vigilance Commission
Bikash Bhawan, Salt Lake,
Kolkata - 700 091

No. 3653-V/SP-21/2011 (RTI)/Appeal

Dated Kolkata, the 30th September, 2011

From: The Appellate Authority, Vigilance Commission, West Bengal.

To : The General Secretary,
Humanity,
CA- 128, Sector - I, Salt Lake,
Kolkata - 700 064

Re: Your First Appeal, dated 06.09.2011 under R.T.I. Act, 2005.

Sir,

Pursuant to your First Appeal dated 06.09.2011 the following information are furnished below ad-seriatim:-

- Sl. 1: Allegations of violation of Financial & Services Rules were received by the Commission in the year 1974. Commission recommended drawal of Departmental Proceedings. The case was closed in 1981 on effecting penalty. *Hannish Gupta*
- Sl. 2: Allegation of disproportionate assets was received in the year 1991. Departmental Proceedings was recommended by the Vigilance Commission. After conducting Departmental Proceedings, the case was closed in the year 2006 after effecting penalty. *Sultan Singh*
- Sl. 3: Allegation of disproportionate asset was received in the year 1988. Drawal of Departmental Proceedings was recommended by the Commission. After conducting Departmental Proceedings, the case was closed in the year 2006, upon effecting penalty. *Hanni Toondas*
- Sl. 4: The case is sub-judice. *Rachpal Singh*
- Sl. 5: Allegation of disproportionate asset was received in the year 1991. The case was closed in 2003 as the allegations could not be substantiated on enquiry by the Vigilance Commission. *Md. Haider Aziz Safarini*

The cases being very old, it took time to retrieve the information from the old records.

The appeal is thus disposed of.

Yours faithfully,
Anish Kumar Ganguly
Appellate Authority 30/9/11
Vigilance Commission, W.B.

এখন দুই জন অফিসার দেও-
 চাঁদ দেওদেওয়ান - N D E এখানে
 তাঁরা দুজনেই মিষ্টি খা তিন
 (N D E) বিজ্ঞ Cash section এর
 তার advance মোটের। তারি
 একটি standing Regt এ নিয়ে
 তারিফের। এখন বি জেনারেল
 Anglow. যে জেনারেল-ইংল
 য় জেনারেল নয় - বিজ্ঞ ইংল
 জেনারেল এখানে মোট N D E/
 চুক্তি নাকির মোটের। তারিফ
 জেনারেলের, মোট ও এখানে
 চলিত। এখন মোট মোটের
 একটি meeting এর Dinner
 মোটের তার একটি মোটের
 N D E / bill - নাকির মোটের এর
 একটি bill মোট Adjunt
 মোট দিও।

নাকির মোটের, মোটের
 নাকির মোটের মোটের
 এখানে মোটের - ইংল জেনারেল
 মোটের মোটের মোটের ইংল -

(32)

নতুন করে Adm. Officer
L. A. Dept. এর জন্য কিছু
কিছু প্রশংসা মনোনয়ন Adjunct

২২/১১
একটি Adm. Officer এর
২০০০ টাকা মাসিক
২০০০ টাকা মাসিক
Advances ২০ Figure ২০ -
not adj. ২০

- ① Shri Manish Gupta 9 ASDM - 5000/- (81-82)
- ② Shri Smriti Ranu Ghosh - 1 ASDM - 90,000/- (83-84)
- ③ Shri Sakya Sachi Das - 1 ASDM - 75,000/- (83-85)
- ④ Shri Ashoka Ray 1 AS - ADM (cont) - 90,000/- (81-83)
- ⑤ Shri Achintya Mukherjee W. ACS (cont) 25,000/- (81-84)
- ⑥ Shri Nityanand Mandal W. ACS (cont) 60,000/- (81-85)
- ⑦ Shri Kati Das Chakrabarty W. ACS (cont) 50,000/- (81-85)
- ⑧ Shri D. N. Dasgupta - W. ACS (cont) 25,000/- (81-85)

D.M. Bungalow ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর
Nashir Khana গেরেচেন ১৭ নম্বর
১৭ নম্বর ১৭ নম্বর N-১৫ ১৭ নম্বর
১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর

১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর
D.M. ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর
১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর

১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর
১৭ নম্বর D.M. ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর
১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর
১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর

১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর
১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর
১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর
১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর

১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর
১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর
১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর
১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর

১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর
১৭ নম্বর ১৭ নম্বর ১৭ নম্বর



পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বঙ্গাল WEST BENGAL

51AA 999910

By Speed Post

To
The State Public Information Officer,
Home Department, Govt. of West Bengal,
Writers' Buildings, Kolkata - 700 001.

Date : 24.04.2012.

Subject : Information sought for under Sec. 6(1) of the RTI Act, 2005.

Sir,

Please furnish the information as sought for below within the time-limit of 30 days as prescribed by the RTI Act :

Q. No. 1 The Labour Minister's paternal surname was Bhattacharya.

- Why did he change it to Basu?
- How did he change it - by Affidavit (PL enclose a copy) or otherwise. If otherwise, give the details.
- From which date he changed it?

Contd...P/2.

- Q. No. 2 Did he change the surname for misleading the police as he is an wanted accused as Purnendu Bhattacharya, s/o. Mriganka Sekhar Bhattacharya in a no. of criminal cases including murder, murders, assault etc. under the I.P.C. and also various offences under the Arms Act which he had committed as a Naxalite during 1970 - 1973?
- Q. No. 3 Please give the case details with No., Date and Sections of the IPC/Arms Act pending in different Alipore Police Courts?
- Q. No. 4 What steps the Govt./Police are going to take now, since the truth has come out?

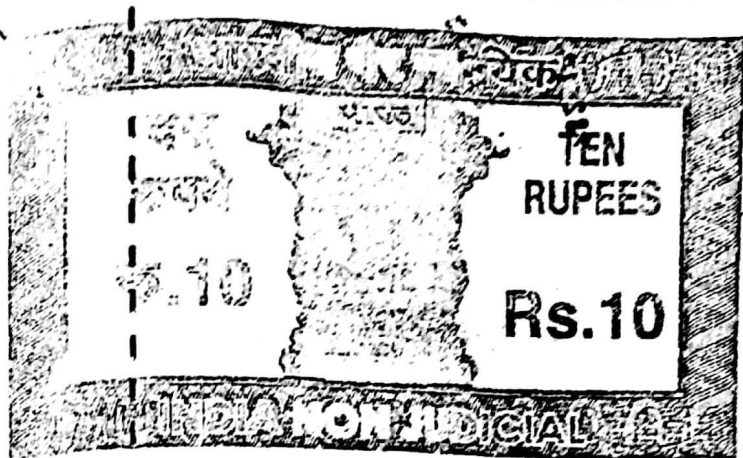
Thanks.

Yours faithfully,



(Dipak Kumar Ghosh)
128A, Kanungo Park,
Garia, Kolkata - 700084.

২৫.০৬.১১



45AA 233745



STATE OF WEST BENGAL



ANNEXURE D-C
(CHAPTER IV, PARA - 7.3)
FORM 26 (SEE RULE 4A)

Affidavit furnished by the candidate before the Returning Officer for election to
Assembly Constituency (name of the House) from 117 - Rajarhat - Gogaiapur
Constituency (name of the constituency)

I, Purnendu Basu son of Late Migenika Bhattacharyya aged about 56 years,
resident of 97, Shib Narayan Road, Katung, Uttarpara, Dist - Hooghly, candidate of
the above election, do hereby solemnly affirm/state on oath as under:-

1. I am not accused of any offence(s) punishable with imprisonment for two
years or more in a pending case(s) in which a charge(s) has/have been
framed by the court(s) of competent jurisdiction.

05 APR 2011

ATTESTED BY ME



: 2 :

If the deponent is accused of any such offence(s) the following information : Not applicable

- (i) Case/First information reports No./Nos. : N.A.
- (ii) Police station(s) : N.A. District (s) : N.A.
State (s) : N.A.
- (iii) Section(s) of the concerned Act(s) and short description of the offence(s) for which the candidate has been charged... Not applicable
- (iv) Court(s) which framed the charge(s) N.A.
- (v) Date(s) on which the charge(s) N.A.
- (vi) Whether all or any of the proceeding(s) have been stayed by any Court(s) of competent jurisdiction : Not applicable

2. I have not been convicted of an offence(s) [other than any offences] referred to in sub-section (1) or sub-section (2), or covered in sub-section(3), of section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and sentenced to imprisonment for one year or more.

If the deponent is convicted and punished as aforesaid, he shall furnish the following information :
Not applicable

- (i) Case/First information reports No./Nos. : N.A.
- (ii) Court(s) which punished : N.A.
- (iii) Police station(s) : N.A. District(s) : N.A. State(s) : N.A.
- (iv) Section(s) of the concerned Act(s) and short description of the offence(s) for which the candidate has been charged... Not applicable
- (v) Date(s) on which the sentence(s) was/were pronounced : N.A.
Whether the sentence(s) has/have been stayed by any court(s) of competent jurisdiction :
Not applicable

Place Date 05.04.2011

Purnendu Bose
Signature of Deponent.

VERIFICATION

I, the abovesaid deponent, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therein.

Verified at This 5th day of April 2011.

ATTESTED BY ME

Mukul Srivastava
Mukul Srivastava
Notary Govt. of India
regd. No. 8067/10
Statish Court, Kolkata

Purnendu Bose
Signature of deponent.

05 APR 2011

Sh. B. ...
A-11

এগারো

গ্রাসরুট ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট—ও মমতা-সহ কিছু মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন।

এই জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টটি ১৭.০৪.২০০২ তারিখে গঠিত হয়। গঠন করেন (১) জাহেদ খান, (তোপসিয়ায় যে ৫ কাঠা জমির উপর তৃণমূল কংগ্রেস ভবন তৈরি হয়েছে, ইনি সেই জমি দিয়েছেন,) (২) গৌতম বসু, (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সচিব, ইনি চাকরি সূত্রে অগলম এক্সট্রাসনস্ লিমিটেডে কাজ করতেন এবং (৩) মুকুল রায় ‘প্রতিষ্ঠাতা’ হিসেবে এবং এই তিনজনসহ ১৫ জন তৃণমূল নেতা, ট্রাস্টি হিসেবে যুক্ত। এই ১৫ জনের মধ্যে আরো ছিলেন—(১) সুরত মুখোপাধ্যায়, কলকাতা পুরসভার তৎকালীন মেয়র, (২) পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানসভার তৎকালীন বিরোধী দলনেতা, (৩) দীনেশ ত্রিবেদী, সাংসদ, (৪) অবুগাভ ঘোষ, বিশিষ্ট আইনজীবী এবং বিধায়ক এবং মমতা অনুগামী আরো ৮ জন। এই ট্রাস্টটি গঠন করা হয় ২৫টি জনকল্যাণমূলক লক্ষ্য নিয়ে—(এ) থেকে (ওয়াই) পর্যন্ত, যার মধ্যে ছিল (ডব্লু) অর্থাৎ জনগণের থেকে টাকা তোলা এবং (এক্স) সম্পত্তি অর্জন করা বা সঞ্চার করা।

অবশ্য এই ট্রাস্ট জনশিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ত্রাণ ইত্যাদি ২৩টি লক্ষ্য পূরণের কখনো চেষ্টা করেনি। শুধুমাত্র (ডব্লু) এবং (এক্স-) এর জন্য সোৎসাহে কাজ করা হয়েছে এবং একটি রাজনৈতিক দলের সদর দপ্তর, তৃণমূল কংগ্রেস ভবন নির্মাণের জন্য সাধারণ মানুষের থেকে টাকা তোলা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাস্রম সঙ্ঘ এবং এরকম সমস্ত জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট খোলাখুলিভাবে তাদের আর্থিক কাজকর্ম চালায় এবং সমস্ত মানুষের জ্ঞাতার্থে তাদের বার্ষিক হিসেব সঠিকভাবে প্রকাশ করে।

১৯৬১ সালের আয়কর আইন অনুযায়ী, যদি এই ধরনের ট্রাস্টগুলি আয়কর আইনের ইউ/এস ১২৮ এ ধারায় নথিভুক্ত হয় তবে তাদেরকে আয়কর আইনের ইউ এস ৮০ জি (৫) ধারায় কোনো কর দিতে হবে না। তারা কর ছাড় পাবে। তবে তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে তৈরি করা আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। আয়কর বিভাগ তাদের প্রকাশিত হিসেব পরীক্ষা করবে এবং সন্তোষজনক মনে হলে সেই হিসেবকে সঠিক বলে মেনে নেবে এবং ট্রাস্টকে আয়কর দিতে হবে না।

আমি জানতে পারি যে এই ট্রাস্ট সাধারণ মানুষের দানের মাধ্যমে এক কোটি টাকা তোলে যার মধ্যে ৪০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে তৃণমূলের দপ্তর নির্মাণ করতে, যে দপ্তরটি সিপিএম, কংগ্রেস ইত্যাদিদের দপ্তরের তুলনায় বড়ো। বাকি ৬০ লাখ টাকার

মধ্যে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে প্রয়াত গৌতম বসুর স্ত্রী অনীতা বসুকে। এর কারণ ২০০৮ সালের ১৭ জুলাই তাঁর স্বামীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে শোকগ্রস্ত অনীতা তাঁর স্বামীর অসময়ে মৃত্যুর জন্য মমতাকে দায়ী করেন এবং তাঁকে 'ডাইনি' ইত্যাদি নামেও সম্বোধন করেন। অনীতাকে ফের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় জুন, ২০১০-এর নির্বাচনে কলকাতা পুরসভার ৬৯নং ওয়ার্ডের পৌরমাতা করে দিয়ে। নীচে একটি অ-স্বাক্ষরিত টাইপ করা কাগজের প্রতিলিপি দেওয়া হল, কাগজটি যে খামের ভেতর পাঠানো হয় তাতে এই লেখকের বা প্রেরকের নাম লেখা ছিল না, খামটি স্বেচ্ছা লেটার বক্সে ফেলে যাওয়া হয়।

Gautam Basu – Former Addl. P.S. to Mamata Banerjee (Rail Minister) who was then employed with Alom Extrusions Ltd. as V.P. (Marketing) was swept away on June 17, 2008 (Tuesday) night on his way back from Balasore to Kolkata as he & his vehicle was stranded on a bridge-way (Bhaktar pol in West Midnapore district) due to a flash flood. His body was subsequently recovered on June 19, 2008 (Thursday) once the water subsided. His body was brought to Kolkata on 20th June 2008 after post mortem (?) in Midnapore and was cremated that very late evening at Keoratola.

When news of his body recovery reached Kolkata, his wife Anita Basu, who was bed ridden with grief at her house in 11 Binoy Bose Road, Kolkata - 25 was openly cursing Mamata calling her a witch and the one responsible for his death as he was rushing back to Kolkata to attend a summons from ME which he was to attend on 18th June. In order to shut her up/keep her silent, she was later on given a compensation of Rs. 50 lakhs and a ticket to contest the Corporation elections in 2010. She is currently TMC councilor of KMC from Ward 69.

According to Anita Basu's loud proclamations on 20th June, 2008, as above, (while she was cursing MB for being responsible for her husband's death) Late Gautam Basu used to supply MB with either chicken sandwich or fish finger from Dalhousie Institute, a club located at Jhowtollah Road, Kolkata, of which he was a member) in the late hours of the evening, after the curtains of the Dharma Mancha had been pulled to cover those inside during MB's 26 day Singur fast opposite Metro Channel (in December 2006).

এর বিষয়বস্তু কেউ বিশ্বাস করতে পারেন, না-ও পারেন। যাঁরা কখনো বিশ্বাস করেননি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৬-এর ডিসেম্বরে সত্যিই ২৫/২৬ দিন অনশন করেছিলেন, তাঁরা শেষ অনুচ্ছেদটিতে আগ্রহের কারণ খুঁজে পাবেন।

পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরুণাভ ঘোষের থেকে জানতে পারি যে, তাঁরা কখনো এই ট্রাস্টের কোনো মিটিংয়ের কোনো নোটিশ পাননি। যে সমস্ত মিটিং কখনো হয়নি সেগুলির ভুলো কার্যবিবরণী তৈরি করা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে যে নোটিশ পাঠানো সত্ত্বেও তাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন —যে নোটিশগুলি তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু তাঁদের কাছে কখনো পৌঁছয়নি। ট্রাস্টটি বোর্ডে প্রত্যেকে আজীবনের জন্য সদস্য ছিলেন। কিন্তু মমতা সাঁদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না, তাঁদের সবাইকে মিটিংয়ে বারবার অনুপস্থিত থাকার মিথ্যা কারণ দেখিয়ে ট্রাস্টটি বোর্ড থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন।

তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আয়কর অফিসারকে সাতটি প্রশ্ন পাঠানো (প্রতিলিপি নীচে দেওয়া হল) হলে প্রথম পাঁচটি বুটিন প্রশ্নের উত্তর পাই। কিন্তু আয়কর অফিসার সুমিত দাশগুপ্ত শেষ দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হননি, কারণ হিসেবে জানান যে অন্যতম ট্রাস্টি সুব্রত বস্তু তাঁর লিখিত আপত্তি জমা দিয়েছেন সুমিত দাশগুপ্তর ০৯.০৩.২০১২ তারিখে লেখা চিঠির প্রতিলিপি প্রকাশ করলাম।

আমি এই নির্দেশের বিরুদ্ধে আবেদন করলাম এবং সংশ্লিষ্ট যুগ্ম অধিকর্তা আমার উপস্থিতিতে আবেদন মঞ্জুর করে একটি নোট দিলেন। কিন্তু আজও পর্যন্ত আমি শেষ দুটি আসল প্রশ্নের উত্তর পাইনি। তাই আবার আপিল করেছি।

‘কেন’ তা আমরা এখন জানি। সংশ্লিষ্ট আয়কর অফিসার ফেসবুকের নেশায় আক্রান্ত এবং তিনি রাতারাতি নিজের অবস্থান বদলে ফেলেছেন। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের পরাজয়ের আগে তিনি সিপিএমের সমর্থক ছিলেন, দেখা যাচ্ছে ৪ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে তিনি তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে মমতাকে নিয়ে কুৎসিত রসিকতা করেছেন যার একটি প্রতিলিপি দেওয়া হল।

নির্বাচনের মাসখানেক পরে তিনি রাতারাতি তৃণমূল সমর্থক হয়ে গেলেন এবং ২০১২-র ১ এপ্রিল তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে সুব্রত বস্তু, অর্থাৎ তথ্যের অধিকার আইনের প্রশ্নগুলিতে যিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন, তাঁর ছবি দিয়ে তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার দক্ষ সাংসদ বললেন। এরও একটি প্রতিলিপি প্রকাশ করলাম।

ট্রাস্টের অর্থভান্ডারে নির্মিত তৃণমূল ভবনে ট্রাস্টের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাত্র ১ টাকা মাসিক ভাড়া ৫০০ বর্গফুটের একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবাসিক জায়গা বরাদ্দ করেছেন। বছর চারেক আগে মমতার ছোটো ভাই বাটা শূ কোম্পানির কাছে মোটা টাকা চাঁদা চাইলে তাঁর সঙ্গে মমতার গাঙগোল হয় এবং সে সময় মমতা মাকে নিয়ে বেশ কিছুদিন তৃণমূল ভবনের এই জায়গাটিতে থেকেছেন।

আমি আমার ২৩.০৩.২০১২ তারিখের আবেদনের উপর লিখিত নির্দেশ পাব কিনা, সেখানে আবেদনটি মঞ্জুর করা হবে কিনা, জানিনা এ-বিষয়ে আমাকে ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রকের দ্বারস্থ হতে হবে হয়ত। এই জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ, বিধায়ক, নেতা, কর্মী, সমর্থকদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা তোলা হয়েছে। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জনকল্যাণের যে সমস্ত লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছিল, তার মধ্যে দুটি, অর্থাৎ টাকা তোলা এবং বিরাট তৃণমূল ভবন নির্মাণ ছাড়া অন্যগুলি পূরণের জন্য কখনো চেষ্টাই করা হয়নি।

একজন নামকরা মহিলা নেত্রী পরে তৃণমূল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, যদিও ২০০০ সালের জুন মাসে পুরসভা নির্বাচনের পর পুরসভায় ক্ষমতা দখলের জন্য তৃণমূল বিজেপি কংগ্রেস জোটের নির্মাতা ছিলেন তিনিই। তাঁর দোষ ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে, বিশেষত মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। সুব্রত মমতাকে এই মহিলার বিরুদ্ধে উসুকে দেন এবং এমনকি তাঁকে কলকাতা পুলিশের লক-আপেও

১৩৬ □ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে যেমন দেখেছি

পাঠান। পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ছাড়িয়ে আনেন। সুতরাং মমতা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে তৃণমূলের এই নেত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির এবং কয়েকশো কোটি টাকা তহরুপের অভিযোগ করেন। ২০০৫ ও ২০১০ সালে পরপর দুটি পুরসভা নির্বাচনে মমতা তৃণমূলের জবরদস্ত প্রার্থীদের দাঁড় করিয়ে এই মহিলাকে হারানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু দুবারই সে চেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি এখন কলকাতা পুরসভার কংগ্রেসি পৌরমাতা।

Dipak Kumar Ghosh IAS (RETD.)
EX-M.L.A. (1999-2001, 2001-2006)

128-A, Kanungo Park, Garia,
Kolkata - 700084.
Phone: 2430-4712
MobNo: 9477001638

BY SPEED POST

Date : 30.01.2012.

To
Shri Dipak Kumar Kedia
ITO (Exemptions - 1) Headquarters
Kolkata and CPIO
10B, Middleton Row
Kolkata - 700 071

Sub : Information wanted under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

I would like to have answers to the following questions under the above Act :

- Q. No. 1 Whether GRWT (Grass Roots Welfare Trust) is registered either as a Trust or Society u/s. 128A of the Income Tax Act, 1961 ?
- Q. No. 2 Whether GRWT has been granted approval in terms of provisions of Section 80G(5) of the Income Tax Act, 1961.
- Q. No. 3 If so, please provide copies of such certificates.
- Q. No. 4 If registered as above, does GRWT regularly files return of income, as provided under the aforesaid Act.
- Q. No. 5 If so, please provide the assessment jurisdiction of the above organization and date and acknowledgement number of returns filed with such jurisdiction.
- Q. No. 6 Whether the return for any of the assessment years of the organization was scrutinized u/s. 143(3) of the I.T. Act, 1961.
- Q. No. 7 If so, whether the organization has been found to be properly adhering to the provisions of the I.T. Act 1961 and has been found to apply income as per the provisions.

Since, in spite of best efforts in a number of post offices all over the city, a postal order of Rs. 10 could not be procured, a Rs. 10 currency note bearing no. QJT.803481 is enclosed which may kindly be accepted.

Regards.

Yours faithfully,

Dipak Kumar Ghosh
(DIPAK KUMAR GHOSH) 30.01.12.



OFFICE OF THE INCOME TAX OFFICER (EXEMPTION) - I/KOL
10-B, MIDDLETON ROW, KOLKATA-700071.
 Room 2 & 3, Post (PAX)-2227771-EXT-242

- ✓ A) Name of the Applicant : SHRI DIPAK KUMAR GHOSH, IAS (Retd.) *[Signature]*
 B) Address of the Applicant : 128-A, Kanungo Park, Garia, Kolkata - 700084
 C) Date of Order : 9th March, 2012

ORDER U/S 7 (1) OF THE R.T.I ACT, 2005

Shri Dipak Kr. Ghosh, I.A.S. (Retd.) submitted an application on 30/01/2012 which was severd to the office of the undersigned on 01/02/2012 under Right to Information Act, 2005 seeking the following information in respect of 'GRASS ROOT WELFARE TRUST having office at 36-G, Topsia Road, Kolkata-700039' bearing P.A.N.- AAATGS246Q.

- i) Whether GRWT (Grass Root Welfare Trust) is registered either as a Trust or Society u/s 128A of the Income Tax Act, 1961 ?
- ii) Whether GRWT has been granted approval in terms of provisions of Section 80G(5) of the Income Tax Act, 1961 ?
- iii) If so, Please provide copies of such certificates -
- iv) If registered as above, does GRWT regularly files return of income , as provided under the afore said Act .
- v) If so, please provide the assessment jurisdiction of the above organisation and date and acknowledgement number of returns filed with such jurisdiction.
- vi) Whether the return for any of the assessment years of the organisation was scrutinized u/s 143(3) of the I.T. Act, 1961.
- vii) If so, whether the organisation has been found to be properly adhering to the provisions of the I. Tax Act, 1961 and has been found to apply income as per the provisions.

Information sought for by the applicant was related to the third party i.e., GRASS ROOT WELFARE TRUST having office at 36-G, Topsia Road, Kolkata-700039" hence a letter u/s 11(1) of the RTI Act, 2005 was issued to the trustee of 'GRASS ROOT WELFARE TRUST' asking for no objection if any, to disclose the information. The trustee of the trust submitted an application raising the objection against providing the above mentioned informations. Gist of the objections raised by the trustee is as under :-

" We therefore strongly object to any discloser of information regarding the Trust as sought by Shri Dipak Kumar Ghosh , IAS (Retd.) as the same is personal information and held by the income tax department in a fiduciary capacity and there is no public interest in discloser of such information would cause unwarranted invasion of the privacy and such the information so sought can not be disclosed under the Right to Information Act, 2005 and hence the application made by the applicant should be rejected ".



Page-2

- 2) In view of the above, only information sought on point (i) to (v) can be disclosed and other information regarding query no (vi) to (vii) being barred for disclosure u/s 8(1) (i) of RTI Act, 2005 on the ground that requisite information are confidential in nature and the third party has not consented for the disclosure thereof as which is also covered by the decision of the full bench of Central Information Commission, New Delhi in the Appeal No C/C/AT/A/2008 / 00628 Dated. 5th June 2009 on appeal from Sri Milap Chordia Vs. Central Board of Direct Taxes, New Delhi held that such disclosure does not have any public interest.

Moreover, as per the order in the case of Shri Manoj Kanodia Vs DIT(E) / Kolkata Dated 03/08/2010 passed by the Hon'ble CIC, New Delhi comment as under :-

"It is, however, to be noted that the RTI Act has been enacted to bring about transparency in the functioning of the public authorities by way of enabling the citizens to secure access to information under their control. Disclosure of information is the rule under this law; non-disclosure, an exception. Disclosure of information, however, is subject to the provision of section 8(1) of the RTI Act. No information can be disclosed if it invades the privacy of an individual or legal entity."

- 3) However In response to an application by Shri Dipak Kumar Ghosh, seeking information in respect of 'Grass Root Welfare Trust' in RTI Act, 2005 on 31/01/2012 which was severed to the office of the undersigned on 01/02/2012, the following informations are appended below after considering the objection filed by the said Trust in u/s 8 (1) (i) of the RTI, Act, 1961:-

Sl. No.	Information Sought under R.T.I. Act, 2005	Information Provided by the A.O.
i.	Whether GRWT(Grass Root Welfare Trust) is registered either as a Trust or Society u/s 128A of the Income Tax Act, 1961?	Yes. Grass Root Welfare Trust is being already registered u/s 12AA of the I. Tax Act, 1961 vide No. <u>DIT(E)/T-52 Dated 24/08/2002</u> <u>8E/98/2002-03</u>
ii.	Whether GRWT has been granted approval in terms of provisions of Section 80G (5) of the Income Tax Act, 1961?	Yes. The said Trust has already been granted approval u/s 80G(5) (vi). The copy of Certificate u/s 80G (5)(vi) not available with this office.
iii.	If so, Please provide copies of such certificates	The photocopies of the Certificate u/s 12A is being enclosed with this order and the copy of Certificate u/s 80G (5)(vi) not available with this office.
iv.	If, registered as above, does GRWT regularly files return of income, as provided under the afore said Act.	Yes. They are regularly filed their I. Tax Return.



5. But the big building built out of the fund collected on 36G, Topsia Road, Kolkata - 700039, instead of being used for any public charitable purpose, is being used as the Headquarters of a political party, namely All India Trinamool Congress and is named as Trinamool Bhavan and the people and the press know it as such.

6. The 1st floor has a hall to accommodate about 500 people and chambers for junior leaders of the party. The 2nd Floor has an A.C. Hall for 200, an A.C. Chamber-cum-Residence for the top leader and several chambers for other senior leaders. The 2nd floor is all residential for leaders coming to Kolkata from the districts.

7. Not only that, parts of the building are being used for private purposes other than official work of A.I.T.C. An A.C. part on the 1st floor has been rented out as office-cum-residence to the top functionary of the AITC at a monthly rent of Rs. 100/- per month, the real rent would be at least Rs. 5,000/- per month. That top leader, after a quarrel in the family, shifted their with her mother and stayed there for a number of days about 4 years back. The matter was reported in the press at that time.

8. Funds have also been misused / misappropriated.

9. The 2nd Floor was used as temporary residence of outsiders, mostly AITC leaders and workers visiting Kolkata for party work. There have been instances of using this floor for holding private parties including drinking sessions and enjoying female companionship. At least, once, about 4 years back the General Secretary of the party was found in a compromising position with a female companion. He was temporarily relieved of his duties and I was asked to do his job which I refused. After some days, he was reinstated, but the 2nd floor was locked up.

10. Records have been manipulated and manufactured to exclude important trustees like (1) Sri Subrata Mukherjee, (2) Sri Pankaj Banerjee, (3) Sri Sobhan Deb Chattopadhyay, (4) Sri Dinesh Trivedi and (11) Sri Arunavo Ghosh, although all Trustees are to be lifetime Trustees without their knowledge i.e., without giving any of them any "show cause" or final notice and without going through the mandatory formalities and without informing the Income Tax department. These Trustees, if contacted, will confirm my allegations.

11. Two other Trustees - (9) Late Dilip Mazumdar and (15) Late Gautam Basu died years back. No other Trustee has been inducted in their places.

12. The Trust raised funds from all and sundry to meet the huge expenditure for construction of the very large building. As an M.L.A. (2001 - 2006) of West Bengal Legislative Assembly I contributed some amount to the Trust through the Legislature Party Fund of Trinamool M.L.A.s.

:: 3 ::

13. Further, grant of registration u/s. 12AA of the I.T. Act certifies a trust as formed to serve 'charitable purpose' as defined u/s. 2(15) of the I.T. Act, 1961. The 'Aims and Objectives of the Trust' (copy enclosed) also enlists twenty five clauses of public charity and involves public interest exclusively.

14. Accordingly non-providing of information on objection filed by the trustee as being (i) 'personal' in nature, (ii) that there is 'no public interest' involved and (iii) that 'disclosure of information could cause unwarranted invasion of privacy' simply does not hold good.

15. I have also information that there has been modification in Trusteeship of the GRWT over the years dropping important members, giving place to unscrupulous characters.

16. In reply to query no. (v) of the application, the CPIO has not made it clear whether return for Assessment Year 2009-10 was the only return filed by GRWT or that returns for previous years were filed too and subsequent years, already due have also been filed.

17. Hence, there can not be any objection by any Trustee against any query in my RTI application.

18. Thus, I appeal to you to reject any objection by any Trustee and to direct the ITO(E)/1/Kol to furnish complete replies to the 2 (two) other queries as wanted by me in my RTI Application.

19. If I get the replies, I may be in a position to furnish to you details of all unlawful activities of the present Trustees for your taking necessary legal action.

20. I pray for a personal hearing and before that an inspection of this building by a senior office with notice to me so that I can remain present.

Thanks.

Yours faithfully,


h.c. Moha.
23/03/2012
(DIPAK KUMAR GHOSH)



ofc

AS.

[illegible]



আবার উল্টো পুরান
দায়িত্ব কল্ল
উল্টে গেলো || S.F.I
বিপুল জয় TMCPR

Share

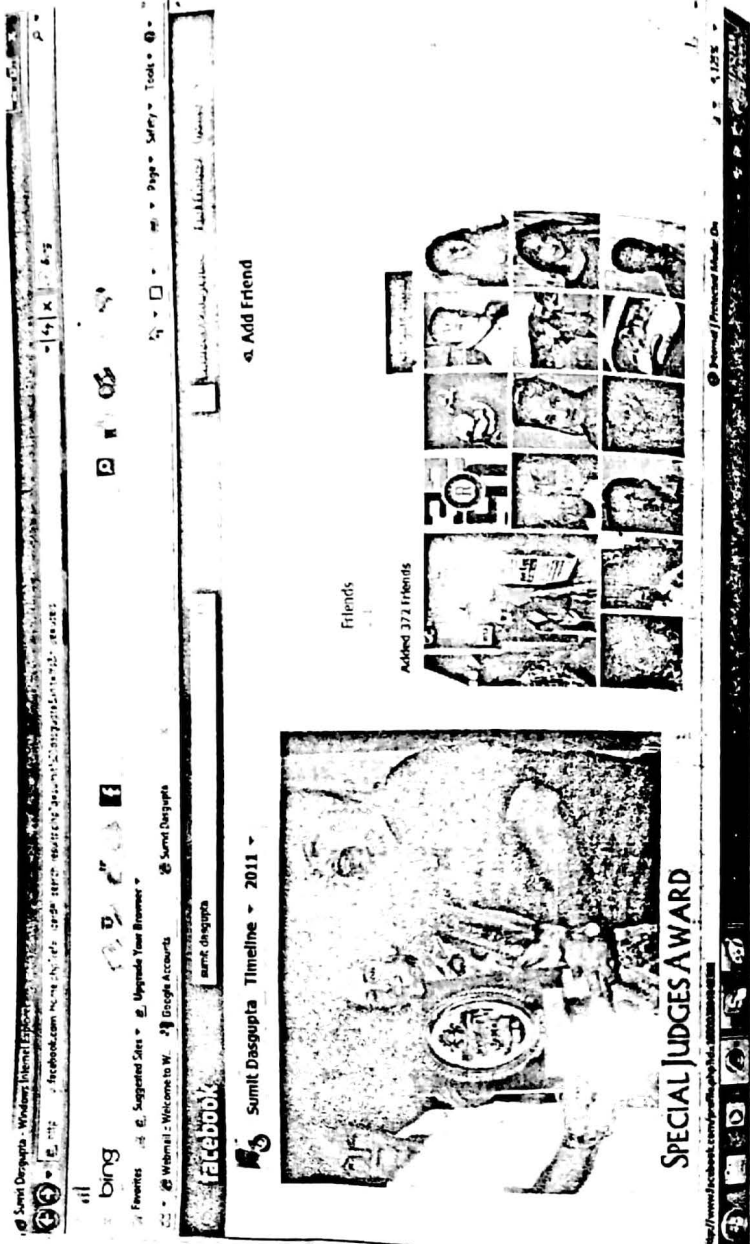
Sumit Dasgupta

Internet Explorer Mode On

Sumit Dasgupta - Windows Internet Explorer
 http://www.facebook.com/...
 Bing
 Sumit Dasgupta
 Upgrade Your Browser
 Sumit Dasgupta

paal
 A Very Rare Father-Son
 Love Father Story
 TheMoxieInfo.net
 Sumit Dasgupta
 ORAMA'S PAA
 2 people like this

Internet Protected Mode On
 Sumit Dasgupta



bang



Friends (5) E. Suggested Sites (2) Upgrade Your Browser

5 - 8 Mutual Friends to M... 8 Smart Dimples

facebook

smart dimples

Smart Dimples Timeline - 2012 -

January 21



27/01/2012: DOPY approves the Cadre Review proposal for IT Dept with certain amendments. File ready for issue to CBDT.

Share

Like



Top 10 Swiss Bank etc



3. Add Friend

Internet Explorer

বারো

স্ব-ঘোষিত 'সততার প্রতীক' মমতা,
বস্তুত একজন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক।

আমাদের এখানে সাধারণ মানুষ সরল। তারা কখনোই বিশ্বাস করবেন না যে সাধারণ সূতির শাড়ি পরা, পায়ে হাওয়াই চপ্পল, কাঁধে কোলা নেওয়া, মুড়ি খাওয়া মমতা বন্দোপাধ্যায় দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পারেন। আমার দেশবাসীরা, আপনারা ভুল ভেবেছেন, ভীষণ-ভীষণ ভুল। মমতার ঐ শাড়ি ধনেখালি থেকে আসা বিশেষ শাড়ি। সৌজন্যে মমতার অম্ব অনুগামী বিধায়ক অসীমা পাত্র। প্রতিটি শাড়ির দাম মাত্র ৮০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা।

পর্যটকদের, বিশেষত বাঙালিদের সারা বছরের বিশেষ আকর্ষণের জায়গা পুরির সমুদ্র সৈকতের স্বর্গদ্বারের কাছে ৬ কোটি টাকা মূল্যের যে 'সোনার তরী' হোটেলটি আছে, তার মালিক কে? মালিক হলেন শ্রী অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, যার ঠিকানা ৩০-বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কালীঘাট, কলকাতা ৭০০০২৬, অর্থাৎ মমতার বাসস্থান। যখন তাঁকে মামাবাড়ি থেকে কলকাতায় আনা হয়, "তখন তিনি খুবই ছোটো ছিলেন" এবং "আমার বাবা-মা যে বাড়িতে আমাকে নিয়ে আসেন সেখানেই আমরা এখন থাকি" (জানুয়ারি, ২০১২-র কলকাতা বইমেলায় লোটাস পাবলিশার্স প্রকাশিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'My Unforgettable Memories'-এর ২০ পাতায় অনুচ্ছেদে নং ৩)।

কে এই অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়? তিনি মমতার ছয় ভাইয়ের অন্যতম, মমতার একমাত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তাঁর ডাকনাম বস্তু। অবশ্যই হোটেলটির মালিক হিসেবে আরো একজনের নাম আছে—শশাঙ্ক চক্রবর্তী। তিনি অবশ্য ৩০-বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ঠিকানায় থাকেন না এবং এই ভদ্রলোকের অন্য কোনো ঠিকানাও হোটেলের মেনু কার্ডে দেওয়া হয়নি (মেনুকার্ডের প্রতিলিপি নীচে দেওয়া হল—দয়া করে দু পিঠাই দেখুন)।

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি হার্ডওয়্যারের দোকান আছে। শশাঙ্ক চক্রবর্তীর ঠিকানা, পেশা—কিছুই জানা যাচ্ছে না। হোটেলের জন্য টাকা কোথা থেকে এল? উত্তর খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন নয়।

আমি প্রথমবার নির্বাচনী রাজনীতিতে যোগ দিই ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে, একটি বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনে দাঁড়িয়ে, তারপর মেদিনীপুরের মহিষাদলের

এই আসনটি ২০০১-এর নির্বাচনে ধরে রাখতে সমর্থ হই, ২০০৬ সালে যাদবপুরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে পরাজিত হই, ফের মেদিনীপুর থেকে লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়াই ২০০৯-এ। এইসবের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষত নেতাদের মাধ্যমে নির্বাচনী অর্থভাণ্ডার সংগ্রহ এবং বন্টন সম্পর্কে আমার যথেষ্ট প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে।

মমতা যখন ২০০১ সালে স্বেচ্ছায় বিজেপি-র সঙ্গে একতরফাভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেন, তখন কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসকে ১০ কোটি টাকা দিতে রাজি হয়।

তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী কমলনাথ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তি পাকা করতে চট্জলদি কলকাতায় উড়ে আসেন। মমতা তখন সুদীপের এস.এন. ব্যানার্জি রোডের ফ্ল্যাটে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেসের থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ কোটি টাকা পাওয়ার কথা। কমলনাথ তাঁর মালপত্রের সঙ্গে প্রথম কিস্তির ৩ কোটি টাকা নিয়ে আসেন। কংগ্রেসিদের নার্সিং হোম হিসেবে পরিচিত বালিগঞ্জের রিপোজ নার্সিং হোমের প্রশাসনিক অফিসার শ্রী সুরঞ্জন ঘোষ টাকা ভর্তি সুটকেসগুলি আনতে নার্সিং হোমের অ্যান্ডুলেন্স নিয়ে দমদম বিমানবন্দরে যান এবং তারপর ঐ অ্যান্ডুলেন্সে সুটকেসগুলি সুদীপের ফ্ল্যাটে মমতার কাছে পৌঁছে যায়। পরের দুটি কিস্তির টাকাও মমতার হাতে পৌঁছয়। শেষ কিস্তির ২ কোটি টাকা তাঁর কাছে পৌঁছয়নি কারণ তিনি তখন নির্বাচনী প্রচারণার জন্য বাইরে ছিলেন। সুদীপ ওই টাকা পাওয়ার কথা অস্বীকার করেন। এই অস্বীকারের ফলে এবং এরপর এল. কে. আদবানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে সুদীপের এনডিএ সরকারের মন্ত্রী হওয়ার চেষ্টার ফলে, মমতা তখন মন্ত্রী নন, সুদীপের সঙ্গে মমতার দূরত্ব বেড়ে যায়। সুদীপ দল ছেড়ে দেন এবং ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম আসনে সিপিএম-বিরোধী ভোট ভাগাভাগি করে তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পরাজয় সুনিশ্চিত করেন।

সুদীপ ২০০৬ সালে বৌবাজার বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জেতেন, কিন্তু ২০০৮-এর শেষের দিকে তৃণমূলে ফিরে আসেন এবং ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কলকাতা-উত্তর কেন্দ্র থেকে সাংসদ হন। প্রথমে তাঁকে মন্ত্রীও দেওয়া হয়নি। কিন্তু মমতা যখন ক্যাবিনেট ছেড়ে দেন এবং দীনেশ ত্রিবেদীকে রেলমন্ত্রকের পূর্ণমন্ত্রী করা হয়, তখন তাঁকে প্রতিমন্ত্রী করা হয়।

২০০১ সালে কংগ্রেস মমতাকে যে ৮ কোটি টাকা নগদ দেয়, তার বেশিরভাগই তিনি বন্টন করেননি। এই টাকার একটি বড়ো অংশ পুরিতে হোটেল তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। মমতা ২০০১ সালে এই টাকা পান, তার পরেই এই হোটেল করার কথা ভাবা হয় এবং চার বছর পরে এই হোটেলের নির্মাণ শেষ হয়। একথা মনে করাই যায় যে 'সোনার তরী' নামটি দিয়েছেন মমতা। কোনো

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই ৬ কোটি টাকা দেওয়া হলে তার তথ্য বিশদে প্রকাশ করা উচিত। যদি কোনো ব্যাঙ্ক থেকে কোনো ঋণ নেওয়া হয়ে তাকে, এবং যদি সেটি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া হয়ে থাকে, মুকুল রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে যার ডিরেক্টর ছিলেন, তবে এ বিষয়ে সন্দেহ করা যেতেই পারে। ব্যাঙ্ক আমাকে তথ্য দিতে রাজি হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, আমি কয়েক মাস আগে একজন ভালো ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে পুরী যাই। পুরী রেলস্টেশনে এক রিকশাওয়ালা বলে যে কোনো হোটেলেই হয়ত এক্ষুনি ঘর পাওয়া যাবে না। তবে 'দিদির হোটেলে' চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আমরা 'সোনার তরী'-তে যাই এবং সৌভাগ্যক্রমে ডর্মিটরিতে জায়গাও পাই। আমরা অনেক ছবি তুলি এবং ডেস্কের ছেলগুলি আমাদের হোটেলের প্রচার সংক্রান্ত সব কাগজপত্রও দেয়। তার আগেই আমার এক বন্ধুর থেকে মেনুকার্ড জোগাড় করি, তিনি দু-তিন বছর আগে পুরী গিয়েছিলেন এবং মেনুকার্ডটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

মমতার আরেক ভাই অসীম (ওরফে কালী) কালীঘাট ফায়ার ব্রিগেডের উন্টোদিকের এক বহুতলে একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন অন্তত ২০ লক্ষ টাকায়।

দ্য স্টেটসম্যানের তিনটি রিপোর্টে—যার মধ্যে শেষটি প্রকাশিত হয়েছে ০৯.০৫.২০১২ তারিখে—সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে যে নীল-সাদা কোটি কোটি টাকার রং দিয়ে কলকাতাকে লন্ডন করা হচ্ছে, সেই রং কলকাতা পুরসভাকে সরবরাহ করা হচ্ছে মমতার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে কিনে। তাঁর নাম অভিষেক, মমতার এক ভাইপো এবং তাঁর পরের ভাই অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে। ২৭ কোটি টাকার ব্রিফলা ল্যাম্প পোস্ট এবং তার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রও আনা হয়েছে অস্বাভাবিক উপায়ে। এসব নিয়ে তদন্ত শুরু হতেই মমতা বেআইনীভাবে ফাইলটি নিয়ে তার জিম্মায় রেখে দিয়েছেন।

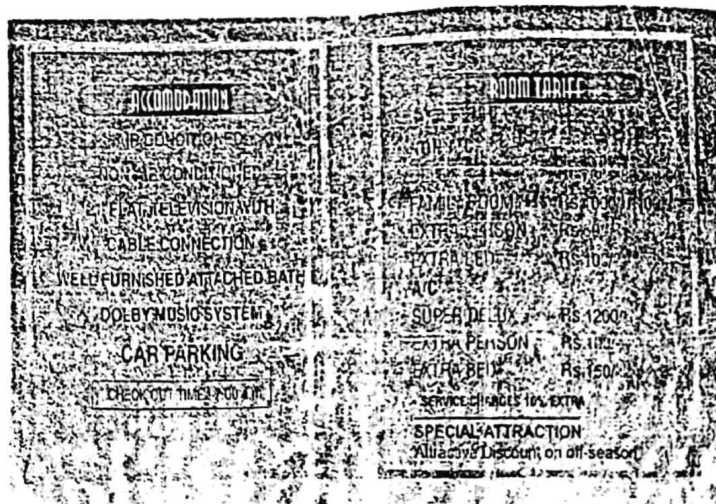
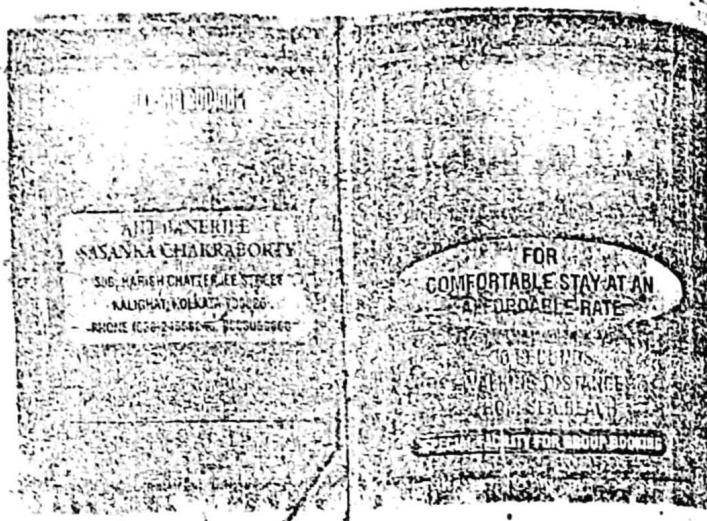
মমতার রোদে পোড়া, জলে ভেজা, আপাতদৃষ্টিতে সরল জীবনযাপন মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ১৯৮৪ সালে সাংসদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর টালির চালের শোবার ঘরটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে নেন, তাঁর অফিস, অ্যান্টি-চেম্বার ইত্যাদিও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে নেন। ২০০৪ সালে তোপসিয়া রোডে তৃণমূল কংগ্রেস ভবন তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তিনি তাঁর শোবার ঘর, বসার ঘর-সহ ব্যক্তিগত চেম্বার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে নেন। তিনি সবসময় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে সফর করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠদের মধ্যে কে তাঁকে সাম্প্রতিকতম মডেলের গাড়ি দিতে পারে, সে নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা হয়।

আমি যত জন রাজনৈতিক নেতাকে চিনি অথবা দেখেছি, মমতা তাঁদের সবার চাইতে বেশি প্রচারমুখী। খবরের কাগজ ও টি.ভি. চ্যানেলের ফোটোগ্রাফাররা তাঁর

ছবি তোলাকালীন তাঁর অনুগামীরা তাঁর পাশে অথবা পেছনে সবচেয়ে লাভজনক জায়গাটি নেওয়ার জন্য ধাক্কাধাক্কি করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

বাইরে তাঁর সরল জীবনযাপনের দেখানো অন্য যে-কোনো লোককে বিভ্রান্ত করতে পারে, কিন্তু আমি এত বছর ধরে যে মমতাকে কাছ থেকে দেখেছি, সে মমতা ভিন্ন।

তিনি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর ছাড়া থাকেন না, দূর যাত্রায় অন্য গাড়িতে চড়েন না, বিউটি পার্লারে গিয়ে মাসে একবার মুখ ঘষামাজা করেন। তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক।



তের

কৃতিত্বের ভূয়ো দাবি—তিনি কোথা থেকে টাকা পেয়েছেন; যদি তিনি টাকা পেয়েই থাকেন তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে আর্থিক সহায়তার প্যাকেজের জন্য চরম সময়সীমা দিচ্ছেন কেন?

রাজ্যের ঋণের সুদ তিন বছরের জন্য মকুব-সহ আরো বেশি কেন্দ্রীয় সহায়তা চেয়ে মমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে একের পর এক চরম সময়সীমা দিচ্ছেন।

কিন্তু তার সঙ্গেই তিনি দাবি করছেন যে প্রস্তাবিত সময়সূচির আগেই উন্নয়নের সমস্ত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়ে যাচ্ছে।

গত ১৯ এপ্রিল বসিরহাটের এক জনসভায় মমতা দাবি করেন যে, তাঁর সরকার “১০ বছরের কাজ ১০ মাসে” করে ফেলেছে। তিনি আশ্বাস দেন যে আগামী পাঁচ বছরে এত কাজ হবে যে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের গর্ব হয়ে উঠবে। তিনি আরো দাবি করেন যে ১০ মাসের মধ্যে তাঁর সরকার ২.৭৫ লাখ সরকারি চাকরি তৈরি করেছে। বেসরকারি ক্ষেত্রে আরো ২.৫০ লাখ চাকরি তৈরি হয়েছে।

তিনি সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করে বলেন যে, মাসখানেকের মধ্যে সরকারি চাকরি ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সংরক্ষণ দেওয়ার জন্য বিল পাস হয়ে যাবে।

এই জনসভায় তিনি মানুষকে শুধুমাত্র সরকারের অনুমোদিত খবরের কাগজ পড়তে বলেন এবং যে সব টি.ভি. চ্যানেলে সরকার-বিরোধী আলোচনা দেখানো হয় সেগুলিকে বয়কট করতে বলেন।

সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ঝকঝকে কাগজে ছাপা দুটি বইতে—(১) একটি সরকারের ৯০ দিন পূর্তি উপলক্ষে, ‘সরকারের ৯০ দিন’, (২) আরেকটি ২০১২-র এপ্রিল মাসে সরকারের ১১ মাস পূর্তি উপলক্ষে—দাবি করা হয়েছে যে ২০১১-১২ সালে সরকারের ৫৫টি বিভাগের প্রতিটি তাদের কার্যসূচির ৯০ শতাংশ সম্পূর্ণ করে ফেলেছে এবং কয়েকটি বিভাগ লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশই পূরণ করেছে।

গত ১৭ এপ্রিল টাউন হলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের রিভিউ মিটিং হওয়ার আগেই ১৬ এপ্রিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিলেন যে তাঁর সরকার ১০০-এ ১০০ পেয়ে গেছে। রিভিউ মিটিংয়ের আগেই এ ধরনের মন্তব্য করার অর্থ কী? এর অর্থ মন্ত্রীদের অগ্রিম জানিয়ে দেওয়া যে পরের দিন মিটিংয়ে যেন ১০০ শতাংশের কম না বলা হয়।

একথা যদি সত্যি হয় তবে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যকে দেউলিয়া করে দিয়েছে বলে চ্যাচানোই বা হচ্ছে কেন, আর যে বন্ধু কেন্দ্রীয় সরকারে তৃণমূলের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী আছেন, তার কাছে বারবার বিরাট অঙ্কের আর্থিক সহায়তা চেয়ে চরম সময়সীমাই

১৬৬ □ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে যেমন দেখেছি

বা দেওয়া হচ্ছে কেন? কোনো টাকা না থাকা সত্ত্বেও এবং ২০১২-১৩ আর্থিক বর্ষের প্রথম মাসে শুধু মাইনে দেওয়ার জন্য বাজার থেকে ৩৫০০ কোটি টাকা তুলেও কীভাবে সমস্ত কাজ হয়ে গেল?

কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে সম্পূর্ণ টাকা আগাম পাওয়ার পরে ২০১১-১২ সালে এম.জি.এন. আর.ই. জি.এস প্রকল্পে কীভাবে লক্ষ্যমাত্রাভুক্ত কাজের দিনের মাত্র শতকরা ৩৪ ভাগের বেশি সৃষ্টি করা গেল না কেন?

কোনো টাকা ছাড়াই সরকারি উন্নয়নের কাজ করে ফেলা মমতার নতুন জাদু। মিথ্যে কথায় ভরা বক্তব্যকে পুস্তিকা বের করলেই চলবে না। কখনো-না-কখনো সত্য প্রকাশ পাবেই।

চোদ্দ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিশ

রাজ্যে বিরোধীপক্ষে থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুলিশের প্রথম বড়ো



সংঘর্ষ হয় ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই। সেদিন যুব কংগ্রেসের একটি মিছিল মহাকরণকে চারদিক থেকে ঘেরাও করতে গেলে জ্যোতি বসুর পুলিশ তাদের থামাতে এবং ছত্রভঙ্গা করে দিতে গুলি বৃষ্টি শুরু করে। মমতা সেদিন ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মীকে হারান।

তিনি আরো একজন যুব কংগ্রেস কর্মীকে হারান ১৯৯৪ সালে বারাসতে, এক সভায়। বর্তমানে ক্যাবিনেটে তাঁর সহকর্মী রচপাল সিং সে সময় উত্তর চব্বিশ পরগণার পুলিশ সুপার ছিলেন। রচপাল সিং নিজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই সভায় গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। মমতা মঞ্চে লাফিয়ে পড়েন এবং বিনা আঘাতে পালাতে সক্ষম হন।

এরপর বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের উপর তাঁর বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের কথা মানুষ অনেক শুনছেন। কখনো তিনি থানায় গিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ-এর চেয়ারে বসে পড়েছেন, আবার কখনো কোনো পুলিশ অফিসারের টুপি ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মাথায় পরেছেন।

১৯৯৩ সালের ৭ জানুয়ারি মমতা শান্তিপুরের এক সিপিএম ক্যাডারের ধর্ষণের শিকার, একটি মুক-বধির যুবতী ও তাঁর বিধবা মা দীপালি ও ফেলানি বসাককে নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করতে আসেন। সেদিন মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের কাছে কলকাতা পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনার (গৌতম মোহন চক্রবর্তী) মমতার চুলের মুঠি ধরে তাঁকে টেনে নিয়ে যান, এরপর তাঁকে প্রিজন্ ভ্যানে তুলে লালবাজার লক-আপে নিয়ে যাওয়া হয়। মধ্যরাত পর্যন্ত তাঁকে সেখানে রাখা হয়, তারপর রাত্তায় বের করে দেওয়া হয়।

২০০০-০১ সালে মেদিনীপুর, হুগলি এবং বাঁকুড়া জেলায় পুলিশ সিপিএম ও জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর (পরবর্তীকালে মাওবাদী) বন্ধুকবাজ যৌথবাহিনীর সাহায্যে তৃণমূল নেতা, কর্মী, এমনকী সাধারণ সমর্থকদের উপর হামলার সময় নেতৃত্বও দিয়েছে, যাতে এঁদেরকে নিজেদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা যায় এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে এঁরা ভোট দিতে না পারেন।

এনডিএ সরকারে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন (অক্টোবর, ১৯৯৯—মার্চ, ২০০১) রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও, ২০০১ সালের ৩ জানুয়ারি কেশপুরে একটি জনসভা সেরে ফেব্রার সময় সিপিএমের গুন্ডারা মমতাকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়লে তিনি আহত হন। আমি তখন এফআইআর করি, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে সই করেন। সেটি কেশপুর পুলিশকে জমাও দেওয়া হয়। সে সময় কেশপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জ ছিলেন সন্দীপ সিংহ রায়, ইনিই লালগড় থানার সেই কুখ্যাত অফিসার-ইন-চার্জ, যিনি ২০১০ সালের ৫/৬ নভেম্বর ভোরে বে-আইনীভাবে ছোটো পে লিয়াগ্রামে তল্লাসি চালান, গ্রামবাসীদের মারধর করেন এবং ১৩ জন সাঁওতাল রমণীকে গ্রেপ্তার করেন, এবং এর ফলেই পুলিশ এবং সিপিএমের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ শুরু হয়। যাই হোক, সেদিন কেশপুরে সন্দীপবাবু কোনো পদক্ষেপই নেননি।

২০০১ সালের নির্বাচন চলাকালীন দিনের পর দিন মেদিনীপুরে বসে থেকে মমতা কিছুই করতে পারেননি, তখন শুধু কেশপুরেই নয়, গড়বেতা এবং মেদিনীপুর, হুগলি ও বাঁকুড়ার বহু কেন্দ্রে পুলিশ সক্রিয়ভাবে সিপিএম-কে রিগিং করতে সাহায্য করেছে। তবে মমতার কাছে সঠিক তথ্যও ছিল না। নইলে তিনি সেদিন দুপুরে মেদিনীপুর ছাড়ার আগে দু-আঙুল দিয়ে ‘ভি’ চিহ্ন দেখাতেন না বা সংবাদমাধ্যমকে বলতেন না যে, তাঁদের সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হবে মহাকরমে, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে।

সিপিএম প্রার্থী নন্দরানী দল কেশপুর কেন্দ্রে ১.০৮ লাখ ভোটে জেতেন, যা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বকালের রেকর্ড। সে বছর বামফ্রন্ট প্রার্থীরা প্রায় ৩০-৩৫টি কেন্দ্রে রেকর্ড ভোটে জেতেন—গোঘাট (৯৬ হাজার), আরামবাগ (১ লাখ), কোতুলপুর (৭৫ হাজার) ইত্যাদি। ফল প্রকাশের পর তিনি বলেন “কংগ্রেস আমাকে বাঁশ দিয়েছে” এবং “সাংবাদিকদের খুব ভাল হয়েছে।” নির্বাচনী প্রচারণার সময় বর্তমান পত্রিকার প্রবীর ঘোষাল এবং আনন্দবাজার

পত্রিকার অনিন্দ্য জ্ঞানা তাঁর গাড়িতে তাঁর সঙ্গে ঘোরেন, তাঁর ঘরের লাগোয়া ঘরে রাত্রিবাস করেন। এই দুজন সাংবাদিক তখন তাঁর প্রধান বন্ধু ও পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন, তাঁরা মমতাকে চাপ দিয়ে তাঁদের মনোনীত কয়েকজনকে তৃণমূল প্রার্থীও করান, তাঁরা সকলেই নির্বাচনে হেরে যান।

২০০১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যবর্তী লম্বা সময়ে মমতা কদাচিৎ গ্রামে গিয়েছেন।

২০০১ সালে তিনি হঠকারীর মতো এনডিএ ছেড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করায় নির্বাচনে তাঁর পরাজয় ঘটে। প্রতি বছর ২১ জুলাই রেওয়াজ অনুযায়ী শহিদ দিবস পালন করা ছাড়া তিনি এই সময় কলকাতাতেও কোনো জনসভায় যেতেন না। ২০০৪ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের একমাত্র সাংসদ তিনি। এই একা সাংসদ তাঁর সময় কাটাতেন ছবি এঁকে আর দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের শক্তি ২০০১ সালের অর্ধেক হয়ে যায়, ৬০টি আসন থেকে নেমে ২৯টি আসন—বিধানসভায় সরকারিভাবে বিরোধী পক্ষের নেতৃত্ব দাবি করার জন্যও এই সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। এই সময় তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েন।

হঠাৎ করে ২০০৬ সালের মে মাসে সিঙ্গুরে জমি আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তিনি সেখানে যান মাস চারেক পরে—২০০৬-এর ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি বিডিও অফিসে যান, সেখানে তখন একজনের জমির জন্য ক্ষতিপূরণের চেক অন্যজনকে দেওয়ার প্রতিবাদে বিরাট জনতা জমা হয়েছে। প্রায় মধ্যরাত নাগাদ পুলিশ দিল্লি থেকে মুখ্যমন্ত্রী বৃন্দদেব ভট্টাচার্যের সবুজ সঙ্কেত পায়। এরপরই মমতাকে বলপূর্বক সেখান থেকে সরিয়ে, নিগ্রহ করে পুলিশভ্যানে তোলা হয়, ভ্যানের মধ্যে এমনকী মহিলা পুলিশরাও (যারা সকলেই সিপিএম ক্যাডার) তাঁকে নিগ্রহ করে এবং মধ্যরাত পার করে তাঁকে বিদ্যাসাগর সেতুতে (দ্বিতীয় হুগলি সেতু) নামিয়ে দেওয়া হয়।

তিনি পরদিন সকালেই ময়দানে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ‘ধর্না’র বসেন। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্ডী সেখানে তাঁকে সান্দ্রনা দিতে গেলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং বলেন “প্রিয়দা, আমি আর বাংলায় রাজনীতি করব না।”

২০০৬ সালের ২২রা/৩রা ডিসেম্বর তিনি সিঙ্গুরে ঢুকতে গেলে পুলিশ তাঁকে বলপূর্বক বাধা দেয়। এরপরই তিনি ২৫/২৬ দিন ধরে অনশনের প্রহসন করেন।

২০০৭ সালের ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে পুলিশি গণহত্যার পর পুলিশ তাঁকে সেখানে যেতেও বাধা দেয়।

কাজেই ১৯৯৩-এর জুলাই থেকে বরাবর পুলিশ তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে; বিশেষত ১৯৯৮ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাঁর নতুন দল তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান বিরোধীপক্ষ হয়ে ওঠার পর থেকে—সে বছর কংগ্রেস মালদায় একটি মাত্র আসন পেয়েছিল, আর তাঁর দল কলকাতা ও তার আশেপাশের সব আসন-সহ ৭টি আসন জেতে এবং তাঁর শরিক দল বিজেপি দমদম আসনে জেতে।

এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০১১ সালের ২০ মে তিনি বামফ্রন্টকে নির্মূল করে মুখ্যমন্ত্রী-তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন।

প্রবীণ ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এস.এন.এম আবদির সম্পূর্ণ রিপোর্টটি নীচে দেওয়া হল, এবং এখানে শুধু নির্বাচিত অংশের অনুবাদ দেওয়া হল :

শেষের আগের অনুচ্ছেদ—“এবং মমতা শপথ করে বলেছেন যে পচনন্দা শুধু তাঁকে মারধরই করেননি, তাঁর শাড়ি-ব্লাউজ ছিঁড়ে দিয়েছেন।”

শেষ অনুচ্ছেদ “মমতা কি এদের ক্ষমা করে দেবেন, নাকি তিনি এদের এমন শিক্ষা দেবেন যাতে আর কোনো পুলিশ অফিসার ভবিষ্যতে কোনো রাজনৈতিক দলের মহিলা ক্যাডারদের নিগ্রহ করতে সাহস পাবে না? এর উত্তর একমাত্র মমতাই জানেন।”

এবং মমতার উত্তর ছিল পচনন্দাকেই পুলিশ কমিশনারের পদে বহাল রাখা, আর তিনি এখনো পচনন্দাকে এই পদে রেখে দিয়েছেন। কেন? কেন? কেন?

এর উত্তর সহজ, আর তা প্রকাশও পেয়েছে শিগগিরই—পার্ক স্ট্রিট গণধর্ষণের মামলায়। আমি ২০.০২.২০১২ তারিখে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও কলকাতা পুলিশকে একসঙ্গে তথ্যের অধিকার আইনে চারপাতার প্রশ্ন পাঠাই, প্রায় তিন মাস পরও সেগুলির উত্তর পাওয়া যায়নি, যেখানে বিধিবদ্ধ সময়সীমা ৩০ দিন, অর্থাৎ একমাস। প্রশ্নগুলির প্রতিলিপি নীচে দেওয়া হল।

এটা লক্ষ্য করার মতো যে, পচনন্দা, যিনি সাধারণতঃ সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে চলেন, তিনি সেদিনই দুপুরে (১৬.০৩.২০১২) ঐ জঘন্য অপরাধ সম্পর্কে তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর ‘সাজানো ঘটনা’ মন্তব্যটি সমর্থন করতে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। কাজেই ২৫ + বছর ধরে সিপিএমের উৎসাহিত পচনন্দা রাতারাতি মমতার উৎসাহিত হয়ে গেলেন। মমতা তাঁর দুর্বলতার কথা জানেন, তিনিও মমতার দুর্বলতার কথা জানেন। কাজেই বেচারি ডিসি, ডিডি দময়ন্তী সেনের গর্দান গেল, তাঁকে সরিয়ে এনে ডিআইজি (ট্রেনিং) করে দেওয়া হল। যে পুলিশরা এত বছর সিপিএমের রাজত্বে তাঁকে নিগ্রহ করে এসেছে, এখন এবং ভবিষ্যতে যতদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন ততদিন তাদেরকেই কীভাবে নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে ব্যবহার করা যায়, তা মমতা ভালোই জানেন।

এরপর ধরুন কাটোয়ার ধর্ষণ কাণ্ডের কথা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিলেন যে ধর্ষিতার স্বামী সিপিএমের ক্যাডার এবং ঘটনাটিতে মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডি.জি নপরাজিত মুখোপাধ্যায় সেদিন দুপুরেই সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁর ওপরওয়ালার কথা সমর্থন করলেন। এখন আমরা সত্যি ঘটনাটা জানি। দুজন ধর্ষক প্রেণ্ডার হয়েছে। ধর্ষিতা মহিলার স্বামী ১২ বছর আগে গত হয়েছেন। মমতার আগ বাড়িয়ে মন্তব্য করার অভ্যাস তাঁর পুলিশের উপর বিশেষতঃ উর্ধ্বতনদের উপর প্রভাব ফেলেছে।

মমতা বিরোধীপক্ষে থাকাকালীন পুলিশের সঙ্গে অনেক লড়াই লড়েছেন। কে জানত যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী-তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পরও সেই একই কাজ করে যাবেন? হ্যাঁ, ২০১১-র ৬ নভেম্বর ভবানীপুর থানার ঘটনা এমনই এক লড়াই। বিরোধীপক্ষে থাকাকালীন পুলিশের সঙ্গে বেশিরভাগ লড়াইতে তাঁর পরাজয় হত। কিন্তু এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি কীভাবে পরাজিত হতে পারেন? ভবানীপুর থানার পুলিশ অফিসাররাও সেই রাত্রে এই কঠিন শিক্ষা পেয়েছিল। সেদিন প্রায় মধ্যরাতে মমতা এক তৃণমূল কর্মীর কাছে জানতে পারেন যে তাঁর দুজন সমর্থককে গ্রেপ্তার করে থানার লক-আপে রাখা হয়েছে, আর তাঁর সবচেয়ে ছোটো ভাই বাবানকেও শিগগিরই গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তখন তিনি কোনো সিনিয়র পুলিশ অফিসারকে না জানিয়ে নিজেই তাঁর বাড়ি থেকে ১৫ মিনিট হেঁটে থানায় যান। সেখানে তিনি এই দুজন গুণ্ডাকে মুক্ত করেন এবং থানার কয়েকজন অফিসারকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেন। দিন দুয়েক পর এঁদের মধ্যে দুজন, সাব-ইনস্পেক্টর অমিত মুখোপাধ্যায় ও প্রশান্ত চক্রবর্তীকে বদলি করে দেওয়া হয়। আর ৩০ নভেম্বর কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে আসন্ন উপ-নির্বাচনের পর ইনস্পেক্টর-ইন-চার্জকে বদলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কী ঘটেছিল সেদিন রাত্রে?

মমতার ভাইদের সমর্থনপুষ্ট, তাঁর পাড়ার দুটি ক্লাব জগন্নাথী পুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রা বের করেছিল। শোভাযাত্রায় তারস্বরে গান বাজানো হচ্ছিল এবং বাজি ফটানো হচ্ছিল। কালীঘাট বা ভবানীপুর থানার পুলিশ এরকম একটি আইন-বিরুদ্ধ এবং হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্যকারী শোভাযাত্রা থামাতে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। শোভাযাত্রাটি চিত্তরঞ্জন ক্যাম্পার হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রোগীরা অস্থির হয়ে ওঠেন এবং হাসপাতালের এক কর্মী পুলিশে ফোন করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। প্রথমে পুলিশের পক্ষ থেকে শোভাযাত্রাকারীদের বাজি ফটানো এবং ডিস্ক জকির বাজনা বন্ধ রাখতে বলা হয়। তখন মমতার ছোটোভাই বাবান পুলিশকে শাসানি দেন, এরপরই শোভাযাত্রাকারীরা পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশ জোর করে বাজনা বন্ধ করে দেয়, বাবানের ঘনিষ্ঠ দুই দুষ্টীকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে লক-আপে ঢোকায়। শোভাযাত্রীরা থানা ঘেরাও করে এবং থানায় হামলা করার হুমকি দিতে থাকে। পুলিশ অবিচল থাকে।

এক তৃণমূল সমর্থক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দেয়। তিনি তখন কোনো সিনিয়র পুলিশ অফিসারকে না জানিয়ে নিজেই মিনিট ১৫ হেঁটে থানায় যান। সেখানে তিনি পুলিশকে জোর গলায় নির্দেশ দেন যে ঐ দুজন গুণ্ডাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিতে হবে। তারপর তিনি থানার বাইরে গিয়ে জনতাকে চলে যেতে বলেন। এরপর সেখান কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার ও অন্যান্য পুলিশকর্তারা এলে মমতা তাঁদের বলেন ঐ থানার আইন পালনকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং ঘোষণা করেন যে তিনি একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাতে সমর্থ হয়েছেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কী করে তাঁর নিজের হাতে এভাবে আইন ভুলে নিতে পারেন? তিনি দুজন ধৃত গুণ্ডাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজেই আইন ভেঙেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে তাঁর মুখের কথাই আইন। সুতরাং তিনি থানা স্তরের দক্ষ ও সৎ পুলিশ অফিসারদের মনোবল ভেঙে দিতেও সমর্থ হয়েছেন। অথচ শুধু রাজ্যের পুলিশ রেগুলেশন ও পুলিশ আইনেই নয়, কেন্দ্রীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুসারেও থানাই হল “আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার” এবং “অপরাধ প্রতিরোধ ও অপরাধের তদন্ত” করার কেন্দ্র।

৮.১১.২০১১ তারিখে (১) দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এ ‘Didi’s Dadagiri’ শিরোনামে প্রকাশিত এবং (২) দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া ছবি সহ প্রকাশিত রিপোর্টের প্রতিলিপি নীচে দেওয়া হল।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও কলকাতা পুলিশকে ১৫.১১.২০১১ তারিখে আমার তথ্যের অধিকার আইনে পাঠানো প্রশ্নগুলির (যার সংখ্যা ৬০) প্রতিলিপি এবং ইনফরমেশন কমিশনের কাছে আবেদন ও তার পরিপ্রেক্ষিত আরেকটি চিঠির প্রতিলিপি নীচে দেওয়া হল। একথা স্পষ্ট যে মমতার ব্যক্তিগত নির্দেশেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কলকাতা পুলিশের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছে। আর মমতার ব্যক্তিগত নির্দেশেই কলকাতা পুলিশও উদ্ভর বিচারকারী কর্তৃপক্ষ ইনফরমেশন কমিশনার, (যিনি নিজেও একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার), কোনো উদ্ভর না দিয়ে চূপচাপ বসে আছেন। ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা আমি ভাবছি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে যে রাজ্যে অপরাধ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তাতে বিশ্বাসের কিছু নেই। এমন একটি দিনও যায়নি যেদিন কোথাও না-কোথাও অপহরণ, ছিনতাই, ডাকাতি, হত্যা, ম্লীলতাহানি, ধর্ষণ, গোষ্ঠীসংঘর্ষ ইত্যাদির কোনো ঘটনা ঘটেনি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কথায় ও কাজে একদিকে অপরাধীদের উৎসাহ দিচ্ছেন, (এদের অনেকেই তাঁর দলের সদস্য বটে,) অন্যদিকে তিনি বিশেষত থানা স্তরের পুলিশ অফিসারদের অপরাধ প্রতিরোধ, অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি আইনী দায়িত্ব পালনে নিরুৎসাহিত করছেন।

২০১১-১২ বছরটি আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে ভয়াবহ একটি বছর। প্রায় সব ধরনের অপরাধে, বিশেষ করে নারী নিগ্রহে এ রাজ্য দেশের মধ্যে এক নম্বরে আছে। মমতার শাসনের আগামী বছরগুলিতে আইন শৃঙ্খলা ও অপরাধের পরিস্থিতি কী রকম দাঁড়াবে তা ভাবতেও আশঙ্কা হয়।

আমার মনে পড়ে না যে এর আগে কখনো কোনো মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোনো মন্ত্রী ধৃত ও বন্দি গুণ্ডাকে ছাড়াতে নিজে থানায় গেছেন। কাজেই যখন মমতার ভাইপো আকাশ একজন ট্রাফিক পুলিশ অফিসারকে মারধর করে গ্রেপ্তার হন, তখন

ক্যাবিনেট মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম যে তৎক্ষণাৎ মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেবেন তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে? পরে যখন স্ববরের কাগজ ও টি.ভি চ্যানেলগুলি সরব হয়ে ওঠে তখন আকাশকে ফের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির যে সমস্ত জামিনযোগ্য ধারার উল্লেখ করে তাতে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে সেদিনই জামিনে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

বহুলোক মমতার পুলিশের উপর বিশ্বাস হারিয়ে সিবিআই তদন্ত দাবি করছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এরকম সাতটি মামলা রাজ্য সরকারের কাছে মন্তব্যের জন্য পাঠিয়েছে (১৭ এপ্রিলের বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে)।

পরিবর্তনের চৌদ্দ মাস পরেও মমতা ব্যানার্জির পুলিশ সম্বন্ধে আমি যত কথা লিখেছি, তার থেকে অনেক ভালোভাবে দেশ পত্রিকার ২ অগাস্টের সংখ্যায় ‘ও পুলিশ’ নামে এক অসাধারণ কবিতা লিখেছেন কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সবটাই উদ্ভূত না করে পারলাম না।

ও পুলিশ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রজাপতির ভিতর থেকে শূন্যোপেকা তো

বোরোয় না কখনও

মানুষের ভিতর থেকে তুমি কীভাবে

বেরিয়ে আসো পুলিশ

লোক যমকে অত ভয় পায় না

গলিতে তোমার গাড়ি ঢুকলে যতটা

জানি, চোর-ছিনতাইবাজ-গুণ্ডাদের

দৌড়াদৌড়ির ভিতর

তুমি আছো বলে শান্তিতে ঘুমোতে পারছি

কিন্তু আমি যে স্বপ্ন দেখতেও চেয়েছিলাম...

স্বপ্নে, মস্ত পাহাড়ের মধ্যে থেকে

স্বরনা মুখে করে

বেরিয়ে আসছে ছোট্ট ইঁদুর

থানা থেকে কেন অত তিক্ততা নিয়ে

বেরোতে হল আমাদের?

কেন একটা মিষ্টি কথা লেগে রইল না কানে,

শুধু—‘মশমশ’....

ওই শব্দটায় জুতোর অহংকার,

ওই শব্দটাই শুকনো পাতা আর

শুকিয়ে যাওয়া মানুষের

আর্তনাদ

আসলে প্রত্যেকটা অহংকারই তো

অনেকগুলো আর্তনাদ দিয়ে তৈরি;

সেকেন্ড-মিনিট-ঘণ্টা-ঋতু-বছর-যুগ-শতাব্দী

বদলায়

আর্তনাদ বদলায় না

যেমন বদলাও না তুমি

সম্মাকাশের তারা দুপুরবেলা ঝলমল করে

তোমার উর্দিতে

তাই তোমার আলো, আগুন হয়ে যায়?

আমি আগুনের সমুদ্র সাঁতরে তোমার কাছে

যেতে চেয়েছি;

তুমি পাজ্যমা-পাঙ্জাবি পরে ফুটবল টুর্নামেন্ট

উদ্বোধন করছ দেখলে

আমার মন ভরে উঠেছে,

তোমায় বাসন্তী রং শাড়িতে অঞ্জলি দিতে দেখে

আমি রান্নার হলুদ চুরি করে বিলিয়ে এসেছি

গায়ে হলুদের জন্য...

সেই অপরাধে আমায় গ্রেপ্তার করবে, পুলিশ?

আমি লক-আপের ভিতর থেকে—

‘আকাশ-পানে হাত বাড়াইলেম কাহার তরে’

গাইলেও

আমার দিকে না বাড়িয়ে সেই লরি-বাস-ট্যাক্সির

জানালা দিয়ে গলিয়ে দেবে হাত?

তাই করো তবে;

শুধু বলো, প্রাণিজগতের মধ্যে একমাত্র তোমার

হৃদয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই,

কথাটা কি সত্যি?

তুমি তাই, প্রত্যেকটা এনকাউন্টারে

পিঠে গুলি করো?

আমার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, আমি জানি না
কেবল বলি, ওই কথাটাকে মধ্যে প্রমাণের জন্য
আমার কবিতা লেখা কলমটা তুলে দিতে চাই
তোমার হাতে

তুমি আঙুল ছোঁয়ানো মাত্র যখন
কলম বদলে যাবে ছুরিতে
ছুরিটা একবার আমার বুকে বসিয়ে দিও,
পুলিশ

অনেকেই জানেন আমাদের সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের
সেই কটি অবিস্মরণীয় পংক্তি:

“পুলিশ, ওরে পুলিশ
কবিকে দেখলে টুপিটা একটু খুলিশ।”

টুপি তো খোলেই না, জুতোয় বোধহয় আরও একটু বেশি ‘মশমশ’ শব্দ করে।
কিন্তু আমাদের মতো অধিকাংশ ভদ্রলোকেরা, যারা বুঝে সন্তোষিত না
দণ্ডের নিম্নোদ্ভূত কবিতাটি পড়েছেন, তাঁরা তো মানুষই থাকতে চান, কুকুর হতে
পারেন না, তাই পুলিশ মানুষের ভিতরে থেকেও এ রাজত্বেও মানুষ হতে পারল
না—

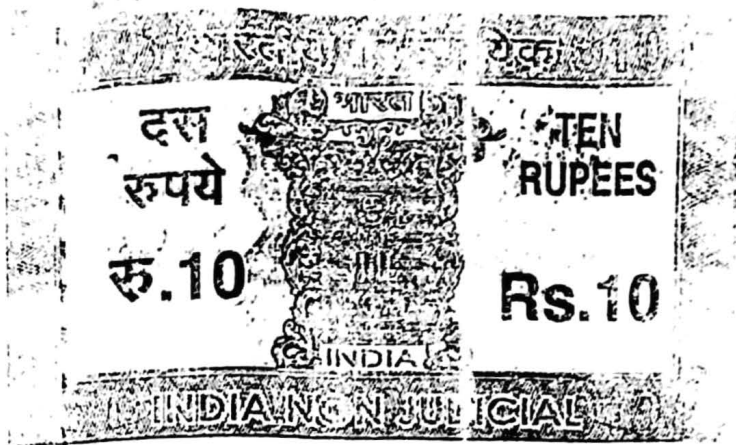
“কুকুরের কাজ কুকুর করেছে,
কামড় দিয়েছে পায়,
তা বলে কুকুরে কামড়ানো কি

মানুষের শোভা পায়?” আজকের দিনে হলে সত্যেন দত্ত হয়তো লিখতেন,
“পুলিশের কাজ পুলিশ করেছে, সবসময় ঘুষ চায়, তা বলে পুলিশকে ঘুষ দেওয়া কি
মানুষের শোভা পায়?”

যে পুলিশ ধর্ষিতাকে থানা থেকে তাড়িয়ে দেয়, তাঁরাই আবার সামান্য ঘটনায়
নিরীহ “আপনার বিরুদ্ধে দাবুণ অভিযোগ আছে” বলে সেই মানুষকে থানায় ডাকিয়ে
ঘণ্টার পর ঘণ্টা খামোকা থানায় বসিয়ে রাখে, যতক্ষণ না তাঁরা পুলিশের হাতের
তালু গরম করবার জন্য কিছু টাকা থানার কোন পুলিশের হাতে গুঁজে দেয়। গত ৩
আগস্ট আমার এলাকায় এরকমই একটি ঘটনা ঘটেছে। আমি ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী।
এতে আমার বন্ধমূল ধারণা হলো যে, এলাকাটি দক্ষিণ ২৪ পরগণা পুলিশের হাত
থেকে সরিয়ে পুলিশী ব্যবস্থা আরো ভালো করবার নামে কলকাতার পুলিশ
কমিশনারের আওতায় নিয়ে আসার প্রায় ৬ মাস পরেও শান্তিন্দ্রলা বজায় রাখবার
ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি না ঘটলেও, পুলিশের ঘুষ খাবার ক্ষেত্র ও পরিমাণ

কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

তাই খরচ বাড়িয়ে থাকি পোষাকের পুলিশের বদলে সাদা পোষাকের পুলিশ আনলেই যে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো হবে এবং পুলিশের ঘুৰ খাওয়া কিছুটা হলেও কমবে, তা কিন্তু নয়। বিশেষ করে, যখন পুলিশমন্ত্রী যিনি নিজেকে মা-মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বলে সদাই বড়াই করেন, নিজেকে সৎ না হয়ে শুধু নিজেকে “সততার প্রতীক” বলে পোস্টার ব্যানারে রাজ্য, বিশেষ করে রাজধানী কলকাতা ছেয়ে দিয়েও, পুলিশকে পাল্টাতে পারবেন না।



পশ্চিম বঙ্গাল WEST BENGAL

521A 284242

Information sought under the RTI Act, 2005.

State Public
The Information Officer,
Home Department,
Writers' Buildings,
Kolkata - 700001.

11
Horse. Mares.
OLD & B.O. Dr. Sany.
COLUMBIAN DIVISION STAFF, WASH. (D.C.)

Date: 10.11.2011.

12

Sk.

On Sunday, January 6 last, at about 9 P.M., a goddess Jagadshri Immersion procession of many men, women and children with band parties, high-decibel crackers and other fire-works started from a club in Kalighat Police area and proceeded along S.P. Mukherjee Road. The Kalighat police neither escorted the procession as per standing Rules, Orders and Practice, nor did they inform the next thana Bhabanipur as per Rules, which thana's police also did not escort the procession. The Chief Minister had to rush on foot from his residence, about ½ km away from Bhabanipur Thana and gave necessary directions to the police and appealed to the agitating processionists not to escalate the confrontation. At that time, a pitched battle was going on in front of the thana between the police and the processionists.

Contd...P/2

Please give complete and correct answers to the following questions as per law i.e., as per provision of the R.T.I. Act and within the prescribed time limit of 30 days. Please enclose copies of relevant official documents, specially when specifically mentioned in any question.

- Q. No. 1 Why this unruly procession having many drunk men, bursting bombs and blazing mikes was not escorted by Kalighat thana as per standing Rules and Orders, even it having prior information ?
- Q. No. 2 Why the Kalighat thana did not inform Bhabanipur thana to take over the escort duty beyond Kalighat thana's jurisdiction and beginning of Bhabanipur Thana's jurisdiction?
- Q. No. 3 What actions (details) have so far been taken against the I.C. and other concerned officers of Kalighat thana for such dereliction of duty and if not, why not?
- Q. No. 4 Why Bhabanipur thana did not intercept such a noisy procession rolling on with legally prohibited "Disc Jockey" songs on loudspeakers and bursting crackers, playing bands, prohibited Disc Jockey music, etc. exceeding permitted decibal limits? Was it because the processionists threatened the police that they were from Didi's para's clubs and showed the police the banners of the clubs?
- Q. No. 5 Why Bhabanipur thana did not intercept the procession before Bhabanipur thana received telephonic information from Chittaranjan Cancer Hospital that loud bombs were being burst there on the S.P. Mukherjee Road and the mikes of the procession were propagating Disc Jockey songs on very high decibels?
- Q. No. 6 Whether the I.C. with a force from the thana rushed on his Jeep to the Cancer hospital after getting the telephonic information from the hospital?
- Q. No. 7 If the Addl. O.C. also arrived there on his motorbike ?
- Q. No. 8 Whether a pitched battle started with the processionists attacking the police and compelling the force to retreat to the thana?
- Q. No. 9 If the unruly processionists including some women threw stones, physically assaulted many policemen and damaged some police vehicles?
- Q. No. 10 If the mob even tried to enter the thana chasing the fleeing policemen who had arrested at least 2 (two) of the leaders from the procession?

- Q. No. 11 At what time, the Hon'ble Chief Minister personally arrived there, stood on the stairs leading to the thana and appealed to the mob to stop vandalism? ~
- Q. No. 12 If she personally ordered to release from police custody one Jagannath Sau, known as the follower of a local rowdy leader who had contested the last K.M.C. election and who is a protégé of Congress M.P. Deepa Dasmunshi and another arrested person namely Tapas Saha? If so, under what legal provision she gave such an order?
- Q. No. 13 Did A.C.P. Tapash Basu conducted an enquiry and in his report blamed the I.C. and only 2 Sub-Inspectors and a constable? Please furnish an unedited copy of his enquiry report.
- Q. No. 14 Did the police made repeated lathi charges on the women processionists near the Cancer Hospital and the thana?
- Q. No. 15 Were no women-police present and involved in action?
- Q. No. 16 Has the Governor issued a statement about the incident on Wednesday, 09.11.2011?
- If yes, please attach a copy of the full statement.
- Q. No. 17 (a) How did the Chief Minister came to first know about the incident? Did one TMC partyman rush to her residence to inform her? What is the name of this person?
- (b) Had she contacted the Police Commissioner or any other senior Police Officer (C.P. / D.C. / A.C. etc.) first and give them any orders before she left her residence for going to the thana?
- (i) If not, why not?
- (ii) If yes, why no senior police officer could reach the thana before she walked to the thana – a distance of about ½ km from her residence in about 15 minutes?
- Q. No. 18 If any senior police officer or officers reached the thana after the Chief Minister arrived there? If so, please give name, designation etc. of such officers.
- Q. No. 19 What actions did these senior officers took on receipt of any verbal / written order from the Chief Minister?
- Q. No. 20 If not, why not and if their explanations have been sought for. If yes, please attach copies.

- Q. No. 21 Please attach the replies of any such police officer.
- Q. No. 22 What instructions, verbal on the spot or written afterwards, Chief Minister had given to any senior police officer like C.P., D.C.P. or A.C.P., or to the I.C. ? If given in writing, please attach copies.
- Q. No. 23 Was any other rowdy persons excluding Jagannath and Tapas released from police custody on the verbal spot instruction of the Chief Minister? If so, under what legal provision of the Cr. P.C.?
- (a) If yes, give their names and addresses and all other relevant particulars.
 - (b) Was any Tapas Saha, a full-time TMC worker at Kalighat party office, who is also an employee of the Railways detained by police released on verbal order of the Chief Minister?
- Q. No. 24 If any or more than one F.I.R. were drawn up and copies already sent to the Court as per law in such cases of attack on the police? –
- (a) If yes, please attach copies.
 - (b) Please give details of progress of investigation including those of any arrested persons and the names and designations of the Investigating officers.
 - (c) If not, please give details of reasons for non-compliance of law in such a serious criminal act by known rowdies.
 - (d) If no rowdy has yet been arrested, please give details of reasons for such failure to take prompt action against the rowdies.
- Q. No. 25 If the Chief Minister had to rush at night to personally tackle such a not so uncommon incident of attack on a thana by rowdies, is there any need of having so many A.C.s, D.C.s, Adill. C.P.s and even a C.P.? [Three years back, the C.P. Goutam Chakraborty had a verbal and on the road with the then leader of the opposition and now the Industries Minister Shri Partha Chatterjee when the brother of TMC MLA Shri Arup Biswas was detained at Charu Market thana for leading an attack on the thana. But the C.P. did not agree to release the accused person on the request of Shri Partha Chatterjee].
- Q. No. 26
- (a) Where was the A.C., Kalighat at that time,
 - (b) When he arrived at the spot and
 - (c) What role he played to control the incident?

- Q. No. 27 Does the report of A.C. Tapas Bose
- blames the over-active actions of the police,
 - says that the police overreacted,
 - also says that the police did not behave politely with the processionists,
 - blames the personal intervention of policemen to switch off the blazing mikes when the processionists refused to do so and
 - names of the police as the scapegoats?
- Q. No. 28 Has the video-camera footages (taken by the police, the Reporters (specially of the Times of India) been scrutinized to detect the rowdies? If yes, how many of them have been arrested so far and how many are still free?
- Q. No. 29 Did the Chief Minister gave any "on the spot verbal" order to release from police custody 2 (two) arrested rowdies? – If yes, please give the particulars of these 2 (two) rowdies.
- Q. No. 30 Did the Bhabanipur thana police suddenly became too proactive after initial non-action? If so, why and when?
- Q. No. 31 Does the report of the D.C. Tapas Basu put most blame for the initial police inaction and then too much action on the I.C.?
- Q. No. 32 Does the report of the D.C. indicate that most of the thana police were in drunken condition during the police action?
- Q. No. 33 Is there any other previous instance of any other Chief Minister rushing to a thana to control a riotous mob? – If yes, give details of each such instances.
- Q. No. 34 Did the Chief Minister "on the spot" accused the police for unnecessary lathi charge?
- Q. No. 35 Were most of the processionists supporters of Trinamool Congress?
- If yes, how many were T.M.C. supporters?
 - If not, how many were INC or any other party supporters?
- Q. No. 36 How many of the Chief Minister's personal security guards accompanied the Chief Minister to the thana? Give their names and ranks.
- How many (with names, ranks and other particulars) were on duty at the Chief Minister's residence at that time?
 - If not, why not (answer to be given individually for each guard)
 - If yes, please give their names and all other particulars.

- Q. No. 37 Exactly at what time did the Chief Minister
- leave her residence - P.M.
 - reached the thana - P.M.
 - left the thana - P.M.
- Q. No. 38 Was one Tapas Saha, a full-time worker at the Chief Minister's residence office and now a railway employee was in the procession?
- If yes, was he arrested by police and then released on the C. 'on the spot' order.
- Q. No. 39 If Jagannath Sau and Tapas Saha were released on P.R. Bond?
- Q. No. 40 If not, why not?
- Q. No. 41 Was Babun Banerjee, the youngest brother of Mamata Banerjee also in the procession alongside the main organizer Jagannath Sau?
- Q. No. 42 Was one processionist Sambhu Sau arrested by the police -
- If yes, was he released on the 'on the spot' order of the Chief Minister -
 - Did the Chief Minister arranged for medical treatment of Sr. Sau?
 - If yes, please give details -
- Q. No. 43 Did (a) Minister Firhad Hakim and (b) Corporation Council Satchidananda Banerjee and Ratan Saha went to the thana and when the police refused to release the arrested person, they sent emissary to the Chief Minister's residence?
- Q. No. 44 Who was this emissary?
- Q. No. 45 Did one Subhajit Goon of Sevak Club went to the Chief Minister's house after the requests of the Minister and the Councillors were turned down by the police?
- If yes, did Goon then ran to the Chief Minister's house, informed her of the arrests and then the Chief Minister rushed to the thana for releasing the arrested partymen?
- Q. No. 46 Is there any precedent since 1947 when a Chief Minister did go to the thana to release arrested persons? If yes, give the particulars.

:: 7 ::

- Q. No. 47 Will the Chief Minister's personal visit and issue of spot orders to release the detained well-known rowdies demoralise the police? If yes, what actions are being taken to stop repetition of such incidents? If not, why not?
- Q. No. 48 Has Jagannath Sau since been arrested? If not, why not? If yes, give detail of the case and attach copies of relevant papers like FIR, name of I.O., progress of investigation so far, bail details etc.
- Q. No. 49 Please enclose a copy of the separate report prepared and submitted by the Special Branch Police and state what actions have been taken thereon.
- Q. No. 50 Is there any instruction to the Kolkata Police from the Home Deptt. and/or the Chief Minister's Sectt. to keep mouths shut?
- Q. No. 51 Is that why, no A.C., D.C., etc. is willing to talk about the matter?
- Q. No. 52 Have 2 S.I.s and one constable already removed from Bhabanipur thana to D.C. South's office? If yes, why? Give their names.
- Q. No. 53 Has the report of the A.C.P. (South) Tapas Bose put the entire blame on Shri Indrajit Ghosh Dastidar, the I.C. of Bhabanipur Thana? If yes, enclose a copy of the report.
- Q. No. 54 What is the name and address of the club which organized the immersion procession and what is the name, address and profession of the main organizer of the club, he belongs to or supporter of which political party?
- Q. No. 55 Is one Baban Banerjee, a brother of the Chief Minister - a close associate of this person.
- Q. No. 56 What is the name of the club and address of the club which also joined the procession with its band parties?
- Q. No. 57 Are there any police cases pending against this main organiser Jagannath Sau of the Jagaddhatri Puja. Please give the particulars of these cases with names & addresses of the other accused persons, including the nature of the case and quoting the IPC or any other Acts, Sections, names of other accused persons, date of starting each case, details of arrest of each accused, date of bail of each accused in each case, reasons for their obtaining bail and the present position of each case. [It is reported that there are at least 6/7 cases of serious crimes pending against Jagannath.

১৮৪ □ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে যেমন দেখেছি

Government of West Bengal
Home(RTI Cell)Department
Writers' Buildings, Kolkata

From : C C Guha, WBCS(Exe),
SPIO & OSD & Ex officio Dy Secretary
to the Government of West Bengal.

To : The State Public Information Officer,
Office of the Commissioner of Police, Kolkata,
18, Lalbazar Street, Kolkata-001.

10.644-H(RTI)/1A-202/11

Dated, the 21 November, 2011.

Subject : Information sought for under the RTI Act, 2005 by Sri D K Ghosh,

ir,

The subject-matter of the information sought for under RTI Act, 2005, by Sri D K Ghosh vide his application dated 15-11-2011 is closely related with the functions of your office. I am, therefore, transferring under Sec 6(3) of RTI Act, herewith the aforesaid application with the request to provide the required information to the applicant direct, under Sec 7(1) of the said Act, with an intimation to this department.

The applicant has duly submitted the requisite application fee.

This may please be treated as RTI urgent.

Encl: As stated above.

Yours faithfully,

Sd/- CC Guha,

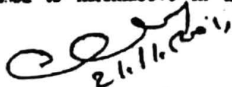
SPIO & OSD & Ex officio Deputy Secretary.

10.644/1-H(RTI)/1A-202/11

Dated, the 21 November, 2011.

✓ Copy forwarded for information, to Shri D K Ghosh, 128-A, Kanungu Park,aria, Kolkata-700084.

He may contact the authority addressed to hereinabove in this regard, if necessary.



SPIO & OSD & Ex officio Dy Secretary.

Blabber
P.S. - incident
on 6.11.11.
Direct involvement
of Homena



Government of West Bengal
Office of the Commissioner of Police, Kolkata,
Report (RTI) Section,
18, Lalbazar Street, Kolkata-700 001.

Memo No. 43/ACK /RPT+RTI

Dated 05/01/12

From : The H. Commissioner of Police (A), Kolkata
& State Public Information Officer,
Kolkata Police.

1. Shri D.K. Ghosh
122 A, Kanungo Park
Ranka
Kol-84.

Sub: Information sought for under RTI Act, 2005.

Sir/Madam,

With reference to your petition dated 15/11/11 it is to inform that your petition on the above subject has been received by this office on 24/11/11 and the undersigned has already taken due initiatives to obtain the information as sought for from the concerned office/section. Once it is received the same shall be furnished to you.

It is also to apprise you that you did not follow the mandate of Application Fee amounting Rs. 10/- (ten) in the form of LHO/DD/Court Fee Stamp etc. prescribed under the RTI Act, 2005. However, you are requested to follow the same and apply afresh to get the desired information.

Yours Faithfully


H. Commissioner of Police (A) Kolkata
&
SPIO, Kolkata Police.



পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বঙ্গাল WEST BENGAL

11AA 565715

By Speed Post with A/D

Shri Sujit Kumar Sarkar
State Chief Information Commissioner
Bhabari Bhaban (2nd Floor)
Alipore, Kolkata - 700 027.

Date : 27.12.2011.

Subject: Non-receipt of information sought for under the RTI Act, 2005 even after more than 30 days of receipt of the applications by the Home Deptt. and the Kolkata Police as mandatory under Sec. 7(1) of the RTI Act, 2005.

Sir,

Please find enclosed copies of 2 (two) RTI applications, one received by the The State Public Information Officer, Home Deptt., Writers' Buildings and similar another by the State Public Information Officer of Kolkata Police both on 15.11.2011.

Please find enclosed a copy of Letter No. 644-H(RTI)/1A-202/11, dated 21.11.11 of Shri C.C. Guha, SPIO & OSD & Ex-Officio Dy. Secretary of the Home (RTI Cell) Department addressed to the State Public Information Officer, Kolkata Police transferring my RTI Application under Sec. 6(3) of the RTI Act with the request to provide the required information to me under Sec. 7(1) of the RTI Act with an intimation to the Home Deptt.

Contd...P/2.

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে যেমন দেখেছি □ ১৮৭

:: 2 ::

I have not yet received any information sought for either from the Kolkata Police or the Home Deptt. although more than 30 days have elapsed.


I have reasonable apprehension that I may not receive the information sought for early.

I now request you to intervene in the matter as per your powers and functions under Sec. 18(1)(c) and (f) and Sec. 18(2), if deemed fit.

You are also requested to consider exercising your power under Sec. 20 for imposition of the prescribed penalty on the defaulting officer.

Regards.

Yours faithfully,


(D.K. Ghosh) 22/12/14
128A, Kanungo Park,
Garia, Kolkata - 700084.

১৮৮ □ মমতা বন্দোপাধ্যায় কে যেমন দেখেছি

Arpan Kumar Ghosh IAS (Retd.)
C. M.L.A. (1999-2001, 2001-2006)

128-A, Kanunge Park, Garia,
Kolkata - 700084,
Phone: 2430-4712
Mobile: 9477001638

Date : 21.03.2012

BY SPEED POST

To :
The Jt. Commissioner of Police (A), Kolkata
& State Public Information Officer,
Kolkata Police, Lalbazar,
Kolkata - 700 001.

Sub: Information sought for under the RTI Act, 2005 - reg. the incident on 6.11.2011 night near Bhabanipur P.S. - Jagadhatri Puja immersion when the Chief Minister personally arrived at the P.S. and ordered the release of the arrested and locked up rowdies.

Ref : Your Memo No. 431/HCK/RPT-RTI, dated 05 and 08/01/12.

Sir,

Please refer to above (copy enclosed).

Your "Letter" should not have been dubbed as a Memo. Don't you know the fundamental difference between a Memo (Memorandum) and a Letter? Please be more careful in future.

You have stated that my RTI Petition, dated 15.11.2011 was received in your office on 24.11.2011. It clearly shows that the Kolkata Police move very sluggish. My R.T.I. application, dated 15.11.2011 was actually received by Kolkata Police on the same day i.e., 15.11.2011 as is clearly shown on the receipt stamp given on my office copy. Therefore, it took as many as 9 days to travel from the Receipt Section to your desk. This proves why the A.C., D.C., Jt. C.P., C.P. et al reached Bhabanipur P.S. on 6.11.2011 much after the Chief Minister had already reached there and unlawfully ordered release of the 2 (two) arrested persons.

The Home Deptt. had, on receipt of my similar Application on 15.11.2011, cleverly passed on the buck to you vide Sec. 6(3) of the RTI Act with their Letter No. 644-H(RTI)/IA-202/11, dated 21.11.2011. A copy was endorsed to me (copy enclosed).

I am not interested in all your lame excuses to justify such long delay in replying to my Application.

Please furnish correct and truthful and detailed replies to each of my 60 queries as per my Application within 7 (seven) days.

Contd..P/2.

:: 2 ::


Otherwise, I will be compelled to presume that the Chief Minister has personally interfered in the matter and gagged you so that you do not reply to my queries.

This is a serious dereliction of your duty.

I, besides moving the State Chief Information Commissioner, may be compelled to drag you to the High Court, if I do not receive replies within the next seven days.

Thanks.

Yours sincerely,

 21.03.2012
(DIPAK KUMAR GHOSH)


By Speed Post

Copy forwarded for information and necessary action to Shri S. K. Sarkar, IPS (Retd.), Chief Information Officer, West Bengal. I have already filed a complaint under section 7(1) of the RTI Act in this matter vide my Petition, dated 27.12.2011 received in his office on 29.12.2011 as per the A/D Card received by me (copies enl.losed).

It seems that he has been sitting over my complaint as he has not yet received any green signal from the Chief Minister.

I hope, he will act and not compel me to drag him to the High Court.

Date : 20.03.2012

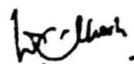
 21.03.2012
(DIPAK KUMAR GHOSH)

By Speed Post

Copy forwarded for information to the State Public Information Officer, Home Deptt., Govt. of West Bengal, vide his Letter No. 644-H(RTI)/IA-202/11, dated 21.11.2011.

He is requested to urgently bring the matter to the notice of the Home Secretary, the Chief Secretary and the Chief Minister for their giving immediate directions to the Kolkata Police to furnish full truthful replies to all the 50 questions of my R.T.I. Application, dated 15.11.2011. I hope, all these Govt. functionaries will uphold the Rule of Law.

Date : 20.03.2012

 21.03.2012
(DIPAK KUMAR GHOSH)



Didi's dadagiri: Storms thana, gets partymen freed

Madhuparna Das Posted online: Tue Nov 08 2011, 05:53 hrs

Kolkata : Bhowanipore police station in Kolkata had an unusual visitor late last night. It was Chief Minister Mamata Banerjee, who came storming in, blasted the police and reportedly got two youths, who had been picked up for rioting during an immersion procession earlier, released. The procession had been arranged by a close associate of the chief minister's brother; the youths rounded up were Trinamool Congress activists.

Around 9.30 pm, the Bhowanipore Players' Association had taken out an immersion procession following Jagdhatriti Puja, with a band, Sebak Sangha Club, and a DJ playing latest Hindi numbers. According to witnesses, the club, located right behind the police station, blocked S P Mukherjee Road — an important thoroughfare — and started bursting crackers.

The puja is controlled and managed by Jagannath Sau, a close associate of one of Mamata's brothers, Baban Banerjee.

The Chittaranjan Cancer Institute and a children's hospital are located nearby. When the police intervened, the mob started pelting stones and bottles. As the police resorted to a lathicharge, youths tried to set fire to the police station and vehicles parked outside the thana. They also vandalised private cars passing through, forcing the police to make arrests.

News soon reached Banerjee of the puja organisers of Bhowanipore — a majority of whom are Trinamool supporters — clashing with the police as well as the arrests.

In less than an hour, the chief minister landed up at the station, walking all the way from her residence on Marich Chatterjee Street. As officials came to know of her presence, the commissioner of police and the divisional commissioner of police (South Division) rushed to the police station along with others.

According to sources, Tapan Saha and Sambhu Sau were among those who were held for rioting and damaging government and private property, but released at Mamata's intervention, without a case being registered. Today, however, the police denied anyone was rounded up.

Ratan Malakar, Councillor of Ward No. 73 where the club is located and a Trinamool leader, admitted: "When our appeal to the police failed, Didi intervened and Baban Banerjee also reached the police station."

Cops removed two days after Bhowanipore brawl

TIMES NEWS NETWORK

Kolkata: Two Bhowanipore police station sub-inspectors whose names figured in the Sunday's vandalism inquiry report submitted yesterday, were "closed" on Wednesday — an official jargon which means they're being removed from active duty. The sub-inspectors, however, officially didn't get the axe for the Bhowanipore incident but for not having done much in the cases assigned to them for investigation.

An officer said sub-inspectors Amit Mukherjee and Prasanta Chakraborty have been "closed" for pending "case dairies". Why this came to the notice of senior officers only two days after the Bhowanipore incident is anybody's guess. The two officers who were attacked by the rowdies while trying to tackle them will now be posted at the divisional reserve office of DCP (South).

The third officer indicted in the inquiry report, the Bhowanipore OC, was given a reprieve. However, it is almost certain that he too will face action. The police station falls under the Kolkata



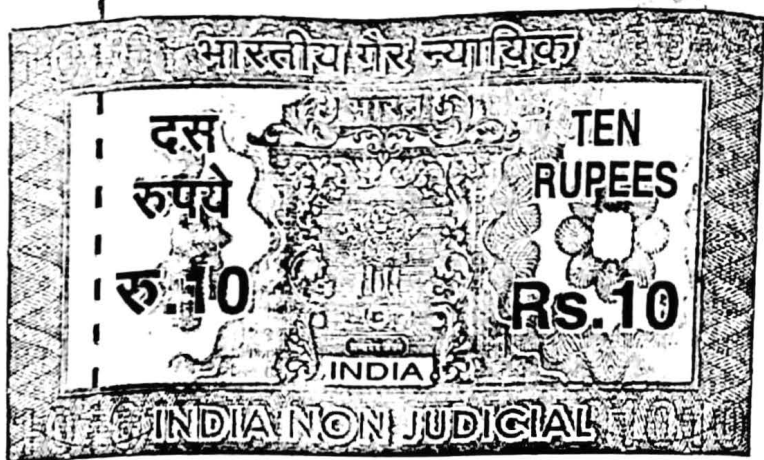
Cops stand in front of Bhowanipore police station on Sunday night, after the attack on them

South Lok Sabha constituency where the code of conduct for the November 30 bypoll has already come into effect. Any action against the OC now will need a permission from the EC.

The incident on Sunday involved two clubs reportedly patronised by chief minister Mamata Banerjee's brothers. The clubs claiming their political connections refused to pay heed to police warnings and kept bursting banned crackers and blare music in front of a hospital. Not stopping at mere defiance they chose to attack cops and threatened to forcibly enter the police station,

prompting police lathi-charge. Mamata herself rushed to the police station to pacify the mob.

Her role which came in for severe criticism by Left Front, with Biman Bose dubbing her act as unbecoming of a CM. State BJP had already submitted a deputation to the governor on Lt. Governor M K Narayanan, however, defended the CM and said: "It was one of these puya clashes that sometimes take place. If the violence went on, police would have to take stronger action. She was afraid that violence may go on. So, she went there," he told PTI in Chennai.



পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ WEST BENGAL

51AA 999909

By Speed Post

Information sought for under Sec. 6(1) of the RTI Act, 2005

The State Public Information Officer, Home Dept., Writers' Buildings,
Kolkata Police, Leftover, *Kolkata*
Kolkata - 700 001.

Date : 17.04.2012.

Sir,

Kindly send factual replies to the questions below within the prescribed time limit of 30 days :

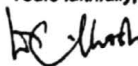
- Q. No. 1 What was the posting of Shri R. K. Pachanda, the present C.P. on October 25, 1998?
- Q. No. 2 Did he really not only bit Mamata Banerji, the present Chief Minister, but also tore her sari and blouse on that day i.e., October 25, 1998 during a demonstration at Beli Bhaban in the heart of Kolkata as reported in para 7 of the report by the famous journalist editor, writer, columnist and broadcaster Late S.N.M. Abdi (copy enclosed). Late Abdi has quoted "swears Mamata" in support of his specific details of the report.

Contd... P/2.

- No. 3 Has the Chief Minister forgiven Shri R. K. Pachnanda's that heinous offence of personally outraging the modesty of the future Chief Minister, since she has not yet even removed him from the top post of Kolkata Police as apprehended by Late Abdi at the beginning of the next para 8 of the report of Late Abdi?
- No. 4 Is that why a grateful R. K. Pachnanda, quite contrary to his nature and practice, convened a Press Conference at Lalbazar in the afternoon of February 15, 2012 and reiterated there the words of the Chief Minister reg. the Park Street Rape Case - "The incident is staged. Nothing of the sort happened".

Thanks.

Yours faithfully,

 17.04.2012

(D. K. Ghosh)

128A, Kanungo Park,
Garia, Kolkata - 700084

I gave Mamata Banerjee a good close look when she bent down and hugged Mahasweta Devi minutes before she was sworn in as chief minister. The Magsaysay-award winning author sat in the front row with Amla Shantlar, Pranab Mukherjee and P. C. Chidambaram. From my vantage point in the second row, I scanned Mamata's chubby face glowing with happiness as she embraced Mahasweta and greeted others with a very deferential *namaste*. Mamata wasn't ecstatic or delirious; she was evidently overjoyed — yet calm and composed like a ballerina in her finest hour.

To be honest, I didn't think much of Mamata initially. I dismissed her victory over Somnath Chatterjee in 1984 as a fluke. Although it was a stunning election debut — a novice beating a heavyweight hollow in his parliamentary constituency — I attributed her win to the nationwide pro-Congress sentiments aroused by Indira Gandhi's assassination. True enough, she was unseated in 1989. And like other cynics in the media and elsewhere, I also concluded that she was a one election wonder.

But something extraordinary happened within a year. Mamata was mercilessly assaulted by communist hoodlums in the presence of policemen on August 16, 1990 at the Hazra crossing. She escaped death by a whisker. The brutal attack on Mamata changed my equation with her forever: a dispassionate journalist became a sympathiser overnight. I must confess that I saw her in a totally new light after the barbaric episode. Of course I didn't become her advocate in the pages of the Illustrated Weekly of India — the magazine I worked for in those days — although my heart bled for the battered woman.

But as luck would have it, Mamata dumped Jadavpur and fought the parliamentary elections in 1991 from the South Kolkata constituency where I live and vote. And I could give vent to my sympathy through the ballot!

Well I am not the only one who was irresistibly drawn to Mamata out of sheer sympathy. The more communists hounded and battered her, the more popular she became across Bengal. Outraged citizens expressed their solidarity with the wronged woman by voting for her in election after election. And Mamata has won six in a row by huge margins. I would reckon that she has more well wishers than any other politician of the right or the left. Widely regarded as a victim of Marxist high-handedness, Mamata arouses the protective instinct of ordinary people. This is the secret of her invincibility.

For the record, communists unleashed not only hoodlums like Laloo Alam — the lynchpin of the Hazra attack — on Mamata but police officers loyal to the reds. In the dock are Kolkata police commissioner Ranjit Pachnanda and his immediate predecessor Gautam Mohan Chakraborty. Mamata has publicly accused Chakraborty, now ADG (Armed Police), of dragging her by the hair out of Writer's Building — the state secretariat — where she sat on a dharna on January 7, 1993 to demand justice for a rape victim.

Chakraborty is seen wearing a tie and blazer in photographs shot on that black day. But journalists and photographers were driven out before the police manhandled Mamata, apparently at then chief minister Buddhadev Bhattacharya's behest. And Pachnanda swears Mamata, not only bit her but tore her sari and blouse on October 25, 1998 during a demonstration at Bedi Bhawan in the heart of Kolkata.

Will Mamata forgive them or teach them a lesson so that no police officer dares to assault women cadre of any political party in future? Only Mamata knows the answer.

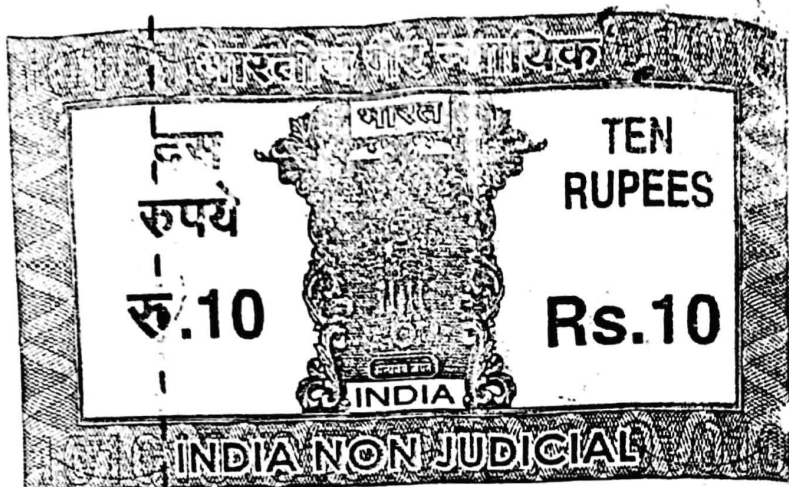
But one thing is clear: Mamata hasn't forgotten her 1993 eviction from Writer's Building as is evident from an October 2008 press conference where she recalled how Chakraborty beat her and dragged her by the hair. She also branded Chakraborty a communist agent and promised to punish him after capturing Writer's Building.

I know from impeccable sources that communist hoodlums and the police have inflicted so many injuries on Mamata that she still writhes in pain. There are 46 stitches on her skull. Her body is covered with wounds. There are injuries galore on her feet, legs, arms, abdomen and head. And the perpetrators, including senior police officers, are still at large. Along with her, countless women workers were also beaten black and blue. Mamata did not trust government hospitals in Bengal. So she received medical treatment either in Kolkata's private hospitals or at the All India Institute of Medical Sciences in Delhi.

The world saw Mamata's cool exterior when she took her oath in the Raj Bhawan. She looked unflappable. Every now and then I saw her gently smile – not at anyone in particular but to herself. However, one can imagine the anger seething inside her. Her heart may be aching for revenge but her head must be telling her to bide her time. The question is: Will she wait to unleash all that pent up fury? Or will she strike while the iron is hot?

S. N. M. Abdi is a consulting editor, writer, columnist & broadcaster from India

১৯৬ □ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে যেমন দেখেছি



পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বঙ্গাল WEST BENGAL

32AA 077223

BY SPEED POST WITH A/D.

The State Public Information Officer,
Home Department,
Writers' Buildings,
Kolkata - 700 001.

Date: 20.02.2012.

Information wanted under the RTI Act, 2005.

Sir,

The Kolkata Police had yesterday changed the now widely known as the Park Street Rape Case into a more heinous Gang Rape Case. 3 (three) of the accused persons have been taken to police custody as per order of the Magistrate and 2 (two) are still at large.

The Chief Minister was partially right when on 16.02.2012 morning she said in public "This is a five-day old news", since the crime had taken place on the night of 5th/6th February.

She also added that a particular channel was deliberately playing this up five days later. She dubbed it as a conspiracy and claimed that Police had immediately taken action.

Contd...P/2

:: 2 ::

She would not have definitely made such a statement, if she had not received a report from the Kolkata Police to that effect since the Police sends a daily report of all the major crimes, alleged or real, reported on the previous day. Thus, the police report received by the Chief Minister on 15.02.2012 must have said what the Chief Minister repeated in public on 16.02.2012.

Shri R. Pachnanda, the present Police Commissioner is well-known for his best efforts to avoid the Press. But strangely enough, he called a formal Press Conference in his office that very afternoon (16.02.2012) and repeated what the Chief Minister had said in the morning. He said that no serious crime had taken place and the Press and the T.V. channels were making a mountain of a mole hill.

Here it may be quoted from Press Report of November 1998. "And Pachnanda, swears Mamata, not only bit her but tore her sari and blouse on October 25, 1998 during a demonstration at Bedi Bhavan in the heart of Kolkata."

As per reports, the victim reached home, courtesy a friend, in the early hours of 06.02.2012. She went to N.R.S. Medical College for treatment of her external wounds the very next day i.e. on 07.02.2012. She then went to Park Street Police Station on the next day i.e. on 08.02.2012. There her complaint was not only not taken seriously, but she was very badly humiliated by 2 (two) police officers and was turned away from the Police Station.

She again went to Park Street Police Station on the very next day i.e. on 09.02.2012 and lodged a formal F.I.R. The police had no other way, but to forward the FIR to the Court which ordered her medical examination. The police took her to the hospital the next day i.e., on 10.02.2012.

Now, the police claimed that the hospital authorities asked them to again take her to the hospital after 4 days i.e. on 14.02.2012 on the ground that no doctor was available. This has been squarely denied not only by the Hospital Superintendent but also by the Medical Officer In-charge of the concerned department. Both claimed that there was no question of non-availability of a doctor as the concerned department had as many as 10 (ten) regular doctors and 8 (eight) internees which makes a total of 18 (eighteen) qualified medical men.

Hence, this story of "non-availability of doctors" the police had mischievously made up to delay the medical examination as the police, even the ordinary people very well know that the delay of 4 days would be good enough "not to find any definite trace of any rape related injury" during the medical examination.

Since then, the otherwise ever-talking Chief Minister has strangely not made any more comment on this heinous crime on a woman. She always claims herself to be a champion for protection of woman.

The Chief Minister might have either forgotten the biting etc. in 1998 by Pachnanda or she might be using him as a slave now to carry out her unlawful orders or to take no notice of her unlawful actions e.g. the incident at Bhabanipur Police Station on the Jagadhatri Immersion night.

Incidentally, it may be mentioned here that I am yet to receive any reply to my 60 RTI Act Questions regarding that incident although more than 3 (three) months have elapsed. The complaint was received in both the Home Deptt. and by Kolkata Police on 15.11.2011. If the Home Dept. or the Kolkata Police are unable to send replies to my 60 questions without compromising the actions of the Chief Minister on that evening, I reserve my right to take further action as per law or if the Chief Minister so prays, I may forget the matter and forgive all those responsible for the totally unlawful actions by the police on that day as surely they had acted as per unlawful orders of the Chief Minister who was present at the spot.

It appears that last morning (20.02.2012) the C.M. had first called the C.P. and the Addl. C.P. to her chamber. After talking to these 2 (two) officers for nearly 20 minutes, both the D.C.D.s Smt. D. Sen and J. Shamim were summoned on emergency basis. As a result, such a disciplined officer like the Jt. D.C.D.D. Smt. D. Sen had to rush to Writers' Buildings in civil dress as she was not given time to change into her uniform. It was clear from the press conference of the duo, after meeting the C.M. that they told exactly what they were asked to tell by the C.M. and the C.P.

Now my questions are :

1. If the Chief Minister had received any written report from the police before she spoke on 16.02.2012 rubbishing the heinous crime against a woman.

If yes, a copy of the report may please be annexed.
2. It is reported that the Jt. C.P. Shri Shibaji Ghosh had reported the matter to the Chief Minister. Please state if this is correct and annex a copy.
3. But, if the Chief Minister had not received any such police report, why did she spoke in this manner on 16.02.2012 morning?

4. Who in the Home Deptt. Or in Kolkata Police, the present Chief Minister having the habit of directly talking to the police most of the time avoiding the Home Secretary or the Chief Secretary, was responsible for providing a false brief to the Chief Minister, which has now made not only a fool of herself, but has sufficiently eroded her credibility as a Champion of protection of the oppressed, specially of the women.
4. What now prevents the Chief Minister to come clean on the subject and to suitably punish the guilty policemen starting with the Police Commissioner Ranjit Pachnanda, who had not only bitten her and torn her sari and blouse on 25.10.1998 during the Bedi Bhaban demonstration as personally alleged by her at that time, but has, by holding the Press Conference on 16.02.2012 made many false statements not only to defend the guilty policemen but also to suppress this heinous crime.
5. It is now reported that Shri Supratim Sarkar, Joint C.P. has submitted a report holding S.I. Saikat Neogi and S.I. Manish Singh, both of Park Street Thana guilty of not only not seriously attending to the victim's complaint but also of humiliated her and her companion in bad language.

If yes, please annex a copy of the report and also report what penal actions has been taken against these two sub-inspectors.



(Dinku Kumar Choudhary)

পনের

মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দপ্তর স্বাস্থ্যমন্ত্রকের হালচাল

মমতা এস.এস কে. এম. হাসপাতাল এবং বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিতে আচমকা পরিদর্শনে যান। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি এক রোগীকে ভর্তি করান। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং একজন ভালো ডাক্তারকে সাসপেন্ড করেন। তাঁর একমাত্র অপরাধ ছিল যে তিনি হাতজোড় করে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি যেন জনতা ও সংবাদমাধ্যমের সামনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন না করে সুপারিন্টেন্ডেন্টের চেয়ারে এসে তাঁর সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনা করেন।

এরপর খবরে প্রকাশ পেল যে ডাঃ বি.সি. রায় শিশু হাসপাতাল, মালদা জেলা হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালে একের পর এক শিশুমৃত্যু হচ্ছে। মমতার উত্তর হল যে, এইসব শিশুরা গর্ভে আসাকালীন সিপিএমের সরকার ছিল। তিনি জানালেন যে এই ধরনের শিশুমৃত্যু আদৌ অস্বাভাবিক নয়। সেদিন আমরা অনেকেই হাসব না কাঁদব তা বুঝতে পারিনি।

এরপর ঝাড়গ্রাম সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালকে জেলা হাসপাতাল করার কথা ঘোষণা করা হল। সেখানে পরিবর্তন দেখা গেল মাত্র দুটি ক্ষেত্রে (১) সাইনবোর্ডে—‘সাব-ডিভিশনাল’ শব্দটি বদলে ‘জেলা’ লেখা হল, আর (২) চিফ মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ-এর পদের জন্য একটি নিয়োগপত্র জারি করা হল। দশ মাসের মধ্যে কোনো পরিকাঠামোগত বদল, কোনো অতিরিক্ত ডাক্তার, প্যারা-মেডিক্যাল স্টাফ, নার্স নিয়োগ ইত্যাদি কিছুই হয়নি। কোনো নতুন যন্ত্রপাতি আনা হয়নি।

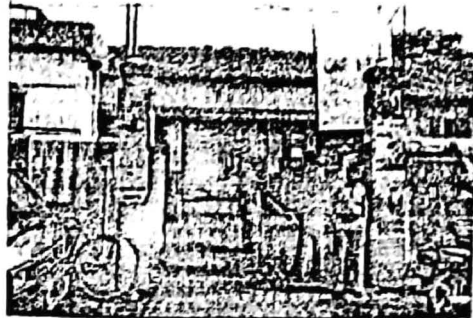
মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে অল্পপাতের মতো ঘোষণা বেরতেই পারে, কিন্তু রাতারাতি হাসপাতালের বাড়ি আসবে কোথেকে? দুর্মূল্য কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি, নতুন ডাক্তার, নতুন নার্স, নতুন প্যারা-মেডিক্যাল স্টাফ, এসব রাতারাতি আসবে কোথেকে?

গ্রুফ ‘ডি’ কর্মীদের কাজে অবহেলা, ওয়ার্ডে কুকুর-বেড়ালের অবাধ বিচরণ, রোগীদের উপর সিলিং পাখা ভেঙে পড়া, রোগীর আত্মীয়দের বোকা বানাতে ফাঁকা অস্বিজেন সিলিভার ব্যবহার, সর্বোপরি কলকাতার হাসপাতালগুলিতে রোগী ভর্তি করানোর জন্য দালালদের সগৌরব উপস্থিতি ইত্যাদি পুরনো ব্যাধিগুলি নির্বিঘ্নেই রয়েছে এবং বস্তুত বেড়েও চলেছে।

হাসপাতালের ডাক্তারদের এবং অন্যান্য কর্মীদের কিছু নতুন সংগঠন তৃণমূল কংগ্রেসের ছাতার তলায় এসেছে।

মমতা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকে আরেকজন প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন—যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল গুরুতর কিছু ঘটলে দায় চাপানোর মতো একজন থাকল, আর যদি কোনো কৃতিত্বের ঘটনা ঘটে তবে তা তিনি নিজেই নেবেন।

একটি বাংলা খবরের কাগজে প্রকাশিত খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট নীচে দেওয়া হল, এতে দেখা যাচ্ছে যে এই হাসপাতালগুলির অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে সেখানকার ডাক্তাররা অনেক রোগীকে ভিড়ে-ভর্তি শহুরে হাসপাতালগুলিতে 'রেফার' করতে বাধ্য হন।



খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতাল। ছবি: ডুফান মণ্ডল

নেই ওষুধ, ডাক্তার নেই বেড, তবু সেটা খানাকুল হাসপাতাল

ডুফান মণ্ডল: খানাকুল, ১২ মে— পর্যাপ্ত বেড নেই, চিকিৎসক-নার্স নেই, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতি নেই। এভাবে কোনওরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতাল। অথচ, কয়েক বছর আগে এটি অনেক আশা নিয়ে এক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে উন্নীত হয়েছিল গ্রামীণ হাসপাতালে। এলাকার মানুষ আশা করেছিলেন এবার হয়ত ভাল পরিষেবা পাওয়া যাবে, কিন্তু সে আশা হয়ই থেকে গেছে। গ্রামীণ এই হাসপাতালে বর্তমানে শয্যা সংখ্যা ৫০। ১ জন চিকিৎসকের বদলে আছেন ৫ জন। ২৪ জন নার্স থাকার কথা থাকলেও আছেন ১ জন। সাফাই কর্মীও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। হাত বিকলভাবেই এই 'নেই' হাসপাতালে সম্পূর্ণ পরিষেবা দেওয়া বা পাওয়া সম্ভব নয়। রোগীদেরকে দায় সমস্ত ওষুধই বাইরে থেকে কিনে দিতে হয়। অথচ, অবস্থাপন্ন কারো এই গ্রামীণ হাসপাতালটির গুরুত্ব অপরিণীত। কারণ, খানাকুলের প্রায় ৪ লাখ ১৪ হাজার মানুষের কাছে আশপাশে আর কোনও বিকল্প হাসপাতাল নেই। খানাকুল থেকে আশাভাগ মহকুমা হাসপাতাল বা হাওড়ার ঈশ্বরনাথায়াল হাসপাতালে যেতে হলে গাড়িতেই কমপক্ষে একঘণ্টা সময় লাগে। এখানে খানাকুলে রাজনৈতিক সমস্যা আর মাদকের নিত্যদিনের ঘটনা। কলে, বৈশ্বকোণ সমন্বিত স্টাফের চাপে নতুন করে রোগী ভর্তিই দেওয়া যায় না। প্রাথমিক চিকিৎসার পরই অন্যত্র 'রেফার' করে দিতে হয়। অথচ, এই হাসপাতালের চিকিৎসকদের সলিড ৫ লাখ বছর কোনও অংশেই কম নয়। যেখানে বড় বড় হাসপাতালের 'নার্স' চিকিৎসকেরা 'এইডস' রোগীদের বিরুদ্ধে সেন সেখানে এই হাসপাতালেরই বই চিকিৎসক গত বছর ২৮ ও ২৯ নভেম্বর পরপর দুদিন 'এইডস' আক্রান্ত দুই নার্সের বই সূচ সম্মেলনের জন্য মেওরান। তাদের মধ্যে একটি বাংলার 'সিজন' হবে। ব্রহ্ম বাহ্য আধিকারিক ডাঃ সত্যসীতা সাহা বলেন, হাসপাতালে চিকিৎসক ২ করিসেবা কম থাকার জন্য কিছু সমস্যা রয়েছে। যাতে এই সংস্থা তাড়াতাড়ি ত্রুটি দূর করে সে হাসপাতাল উন্নত করণকল্পে জানানো হয়েছে।

ষোল

জঙ্গলমহলে মমতার সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা

আমরা অনেকেই টি.ভি. চ্যানেল গুলিতে ছত্রধর ও শশধর মাহাতোর মা, সেই বৃন্দা বিধবা মহিলাকে দেখেছি, তিনি তাঁদের মাটির বাড়ির দাওয়ায় বসে নরম গলায় বলেছেন, “ভোটের আগে তিনি (মমতা) লালগড়ে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি (১) সশস্ত্র যৌথ বাহিনী তুলে নেবেন এবং (২) সমস্ত বন্দিদের মুক্তি দেবেন। উনি এসব বলেছিলেন ভোট পাওয়ার জন্য। এখন উনি গদি পেয়ে গেছেন, ওনার আর এক্ষুনি আমাদের ভোটের দরকার নেই। উনি ওনার কোনো প্রতিশ্রুতি পালন করেননি—যৌথ বাহিনী তুলে নেওয়া হয়নি; আমার এক ছেলে শশধর তাদের গুলিতে মারা গেছে, আরেক ছেলে ছত্রধর জেলে পচছে; উনি ওনার কথা রাখেননি।’

২০১২-র ১০ এপ্রিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নতুন ভূমিকায় জঙ্গলমহল সফর করার ঠিক আগের দিন ছত্রধরদের মা এই কথাগুলি বলেছিলেন। ২৫ এপ্রিল, ২০১২ তারিখের দ্য টেলিগ্রাফ-এর পেপার কাটিং এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হল।

জঙ্গলমহলের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ১০,০০০ শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, সামাজিক উন্নয়ন কর্মীর পদ সৃষ্টি করার পরিবর্তে মমতা, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার একমাস পরে, ঝাড়গ্রামে এক জনসভায় ১০,০০০ পুলিশের চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। জঙ্গলমহলের মানুষ চায়নি যে তাদের ১০,০০০ যুবক-যুবতী তাদের নিজেদের মানুষের উপর উৎপীড়নকারী, দুর্নীতিগ্রস্ত ঘুষখোর পুলিশ হয়ে উঠুক। জঙ্গলমহলের প্রয়োজন ছিল নতুন-নতুন স্কুলের জন্য আরো শিক্ষক, আরো স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আরো স্বাস্থ্যকর্মী, আরো উন্নয়ন প্রকল্পে আরো উন্নয়নকর্মী।

লালগড়ের ছোটপেলিয়া গ্রামের বাসিন্দা, ২৫/২৬ বছরের হপন (স্বপন) হাঁসদার তীক্ষ্ণ কথাগুলি আমার মনে পড়ে, “আপনারা স্বাধীন হয়েছেন ৬০ বছর আগে, আমরা স্বাধীন হয়েছি মাত্র একমাস আগে।” আমরা কলকাতার কয়েকজন তৃণমূল কর্মী বিরোধী নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও দলের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সভাপতি সুব্রত বস্কীর নেতৃত্বে ২০০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ছোটপেলিয়া গ্রামে গিয়েছিলাম। এর ঠিক একমাস আগেই ৫/৬ নভেম্বর ভোরবেলা, মেদিনীপুর টাউনের কাছে ভাদুতলায় মুখ্যমন্ত্রী বৃন্দাবন ভট্টাচার্যের কনভয় চলে যাওয়ার পরক্ষণেই মাইন বিস্ফোরণের ঘটনার ৩/৪ দিন পরে, সিপিএমের উচ্চ বৃত্তিধারী লালগড় থানার অফিসার-ইন-চার্জ সন্দীপ সিংহরায় মাওবাদীদের আশ্রয়দাতাদের খোঁজে ঐ গ্রামে তল্লাশি চালান।

বৃন্দদেব ভট্টাচার্য শালবনি গিয়েছিলেন জিন্দাল গ্রুপ অফ কোম্পানিজের প্রস্তাবিত ইম্পাত কারখানার শিলান্যাস করতে। তার ঠিক আগের দিন, অর্থাৎ ২০০৮-এর ১ নভেম্বর, আমরা তৃণমূল নেতাদের একটি দল হিসেবে বিধায়ক সৌগত রায়ের নেতৃত্বে গোয়ালতোড় থানার ভেতরের দিকের কিছু গ্রামে গিয়েছিলাম, সেখানে তৃণমূল কর্মীরা মস্ত্রি সুশান্ত ঘোষের সংগঠিত সিপিএমের বাইক বাহিনীর দ্বারা বারবার আক্রান্ত হচ্ছিলেন। ফেরার পথে বিকেলের দিকে শালবনির রাস্তায় আমাদের সঙ্গে এস.পি., ডি আই জি ও অন্যান্য পুলিশকর্তাদের দেখা হয়েছিল। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগের দিন পুলিশি ব্যবস্থার তদারক করতে এসেছিলেন। তখন আমরা গোয়ালতোড়ের গ্রামগুলিতে সিপিএমের দমনপীড়ন সম্পর্কে তাঁদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। এস.পি. আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সফরের পরদিনই নিজে ঐ গ্রামগুলিতে যাবেন।

ঐ অঞ্চল কয়েক মিটার অন্তর পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও কেন ল্যান্ড মাইন ধরা পড়ল না, সে কথা রহস্যময়। মাইনটি রাস্তার খুব কাছেই মাটির তলায় পোতা হয় এবং মাইন ও দুষ্কৃতকারীদের হাতে ট্রিগার-সুইচ সংযোগকারী প্রায় ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের তার রাস্তা ও রাস্তার পশ্চিমে সমান্তরাল রেললাইনের মধ্যবর্তী খোলা মাঠে খাটানো হয়। এই কাজ নিশ্চয়ই ১ নভেম্বর রাতের অন্ধকারে করা হয়ে থাকবে। বিস্ফোরণে কেন্দ্রীয় ইম্পাতমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের কনভয়ের এসকর্ট হিসেবে থাকা পুলিশ গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দুজন কনস্টেবল গুরুতরভাবে আহত হন।

মাইন চিহ্নিত করায় পুলিশি ব্যর্থতা ঢাকতে মেদিনীপুর, শালবনি ও লালগড় থানার পুলিশ অতি-সক্রিয় হয়ে ওঠে। লালগড় থানার অফিসার-ইন চার্জ এক স্থানীয় স্কুলের কিছু ছাত্র ও এক অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসেন, তাঁরা প্রাক্তন ছাত্রদের সামনে প্রধান শিক্ষকের পোশাক খুলে নেন এবং তাদের সবাইকে বেদম প্রহার করেন। যদিও তারা কেউ এ বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি। সুতরাং ৫ নভেম্বর রাতে সন্দীপ সিংহ রায় ছোটপেলিয়া গ্রামে হানা দেন। তিনি দরজা ঠেলে লোকের বাড়িতে ঢুক পড়েন, ঘুমন্ত নারী-পুরুষকে টেনে তোলেন (হাইকোর্টের বিচারপতি দিলীপ বসুর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) এবং তাদের নির্বিচারে মারধর করেন। পঞ্চাশ বছর বয়স্কা মহিলা ছিতামনি মুর্মু রাইফেলের বাটের আঘাতে তার বাঁ চোখটি হারান। আরেকজন গর্ভবতী মহিলা লক্ষীমণি প্রতিহার পেটে লাথি খেলে তাঁর গর্ভের সন্তান মারা যায়। অফিসার-ইন চার্জ তের জন সাঁওতাল মহিলাকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের থানায় নিয়ে আসেন। গ্রামে কোনো মাওবাদীকে পাওয়া যায়নি। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পরদিন বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রামবাসীরা দলিলপুর চকে জমায়েত হন এবং তিনটি দাবি তোলেন :

- (১) পুলিশকে সেখানে এসে ক্ষমা চাইতে হবে,
- (২) আহত মহিলাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এবং

(৩) কোনো উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করার সময় অবশ্যই গ্রামবাসীদের মতামত নিতে হবে।

এই অঞ্চলে পুলিশ ও বি.ডিও-র সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল সিপিএমের নেতা ও ক্যাডারদের হাতে। স্থানীয় পার্টি অফিসের ছাড়পত্র ছাড়া কোনো গ্রামবাসী কোনো সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতেন না। সিপিএমের আদেশে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিডিও, পুলিশ সুপার ও থানার অফিসাররা, কেউই মানুষের ক্ষোভকে শান্ত করার জন্য কিছু করতে পারেননি।

গ্রামবাসীরা ‘পুলিশী সন্ত্রাস-বিরোধী জনসাধারণের কমিটি’ তৈরি করেন এবং রাস্তা কেটে, গাছ ফেলে রাস্তা আটকে কালভার্ট ভেঙে নন্দীগ্রামের ধাঁচে আন্দোলন শুরু করেন। মানুষ দ্রুত কমিটির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হলেন। পুলিশ শুধু সিপিএমের কর্মী বা নেতাদেরই নয়, নিজেদেরও বাঁচাতে পারছিল না। পুলিশ বিভিন্ন গ্রাম থেকে সমস্ত মাওবাদী বিরোধী পুলিশ ক্যাম্প তুলে নিয়ে থানার মধ্যে বন্দিদশা কাটাতে লাগল।

আমি তৃণমূলের শীর্ষনেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলাম জনসাধারণের কমিটির নেতাদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করতে এবং নন্দীগ্রামের ধরনে তাদের সংগঠিত করতে। সেই পরামর্শ শোনা হল একমাস পরে, তখন তাঁরা ছোটপেলিয়া গ্রামে যেতে রাজি হলেন। রাস্তায় সুরত বন্ধীর সঙ্গে এক সময়ের ছোটখাট তৃণমূল কর্মী এবং তারপরে জঙ্গল মহলের মানুষের কণ্ঠ, ছত্রধর মাহাতোর সামান্য আলোচনা হয়, তবে সেই আলোচনা থেকে কিছু বেরিয়ে আসেনি। বাকিটা ইতিহাস।

সিপিএমের জেলা কমিটির নেতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সিপিএম সরকার মেদিনীপুর এবং কলকাতায় জনসাধারণের কমিটির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে লাগল। এক সময় কমিটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। সাঁওতালরা সব ধরনের অত্যাচার সহ্য করতে পারে, কিন্তু কখনো তাদের মহিলাদের অসম্মান মেনে নেয় না। কাজেই তাঁরা একদিন সকালে ধরমপুর গ্রামে সিপিএমের লোকাল কমিটির সম্পাদক অনুজ পাণ্ডের ঘাঁটি, তাঁর মার্বেল প্যালেস আক্রমণ করলেন, অনুজ পাণ্ডে এলাকা ছেড়ে পালালেন। সরকার, অর্থাৎ সিপিএম আর সহ্য করতে পারল না। সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের সাহায্য চাইলেন এবং ইউপিও-১ সরকার কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাল। ২০০৮ সালের ১৮ জুন রাজ্য পুলিশের সহায়তা প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী জঙ্গল মহলের ভূমিপুত্র, দরিদ্র আদিবাসীদের উপর তাদের শক্তিপ্রদর্শন করতে নেমে পড়ল। অনেককে হত্যা করা হল, অনেকে গ্রেপ্তার হলেন, বাকিরা নীরব হয়ে গেলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে পৌঁছলেন ছমাস পরে এবং জনসাধারণের কমিটির দাবি হাতে তুলে নেওয়ার জন্য তাঁর উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

কমিটি ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন বয়কট করে, যদিও ছত্রধর ও তাঁর স্ত্রী

যৌথ বাহিনী দ্বারা নির্মিত ও সুরক্ষিত বিশেষ পোলিং বুথগুলির একটিতে গিয়ে ভোট দিয়ে আসেন। ঝাড়গ্রাম আসনে সিপিআই (এম)-এর প্রার্থী অনাগ্রাসে জেতেন।

এরপর সিপিএম বিভিন্ন অঞ্চলে হার্মাদ ক্যাম্প সংগঠিত করতে শুরু করে। জনসাধারণের কমিটির সভাপতি নির্বিবাদি, শান্ত স্বভাবের লালমোহন চুডুকে হার্মাদ আর যৌথবাহিনী যৌথভাবে খুন করে। নেতাই গণহত্যা হার্মাদি কার্যকলাপের চূড়ান্ত ফলাফল। সারা রাজ্যের মানুষ টেলিভিশন ও খবরের কাগজে সিধু সোরেন ও তাঁর সঙ্গীদের মৃতদেহের ছবি দেখেছেন। জনগণ আরো দেখেছেন ঠিক যেভাবে মৃত পশুদের নিয়ে যাওয়া হয় সেইভাবে পুলিশ মৃত যুবতী মেয়েদের দেহ বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনাও সিপিএমের ঘটানো অন্তর্ঘাত, উদ্দেশ্য রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করা। মাওবাদী অথবা জনসাধারণের কমিটির এ ব্যাপারে কোনো হাত নেই। আমি 'মেনস্টিম' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এ ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ দিয়েছি। সিবিআই এ ব্যাপারে সিআই ডি-র মুখের ঝাল খেয়ে নিরীহ আদিবাসীদের চার্জশিট দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনো এই ভূঁয়ো মামলাগুলি পুনর্বিবেচনা করে দেখেননি এবং নির্দোষ মানুষেরা জেলে পচছেন। জ্ঞানেশ্বরী নাসকতার ঘটনা যে সিপিএম-এর ঘটানো ঘটনা তা আমি ঘটনার পর পরই বাংলা স্টেটম্যান পত্রিকায় প্রকাশ করেছি। পরে সাহিত্যিক মানিক মন্ডল মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকার সময় সুচোতুর কৌশলে জ্ঞানেশ্বরীর নাসকতার অন্যতম পাশা বলে ধৃত বাপী মাহাত, খগেন মাহাত, হীরালাল মাহাতদের গোপন চিঠি বের করে এনে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে মমতার হাতে পৌঁছে দেয়। এই চিঠিগুলো প্রকাশ হয়েছিল তেহেলকা পত্রিকায়। সেখানে মানিকের বক্তব্য এবং আমার বক্তব্য হুবহু মিলে যায়। মাওবাদীরা এ ঘটনা ঘটানি।

ধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লালগড়ে গিয়েছিলেন ২০০৮ সালের ৮ই আগস্ট। সেদিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। তাঁর সঙ্গে আসা ভূগমূল নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের দল স্থূল বাড়িতে আশ্রয় নেন। কিন্তু মাওবাদী নেতা কিশোরজির নির্দেশে প্রায় কুড়ি-তিরিশ হাজার লোক সেখানে জমায়েত হন এবং গ্রামের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আরো অনেকে সভাস্থলে পৌঁছতে পারেননি।

এ সভায় মমতা দুটি প্রতিশ্রুতি দেন—(১) যৌথ বাহিনী প্রত্যাহার ও (২) সমস্ত বন্দিদের মুক্তি—মুখ্যমন্ত্রীরূপে তাঁর প্রথম জঙ্গলমহল সফরের আগে যে দুটি বিষয়ে ছত্রধরের মা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। সিপিএমের পরিত্যক্ত জুতোয় পা গলানোর সঙ্গে সঙ্গে মমতা তাঁর প্রাক-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভুলে যান এবং জঙ্গলমহলের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

বিশেষ গোপন সূত্রে জানতে পারি মমতা কিশোরজিকে ফাঁদে ফেলেন সুচিকার দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে খবর পেয়ে। তারপর তিনি এক গোপন দূত মারফৎ

কিষণজিকে একেবারে শেষ করে দেবার নির্দেশ দেন এবং কিষণজির সঙ্গে থাকা প্রায় তিনকোটি টাকার মধ্যে আড়াই কোটি নিজে নিয়ে বাকি টাকা সুচিত্রার স্বামীকে দেন। সুচিত্রার স্বামীর দাদা সম্প্রতি সেই টাকা থেকে ২৩ লক্ষ টাকা কলকাতায় এক সম্পত্তি কিনতে কাজে লাগিয়েছেন। কিছু টাকা বড়ো বড়ো পুলিশ অফিসারেরাও আত্মসাৎ করেছেন, কিন্তু যেহেতু তিনিও জড়িত, তাই মমতা তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবেন না। এই বিষয়ে তথ্য জানার অধিকার আইনের আমার প্রজ্ঞাবলী সরকার চেপে দিয়েছে। এখন তিনি ব্যস্ত আদিবাসীদের মধ্যে থেকে কয়েক হাজার পুলিশকর্মী নিয়োগ করতে, কোনো স্কুল শিক্ষক, স্বাস্থ্য কর্মী, উন্নয়নকর্মী নিয়োগ করতে নয়। তিনি এখন ব্যস্ত জাগরী বাস্কে ও সুচিত্রা মাহাতোর মতো গ্রাম্য ললনাদের এয়ার হোস্টেস ব্লাউজ আর মেক-আপে সাজাতে।

তিনি এখন মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ ও তাদের ভারতীয় লেজুড়রা এবং স্বাধীনতার পরে সিপিএম জঙ্ঘালমহলের মানুষের সঙ্গে যেরকমই ব্যবহার করেছে, তিনিও এখন তাদের সঙ্গে ঠিক সেরকম ব্যবহার করেছেন।



The venue of the Lalgarh meeting at 3.23pm, two minutes before chief minister Mamata Banerjee stepped onto the stage on Tuesday. By the time the chief minister started her address at 4.25pm, more people had turned up but the turnout was much lower than that in 2010 when she attended a meeting at the same venue. Picture by Pradip Sanyal

Lalgarh's missing M

ARNAB GANGULY AND PRONAB MONDAL

August 9, 2010, Lalgarh Ramkrishna Higher Secondary School: As many as 10,000 people stand in rapt attention. Another 40,000 people are stuck on the roads leading to the venue.

The speaker: Mamata Banerjee, railway minister.

April 24, 2012, Lalgarh Ramkrishna Higher Secondary School: Between 2,500 and 3,000 people listen to a speech on peace and development. Some start wandering around before the 30-minute speech is wrapped up.

The speaker: Mamata Banerjee, chief minister.

April 24: Between 2010 and now, what has changed? Many things, including the designation, but the biggest change evident in Lalgarh today was the absence of Maoists and Maoist supporters from Mamata's rally.

Today, under the tarpaulin sheets tied to draw a cover against the scorching sun, most

supporters flocked closer to the dais with vast stretches in the back remaining empty.

Sources in the administration and the rebel outfit said that in August 2010, the Maoist-backed PCPA had mobilised around 40,000 supporters from villages like Pannapani, Bamel, Gohandanga and Lakshmanpur.

Maoist guerrilla leader Klahan had then issued a call to support the rally and frontal leaders like Asit Mahato and Manoj Mahato had led processions to the venue.

The reason for the effort was obvious: as railway minister and Bengal's principal Opposition leader, Mamata had objected to the continued presence of security forces in Jungle Mahal. After becoming chief minister, Mamata launched a peace initiative. The chief minister set up a committee of interlocutors to negotiate with the Maoists but she no longer voiced the demand to withdraw the central forces.

CONTINUED ON PAGE 4

you have to remain alert to prevent any disruption of peace," Mamata said.

Among the crowd, Mamata spotted soon-CPM supporters who were holding placards. "Those who have come from the CPM, I will ask them to sit down and not disturb the meeting. Let others listen. I know all these tricks. I know your party leaders have sent you to do such mischief," the chief minister said.

As in the past, Mamata spoke of a CPM-Maoist nexus. "When I came here the last time, I was branded a Maoist. The perpetrators of the Netai massacre have been provided shelter by the Maoists. So who are with the Maoists? The truth can't be suppressed," she said.

Trinamul leaders cited two reasons for the low turnout. "This is a government programme and not a party event. Otherwise, we would have lined up vehicles on the road to Lalgarh as we had done in August 2010. The weather is also not conducive for such meetings. The afternoons are excessively hot. In the villages, people don't come out during the afternoon," a senior Trinamul leader from West Midnapore said.

Some Lalgarh villagers who had once backed the rebels and then the Trinamul Congress are also getting disillusioned. "The new government gave us new ration cards. We were told that we would be given 2kg rice at Rs 2/kg against each card. We have six ration cards but the ration dealer gives us only 7kg rice. The promises have turned into a bunch of lies," said Manju Mahato of Benaicla.

Mamata announced a number of development programmes for Lalgarh and Jungle Mahal. "I have given what you asked for. I have given what you didn't ask for. I am ready to give whatever you want but you must promise to maintain peace. The government will look after those who fight against the Maoists and preserve peace," the chief minister said.

Trinamul points finger at heat

► FROM PAGE 2

Mamata's biggest success of the anti-Maoist operation in Bengal, the encounter killing of Kishan, took place after she became chief minister. The peace talks hit a hurdle, the committee is no longer active — and Kishan is dead.

The Maoists have now become vocal critics of the Trinamul-led government. Mamata has proudly paraded Maoist squad leaders like Jagori Baskey and Suchitra Mahanta at Writers' Buildings. In her successive visits to Jungle Mahal since last July, Mamata has called for the Maoists to show their arms.

For the Maoists stayed away from the rally and told their supporters to stay away. The district police had pulled out all the stops to ensure that security was foolproof, given the Maoist threat.

Manoj, a former PCPA leader who has recently joined Trinamul, stayed away from the meeting ground.

"I was busy collecting the crop from the paddy field," Manoj said. After a pause, he added: "The new government should release those who were arrested during the Lalgarh movement."

At the venue, Mamata cautioned Lalgarh villagers to ensure that the Maoists were not allowed to re-enter the villages in Jungle Mahal, where they had had the upper hand for nearly a decade.

"If you see people coming to the villages to sing songs — not any famous artists — run a check on their background."



Mamata holds the son of a teacher after handing over her appointment letter in Lalgarh on Tuesday. Picture by Proton

দার্জিলিং থেকে গোর্খাল্যান্ড —

মমতার অনেক ভুলের মধ্যে সর্বাধিক গুরুতর ভুল

নেপালের ৭৫টি জেলার মধ্যে মাত্র একটির নাম ‘গোর্খা’। নামটি এসেছে ‘নাথ’ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু গোরখনাথের নাম থেকে। বাংলায় সেন বংশের রাজত্বকালে (১১৫৯ সাল থেকে) ব্রাহ্মণরা নাথ সম্প্রদায়কে ‘অহিন্দু’ বলে ঘোষণা করে। তখন এই নাথ সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ নেপালে চলে যান এবং কর্ণালী নদীর উপত্যকায় ‘গোর্খা’ নামে রাজ্যটি তৈরি করেন।

১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে নেপালের লামজং জেলার রাজার ভাই দ্রব্য শাহ গোর্খা রাজ্য দখল করেন। তিনি ‘শাহ’ বংশের প্রতিষ্ঠাতা, এই বংশ ৪৪০ বছর রাজত্ব করে। এই বংশের শেষ রাজা জ্ঞানেন্দ্র কয়েক বছর আগে সমস্ত রাজনৈতিক দলের চাপে সিংহাসন ছেড়ে দেন এবং নেপাল প্রজাতন্ত্র হয়।

দ্রব্য শাহ-র এলাকা নেপাল বলে পরিচিত হয় ১৭৬৯ সালে, যখন কর্ণালী নদীর উপত্যকায় লামজং এবং গোর্খা সহ ২৪টি ছোটো রাজ্যকে একত্রিত করা হয়।

ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসকরা কিছু নেপালিভাষী মানুষকে তাদের সেনাবাহিনীতে নিতে রাজি হয়, কারণ ইচ্ছা নেপালি সংঘর্ষগুলির সময় (এগুলিকে যুদ্ধ বলা কখনোই উচিত হবে না) তারা দেখেছিল যে নেপালের মানুষেরা ভালো বোম্বা। বেহেতু প্রথম কিছু সৈন্য নেপালের ‘গোর্খা’ জেলা থেকে নিয়োগ করা হয় তাই নবগঠিত ব্যাটেলিয়নের নাম হয় গুর্খা, যা গোর্খার সাহেবি উচ্চারণ।

১৮০০-এর ৭-এর দশকে কোনো সময় ব্রিটিশ সরকার সিকিমের রাজার কাছ থেকে কার্শিয়াং-সহ দার্জিলিং ১০০ বছরের জন্য লিজ নেয়। উদ্দেশ্য ভারতে ব্রিটিশদের বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যস্বার্থের একটি জায়গা করা। দ্বিতীয় ইচ্ছা-ভূটানি যুদ্ধের পর এই নতুন জেলার সঙ্গে কালিম্পং যুক্ত হয়। ১৯৭০ সিকিমের মহারাজা চোগিয়ালের আমেরিকান রানি হোপ কুক ‘লাইফ’ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে দার্জিলিংকে সিকিমের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলেন, যুক্তি ১০০ বছরের লিজের সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে। সে সময় ইন্দিরা গান্ধি সিকিমকে ভারতের আওতাভুক্ত করে নেন।

সমতলে শিলিগুড়ি থেকে পশুচালিত গাড়িতে করে অসুস্থ ব্রিটিশদের দার্জিলিং নিয়ে যাওয়ার জন্য হিলকার্ট রোড তৈরি করা হয়। স্থানীয় আদিবাসীরা ঠান্ডায় পাহাড়ে গিয়ে কাজ করতে রাজি হয়নি। তাই ব্রিটিশরা সস্তায় নেপালি শ্রমিকদের নিয়ে

আসে। হিলকাট রোড তৈরি হয়ে যাওয়ার পর এই নেপালিরা অনেকেই দার্জিলিং ও কাশিয়াং-এর চা-বাগিচায় কাজ করতে শুরু করে। গুর্খা রেজিমেন্টের নেপালি সৈনিকরা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ১৫ থেকে ৩০ বছর কাজ করার পর দার্জিলিংয়ে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করে। স্বাধীনতার পর গুর্খা রেজিমেন্টের ৫টি ব্যাটেলিয়নের মধ্যে ২টি ব্রিটিশরা ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়, আর ৩টি ভারতের নতুন সরকারের আওতায় আসে। নেপালিরা অনেকেই পরে আসে এবং তারা দ্রুত সংখ্যার দিক দিয়ে পাহাড়ের আদি বাসিন্দা লেপচাদের ছাপিয়ে যায়।

পাহাড়ি আলাদা রাজ্যের দাবি প্রথম বাংলার আইনসভায় তোলেন সিপিআই নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণ, ১৯৪৬-৪৭ সালে যখন বাংলা ভাগের কথা আলোচনা হচ্ছিল। তিনি অন্য কোনো দলের সমর্থন পাননি।

স্বাধীনতা এবং বাংলাভাগের পর দম্বর সিং গুরুং অল ইন্ডিয়া গোখা লিগ গঠন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই নর বাহাদুর গুরুং এ.আই.জি. এল.-এর নেতা হন। ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কালিম্পাং আসনে এআইজিএল প্রার্থী আর এন. দহল কংগ্রেস প্রার্থী কুম্ভবাহাদুর গুরুংয়ের কাছে পরাজিত হন, আমি তখন ঐ অঞ্চলের এসডিও -তথা -রিটার্নিং অফিসার। তবে এআইজিএল প্রার্থীরা দার্জিলিং এবং জোড়-বাংলো (এখন কাশিয়াং) থেকে জয়ী হন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রান্তন গুর্খা-ক্যাপ্টেন, দার্জিলিংয়ের ডি.পি.রাই প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারে (১৯৬৭) জায়গা পান। তিনি সিপিএমের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সরব ছিলেন, কারণ সিপিএমের একটি কট্টর অংশই নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান ঘটায়। কিন্তু দার্জিলিং লোকসভা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ মৈত্রেয়ী বসু জয়ী হন। ১৯৭১ সালে রতন লাল ব্রাহ্মণ সিপিএম প্রার্থী হিসেবে ডঃ বসুকে হারিয়ে ঐ আসনে জেতেন, কারণ কংগ্রেস ও এআইজিএল-এর মধ্যে ভোট ভাগাভাগি হয়েছিল।

সংবিধান রচনার সময় পাহাড়ি বসবাসকারী নেপালি বংশোদ্ভূত মানুষদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল। তার আগে নেপালের রাজা ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ তাঁর প্রধানমন্ত্রী শামশের জং বাহাদুর রাণার তাড়া খেয়ে ভারতে চলে আসেন। নেহরু তখন শাহকে সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল ফ্রেন্ডশিপ চুক্তিতে ঠিক হয় যে, দু দেশের নাগরিকরা সীমান্ত পেরিয়ে মুক্তভাবে যাতায়াত করতে পারবেন এবং অন্য দেশে চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি করার স্বাধীনতা পাবেন, কিন্তু নাগরিকত্ব অর্থাৎ ভোটাধিকার পাবেন না।

ত্রিভুবনের ছেলে মহেন্দ্র রাজা হয়ে বেশি-বেশি নেপালি-ভাষী মানুষকে ভারতের দিকে ঠেলার পরিকল্পনা করলেন। তাঁর এই পরিকল্পনায় নেপাল হল হাতের চোটোর মতো, যে হাতের পাঁচটি আঙুল হল দার্জিলিং, তরাই, ডুয়ার্স, আসামের মেঘালয় অঞ্চল (যা তখনো আলাদা রাজ্য নয়) এবং অরুণাচল প্রদেশ। তিনি এ.আই.জি.এল. কে উৎসাহ এবং টাকা দুই-ই দিতে লাগলেন। কিন্তু কেন্দ্র অথবা পশ্চিমবঙ্গের

কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে দার্জিলিংকে বিচ্ছিন্ন করার দাবিকে বিশেষ পাত্তা দিল না। এআইজিএল-এর আন্দোলনও ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। কিন্তু ১৯৮০ সালে যখন মেঘালয়ের আদি বাসিন্দা খাসিরা হাজার-হাজার নেপালিকে মেঘালয় থেকে বের করে দিতে থাকে তখন সুভাষ ঘিসিং নামে এক অবসর প্রাপ্ত সৈনিক পাহাড়ে আলাদা রাজ্যের দাবিতে গোৰ্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের (জিএনএলএফ) পতাকার তলায় হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু করেন, আর বামফ্রন্ট সরকারের নেতা সিপিএম ঘাবড়ে যায়। মেঘালয় থেকে বিতাড়িত নেপালিরা জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় আশ্রয় নেন, আর ঘিসিংও সুযোগ পেয়ে যান। তিনি সেই সময় ইউ.এন.ও এবং নেপালের রাজার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন।

সিপিএমের শুধু জেলার নেতারা ই নন, মন্ত্রীরাও জীবনহানির আশঙ্কায় দার্জিলিং যাওয়া বন্ধ করে দেন এবং ঘিসিংয়ের দাবি মেনে দার্জিলিং গোৰ্খা পার্বত্য পরিষদ গঠন করেন। রাজ্য সরকারের পরামর্শে ঘিসিং সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিল সংশোধন করার বিষয়ে রাজি হয়ে যান।

বিমল গুরুং নামে ঘিসিংয়ের এক ক্লাস ফোর পাস প্রাক্তন সমর্থক আর নেপাল থেকে কয়েক বছর আগে নেপাল থেকে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে আসা রোশনগিরি নামে এক ব্যক্তি, আর এঁদেরই পরামর্শদাতা ললিত বাহাদুর পেরিয়ার নামে এক অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার—এঁরা ঘিসিংয়ের থেকে লুঠের বখরা চেয়েছিলেন। সেই বখরা না পেয়ে এঁরা গোৰ্খা জনমুক্তি মোর্চা (জি.জে. এম) নাম দিয়ে গুণ্ডাদের গোষ্ঠী সংগঠিত করলেন, তারপর ঘিসিংকে জোর করে তাঁর দপ্তর থেকে উচ্ছেদ করে তাঁকে দার্জিলিং-ছাড়া করলেন। ঘিসিং এখন জলপাইগুড়িতে থাকেন।

এইসব গুণ্ডার দলকে প্রশাসনের মাধ্যমে কড়া হাতে দমন না করে সিপিএম সরকার চুপচাপ বসে রইল। আর জি জে এম -এর এই গুণ্ডাদের দল নিজেদের হাতে আইন তুলে নিল, চা ও পর্যটনের উপর নির্ভরশীল দার্জিলিংয়ের অর্থনীতি ধ্বংস করার জন্য নৈরাজ্য সৃষ্টি করল। তারা টেলিফোন ও বিদ্যুতের বিলসহ সমস্ত সরকারি বকেয়া মেটানো বন্ধ করে দিল, একের পর এক বনধ ডাকতে লাগল, গাড়ির নম্বর প্লেটের 'ডব্লু বি' অক্ষর পালটে 'গোৰ্খাল্যান্ড' করে দিতে লাগল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমস্যাটি পান সিপিএম সরকারের কাছ থেকে। তিনি এর কোনো ইতিহাস —ভূগোল না জেনে এবং যারা জানে তাদের কোনো পরামর্শও না চেয়ে, তাঁর প্রথম দার্জিলিং সফরে গিয়েই তড়িঘড়ি জি জেএম-এর সঙ্গে জিটিএ ('গোৰ্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) চুক্তি সই করে এলেন। এই চুক্তিতে সইয়ের কালি পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই বিমল গুরুং ঘোষণা করলেন যে সম্পূর্ণ তরাই ও ডুয়ার্স নিয়ে পৃথক গোৰ্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে তাঁর আন্দোলন শিগগিরই শুরু হবে—সে কারণেই মমতার সঙ্গে চুক্তিতে তিনি সই না করে রোশন গিরিকে পাঠিয়েছিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলে গিয়েছিলেন যে নেপাল এখন প্রায় পুরোপুরি মাওবাদীদের হাতে, যে মাওবাদীরা চিনের থেকে টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে। আর নেপালের মাওবাদীরা ইতিমধ্যেই বিহার করিডোর দিয়ে ভারতের মাওবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তৈরি করেছে। জিটিএ নেপালি মাওবাদীদের ব্রীডাঙ্কেট হয়ে উঠবে এবং প্রায় খরগোশের মতো জন সংখ্যা বৃদ্ধি করার কারণে ও এখন নেপাল থেকে আরো বেশি বে-আইনী অভিবাসনের কারণে নেপালিরা কিছুদিনের মধ্যেই সংখ্যায় তরাই ও ডুয়ার্সের আদিবাসীদের ছাপিয়ে যাবে। তারপর তারা শুধু অভিবাসনের মাধ্যমে বিহার, বাংলা, আসাম ও অববুগাচল প্রদেশের বহু অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

মমতা অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি শ্যামল সেনের নেতৃত্বে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের চারজন অফিসার ও জিজিএম-এর চারজন প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি কমিটি করেছেন। এই চার অফিসার কমিটির কোনো মিটিংয়ে যাওয়ার সময়ই পান না। আর এই চারজন জিজিএম প্রতিনিধি কমিটির রিপোর্ট ঠিক করে দেবেন। আর কোনো দল বা আদিবাসী বিকাশ মন্ত্রণের মতো কোনো সংগঠনকে কমিটিতে ডাকা হয়নি। শ্যামল সেনকে আমি খুব কাছ থেকেই চিনি। তিনি খুব দৃঢ়চেতা নন।

জিজিএম ইতিমধ্যেই আদিবাসী বিকাশ মন্ত্রণের মধ্যে জন বারলা নামে এক মিরজাফর অথবা যোগেন মণ্ডলকে পেয়ে গেছে, তাকে ঘুষ খাইয়ে ডুয়ার্সে নৈরাজ্য তৈরি করতেও সমর্থ হয়েছে—কিছুদিন আগে শ্যামল সেন কমিটির উপর চাপ সৃষ্টি করতে জিজিএম যখন বনধ ডাকে তখন ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা বেঁধে যায়। পুলিশ সে সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন। তিনি হয়তো গোখাল্যান্ড দিতে গিয়ে আবার রাজ্য ভাগ করে আরেকজন কার্জন বা মাউন্টব্যাক্টেন হয়ে উঠবেন, আর তার ফলে দেশে আরো অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিটিএ মঞ্চুর করার সিদ্ধান্তে আমার সে-ই উক্তিটির কথা মনে পড়ে যায় “Fools rush in where angels fear to tread.”

আঠের

বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা জলচুক্তি
স্বাক্ষরিত হতে দেরি হওয়া দুদেশের পক্ষেই বিপজ্জনক।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশ সফরে যেতে রাজি না হয়ে মমতা বাংলাদেশের ভারত-পন্থী শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। যার ফলে বাংলাদেশে পরবর্তী নির্বাচনে হাসিনার সরকার পড়ে যেতে পারে এবং চিনা ড্রাগন ভারতে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

তিস্তার প্রায় ৩০০ কি.মি. এলাকা সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত—প্রত্যেকের অংশে ১০০ কি.মি। সিকিম তিস্তায় কিছু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প করার পরিকল্পনা নিয়েছে। রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে তিস্তা নদী (তার শাখানদীগুলি সহ) উপত্যকা প্রকল্প হাতে নেয়, রাজ্যের আশা ছিল কেন্দ্রের কাছ থেকে বড়ো অঙ্কের আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে। প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু হয় ছয়-এর দশকে। আমি ১৯৬৯ সালের অগাস্ট থেকে ১৯৭১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সার্ভে অ্যান্ড সেটলমেন্ট অফিসার হিসাবে নিযুক্ত ছিলাম তখন আমার অন্যতম দায়িত্ব ছিল সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের মৌজাগুলির মানচিত্র সরবরাহ করার। এই প্রকল্পের কাজে মূলত অর্ধাভাবের জন্য দেরি হতে থাকে। প্রায় ৩০ বছর পরেও প্রকল্পের কাজ অর্ধেকও শেষ হয়নি।

বাংলাদেশ শুধুমাত্র শুষ্ক মরসুমে নদীর জলের অর্ধেক দাবি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকার বদল হওয়ার আগেই ভারত সরকারের জলসম্পদ মন্ত্রক বাংলাদেশের সঙ্গে জলচুক্তির কাজ প্রায় সেরে ফেলেছিল। নতুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা দেখলেন যে বাংলাদেশ সরকারের বিষয়টি যাই হোক, কেন্দ্রীয় সরকারকে নাচানোর এ-ও এক অস্ত্র। আমি নিশ্চিত যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। তিনি এর আগে এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাননি।

তিনি আরো সময় চাইতেই পারতেন, এবং তার সঙ্গেই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গী হিসেবে বাংলাদেশ সফরে যেতে পারতেন। তিনি বোঝেননি যে শেখ হাসিনা তাঁর বাহ্যিক মুখভঙ্গি ও হাসির আড়ালে মমতার অসৌজন্যের ফলে কতটা চোট পেয়েছেন। মমতা বোঝেন না যে আমাদের গোটা দেশের জন্য শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ক্ষমতায় থাকা কতটা জরুরি। এখন মমতার এই কাজের ফলে শেখ হাসিনা বিপদে

পড়েছেন। প্রায় মৃত বেগম খালেদার বিএনপি এবং গোলাম আজমের ইসলামিক জামাত পাটি হাতে অস্ত্র পেয়ে গেছে। এই দলগুলি বনমের পর বনধ ডাকছে, দাঙ্গা সংগঠিত করছে যাতে মূলত হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছেন এবং অন্যান্য দুষ্কৃতকর্ম চালাচ্ছে। এই দলগুলি খোলাখুলিভাবে চিনের মদতপুষ্ট। ওদেশে নির্বাচন হতে আর দু বছরও বাকি নেই।

তিস্তা জলচুক্তি পিছিয়ে যাওয়ায় শেখ হাসিনা আমাদের যে সমস্ত দাবি মঞ্জুর করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছেন, সেগুলি হল—(১) মূলত চিটাগাং-সহ বাংলাদেশের অন্যান্য বন্দর ব্যবহার, (২) এই বন্দরগুলি থেকে এবং পর্যন্ত স্থলপথে যাতায়াতের রাস্তা, (৩) পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাকে যুক্ত করতে করিডর, (৪) আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে গ্যাস সরবরাহ, (৫) ভারতীয় কোম্পানিগুলির বাংলাদেশে বিনিয়োগ এবং (৬) সর্বশেষে দুদেশের মধ্যে মুক্ত-বাণিজ্য চুক্তি।

গত ১ এপ্রিল ভারত সরকারের প্রাক্তন সচিব, কাঁথির প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ (১৯৯৯-২০০৪) এবং বর্তমানে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ভারত সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা ডঃ এন. কে. সেনগুপ্ত শেখ হাসিনাকে সৌজন্য জানাতে ফোন করেন। সে সময় শেখ হাসিনা তাঁর মনোভাব খুলে বলেন। তিনি বলেন যে, মমতা সময় নিতে পারতেন, কিন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশে আসা তাঁর উচিত ছিল, তাছাড়া শেষ মুহুর্তে ঢাকা আসছেন না জানিয়ে শেখ হাসিনা সরকারকে অপ্রস্তুতে ফেলারও কোনো দরকার ছিল না।

মমতা মোটেই বুঝতে পারছেন না যে বাংলাদেশের ভারতকে যতটা প্রয়োজন, ভারতের বাংলাদেশকে তার চেয়ে ঢের বেশি প্রয়োজন। শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় থাকাকালীন যদি ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়াতে না পারে তবে বিএনপি জামাত জোট, যদি তারা পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে, হিন্দু ভারতকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে—তাদের নেতারা এ বিষয়ে কিছুই গোপন করেননি। চিনের সঙ্গে সজেই আসবে পাকিস্তান, আইএসআই, পাকিস্তানি ও ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী এবং সর্বোপরি, ভারতের মাওবাদীরা। ভুললে চলবে না যে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে লুকিয়ে থাকা কে.এল.ও. ও উলফা জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং বাংলাদেশে আইএসআই-এর খোলাখুলি কাজ করার পরিকল্পনা প্রায় ভেঙে দিয়েছেন।

তিস্তার জল আমাদের দরকার, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি দরকার বাংলাদেশে হাসিনার ভারত-পন্থী সরকার। বাংলাদেশে হাসিনার সরকার ফেলতে সাহায্য করবে এমন কিছু আমরা করতে পারি না। কারণ তা ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক হবে, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে আরো বিপজ্জনক হবে।

আমাদের ভুললে চলবে না যে বাংলাদেশে এখনো দু কোটি হিন্দু বাস করে। বিএনপি জামাত সরকার যদি সেখানে ক্ষমতায় ফিরে আসে তবে তাঁদের মধ্যে

অনেককে হত্যা করা হবে, আর লাখ-লাখ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে না। বিএনপি-জামাআত সরকার হয়তো সংখ্যালঘু প্রধান মুর্শিদাবাদ, মালদা আর উত্তর দিনাজপুর জেলার, উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট সাব-ডিভিশন ও বারাসাত সাব-ডিভিশনের সীমান্তবর্তী এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি অংশের কাছে আকর্ষণের কারণ হতে পারে। ভুললে চলবে না যে গত বছর সেক্টরেই উত্তর চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা হয়ে গেছে, বার কলে হিন্দুরা সংখ্যালঘু এমন অনেক অঞ্চলে দুর্গাপূজো বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মনি গত ৭ মে রবীন্দ্রনাথের ১৫১ তম জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষে নিউ দিল্লি আসেন, আমাদের উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্টদের সঙ্গে তিনি একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সে সময় তিনি স্পষ্টভাবে আমাদের বিদেশমন্ত্রী ও জল সম্পদ মন্ত্রীকে মনে করিয়ে দেন যে তিস্তা জলচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে আরো দেরি হলে শেখ হাসিনার সরকারও গুরুতরভাবে ঝুঁকি খাবে এবং তার পুরো সুবিধা পাবে বেগম খালেদা, চীন ও পাকিস্তান।

ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা করেন 'ভারতবর্ষের জনগণ', পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, আসামের জনগণ, উড়িষ্যার জনগণ, পাঞ্জাবের জনগণ কিংবা তামিলনাড়ুর জনগণ নন। সংবিধানে 'বিদেশ' পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত। কেন্দ্রে যদি কোনো শক্তিশালী সরকার থাকত তবে সেই সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা জলচুক্তি করা সম্পর্কে মমতার স্বপ্নমেয়াদী ওজর-আগন্তি অনায়াসে উড়িয়ে দিতে পারত।

এই চুক্তি দ্রুত স্বাক্ষরিত হলে সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষ এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা অনেক স্থায়ী সুবিধা পাবে, যা তিস্তার জল ভাগ ছাপিয়ে যাবে। কলকাতা হয়তো পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠবে। ভুললে চলবে না সু-কি-র নেতৃত্বে মায়ানমারের নবোদিত গণতান্ত্রিক সরকার এই অঞ্চলে শিগগিরই গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠবে, দেশটির হাতে প্রচুর বনিজ সম্পদ ও সামুদ্রিক পণ্য আছে—আর ইয়াঙ্গান (মায়ানমারের রাজধানী) থেকে দিল্লি বাওয়ার রাস্তা শুধুমাত্র কলকাতার উপর দিয়েই যায়।

তিস্তার জল দু দেশেই আগুন জ্বালাতে পারে এবং সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশকে তিস্তার কিছুটা জল বেশি দিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হবে না, কারণ উত্তর বঙ্গে তিস্তার কমান্ড এরিয়ার ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় প্রচুর এবং তা সবসময় তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা ইত্যাদি নদীগুলি পূরণ করে, কারণ এখানে মাটির উপরের স্তর প্রচুর রস্ম বিশিষ্ট। কিন্তু তিস্তার জল না দেওয়ার ফলে দীর্ঘমেয়াদে আমাদের অনেক বেশি ক্ষতি হবে।

উনিশ

সন্টলেবের প্লটগুলিকে নিষ্কর করে দেওয়ার বিপজ্জনক সরকারি পদক্ষেপ

আমি গত ৪ মার্চ 'দ্য স্টেটসম্যানে'-সাংবাদিক অনিন্দিতা চৌধুরীর রিপোর্টে সন্টলেবের লিঙ্গ দেওয়া জমিগুলি নিষ্কর করে দেওয়ার সরকারি পদক্ষেপের কথা পড়ে বিস্মিত হয়েছি। যদি একাজ করা হয় তবে জ্যোতি বসু মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে তাঁর ঘনিষ্ঠদের খেয়ালখুশি মতো জমি দিয়ে যে অপরাধ করেছেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুধু তাকে চাপা দেওয়ার অপরাধেই অপরাধী হবেন না, তার সঙ্গে তাঁর কাজের ফলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কবরে পাশ ফিরে শোবেন।

মুখ্যমন্ত্রী কী জানেন না যে কী উদ্দেশ্যে বিধান রায় সন্টলেব সিটি প্রতিষ্ঠা করেন? এমন কারুর সঙ্গে কি তিনি আলোচনা করেননি যাঁরা সেকথা জানেন? যাঁরা তাঁকে বলবেন যে পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার (১৯৬২-৬৭) (সে সময় বিধান পরিষদ ছিল) এস্টিমেট কমিটির ২৬ তম রিপোর্ট, যা ১৯৬৫ সালে প্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন প্রকাশিত হয়, সেই রিপোর্টে সরকারে পরামর্শ দেওয়া হয় বিধান রায়ের আগেকার সিদ্ধান্তগুলি মেনে চলতে, অর্থাৎ—(১) আবাসিক প্লট (মাত্র ২ কাঠা কত্রে) ই.ডব্লু. এস. ও এল.আই. জি বর্গের লোকেদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, (২) ৩ থেকে ৪ কাঠার প্লটগুলি এম. আই.জি বর্গের লোকেদের দেওয়া হবে, (৩) তার থেকে বড়ো আয়তন বিশিষ্ট প্লটগুলি শুধুমাত্র হাউজিং কোঅপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে দেওয়া হবে, যে সোসাইটিগুলি এলআই.জি ও এম. আই.জি বর্গের অন্তত ৮ জনকে নিয়ে গঠিত হবে। সেই সময় অমৃতবাজার ও আনন্দবাজার পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সেখানে শুধুমাত্র বিভিন্ন আয়তনের প্লট পাওয়ার যোগ্যতা হিসেবে বিভিন্ন আয়-বিশিষ্ট বর্গের কথাই বলে দেওয়া হয়নি, আরো দুটি শংসাপত্রও চাওয়া হয়েছিল—(১) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের থেকে আয়ের শংসাপত্র এবং (২) তৎকালীন সি.এম.ডি.এ, বর্তমানে কে.এম.ডি.এ এলাকায় কোনো জমির মালিকানা না-থাকার শংসাপত্র। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় যখন সন্টলেব সিটি নির্মাণের কথা ভাবেন তখন তাঁর মাথায় ছিল শুধুমাত্র বাঙালিদের কথা, বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্ধাস্তুদের কথা।

১৯৬৫ সালের শেষের দিকে সেক্টর-ওয়ানের নির্মাণ শেষ হয়ে গিয়েছিল, আবেদনপত্র চেয়ে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খুব বেশি লোক ওদিকে যান নি, কারণ

বালির উপরে নির্মিত বাড়ির স্থায়িত্ব নিয়ে লোকের মনে সন্দেহ ছিল। রাজ্যপাল ধরমবীর ১৯৬৮ সালে বিদ্যাসাগর কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির শিলান্যাস করেন। এই সোসাইটি তৈরি করেন মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকরা। যখন ঐ অঞ্চলে তিনতলা বাড়িগুলি উঠতে লাগল তখন বহুলোক সরকারি প্রশাসকের (সেচ দপ্তরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার) কাছে নিয়মমাফিক আবেদনপত্র পাঠাতে লাগলেন। আইন অনুযায়ী এই প্রশাসকই একমাত্র কর্তৃপক্ষ যিনি আবেদনপত্রগুলি খতিয়ে দেখবেন এবং যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য প্লট বরাদ্দ করবেন। ১৯৭২ সালে সন্টলেকে এআইসিসি-র অধিবেশন হওয়ার পর এবং সেখানে ইন্দিরা গান্ধীর অস্থায়ী বসবাসের জন্য ইন্দিরা ভবন নামে একটি খড়ে ছাওয়া বাড়ি নির্মিত হওয়ার পর, প্রয়োজনীয় শংসাপত্র-সহ বিধিসম্মত আবেদনপত্র পাঠানোর ধুম পড়ে গেল।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন বা সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় কখনো সন্টলেকে জমি বন্টনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেননি, অথবা কোনোভাবে কোনো সুপারিশও করেননি। তাঁরা সং মানুষ ছিলেন। একজন গৃহহীন অবস্থায়, অন্যের দানের উপর নির্ভর করে, অনেক ক্ষুধার্ত দিন-রাত্রি কাটিয়ে মারা যান। আরেকজন ব্যারিস্টার হিসেবে তাঁর নিজের ক্ষমতায় কোটিপতি ছিলেন। বামফ্রন্ট যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে ক্ষমতায় চলে আসে (—যা ঘটেছিল মূলত জনতা দলে প্রফুল্ল সেনের কিছু সঙ্গীর ভুল পরামর্শের ফলে)—তখন সেক্টর-ওয়ানের প্রায় সমস্ত প্লট সরকারি প্রশাসকের মাধ্যমে সঠিকভাবে ও আইনী পদ্ধতিতে বন্টিত হয়ে গেছে, সেক্টর টু ও থ্রি-র প্লটগুলি বন্টনের জন্য প্রায় তৈরি এবং প্লটের চাহিদাও প্রচুর।

বামফ্রন্ট সরকারের বিভাগীয় (নগরোন্নয়ন দপ্তর) মন্ত্রী প্রশান্ত শূর প্রথমেই একটি প্লট বন্টন কমিটি করে দিলেন, সেই কমিটিতে ছিলেন সুভাষ চক্রবর্তী, যিনি তখনো পর্যন্ত শুধুই বিধায়ক, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আপ্ত সহায়ক জয়কৃষ্ণ ঘোষের ভাই হরেকৃষ্ণ ঘোষ এবং সরকারি প্রশাসক, যিনি এই কমিটির সম্পাদক। তখন এমন হল যে, কমিটির সদস্যরা পকেট থেকে ম্লিপ বার করে যাদের নাম সুপারিশ করতেন শুধুমাত্র তাঁরাই প্লট পেতেন। একথা সবাই জানত যে সুপারিশ করার আগে কমিটির প্রত্যেক সদস্য আবেদনকারীর কাছ থেকে সুপারিশ করা প্লটের যা দাম, তার সমান অঙ্কের টাকা ঘুষ নিচ্ছেন, যে টাকার একটি অংশ পেতো সিপিআই(এম) দল। এমনকী পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী লটারির মাধ্যমে এবং কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির প্লট বন্টনের ক্ষেত্রেও কলকাঠি নাড়া হত।

সমস্ত প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে গেল যখন ১৯৮৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মন্ত্রী প্রশান্ত শূর মূলত অবাঙালি ব্যবসায়ীদের ১৮০ টি প্লট দিলেন, অবশ্যই তাঁর দল সিপিআই(এম)-এর জন্য প্রচুর চাঁদা এবং নিজের জন্য আলাদা করে বড়ো অঙ্কের টাকার বিনিময়ে। তাঁর ছেলে রঞ্জিত শূর বাবার হয়ে ঐ টাকা সংগ্রহ করেন। প্রশান্তবাবু নির্বাচনের পর বিধানসভায় একথা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং তাঁর লোভনীয় মন্ত্রিত্বটি হারান।

তাঁর জায়গায় ঐ মন্ত্রকে আনা হয় বৃন্দদেব ভট্টাচার্যকে। যিনি ব্যক্তিগতভাবে সৎ বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁকেও তাঁর পার্টি ব্যবসায়ীদের প্রট দিতে বাধ্য করেছিল। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত ২৫ শতাংশ প্রট আলাদা কোটায় সংরক্ষিত ছিল, এই প্রটগুলি শুধুমাত্র মন্ত্রীর ইচ্ছায় বণ্টিত হত। বৃন্দদেব ভট্টাচার্য যখন কার্যত পুলিশমন্ত্রী হয়ে যান সেই সময় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত কিছুদিন এই মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনিও, সম্ভবত চাঁদা তোলার জন্য, কিছু অবাঙালি ব্যবসায়ীদের জমি দেন।

১৯৮৬ সালের জুন মাসে সন্টলেক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (আবাসিকদের) হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করে। পিটিশনে অভিযোগ করা হয় যে সন্টলেকের মাস্টার প্লানে বিকৃতি ঘটিয়ে পার্ক, সবুজ ক্ষেত্র ইত্যাদির থেকে বেশি বেশি করে আবাসিক প্লটের জন্য জমি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, উদ্দেশ্য মন্ত্রীদের হাত দিয়ে প্রট বণ্টন করা। বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৬-র ৭ জুন থেকে প্রট বণ্টনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে অদ্ভুতভাবে তিনি অ্যাডভোকেট জেনারেলের মৌখিক অনুরোধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন এবং প্রট বণ্টনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। সন্টলেক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এরপর এ বিষয়ে শুনানির জন্য একাধিক উদ্যোগ নেয়, কিন্তু প্রতিবারই তারা স্বয়ং বিচারপতির বাধার সম্মুখীন হয়। বিচারপতি নিজেই তাঁর নিজের মঞ্জুর করা মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ কোটায় আবেদন করেন এবং ঐ কোটায় প্রথম জমি পান, যা বিচারপতিদের জন্য নির্দিষ্ট করা ব্যবহার বিধির সম্পূর্ণ লঙ্ঘন। এরপর ঐ বিষয়ের ফাইল হারিয়ে যায় এবং প্রায় ১০ বছর সেই অবস্থাতেই থাকে। সন্টলেকের বড়ো রাস্তাটি সেন্ট্রাল পার্কে ধাক্কা খেয়ে যেখানে বাঁদিকে ঘুরছে তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের কাছের সবুজ অংশ জমি নেওয়া হয় এফডি ৪৫২ প্রটটির জন্য। এই এফ ৪৫২-র বিরাট প্রটটিকে চারভাগে ভাগ করে সেরা কর্নার প্রটটি দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীর দুই শ্যালকের মধ্যে বড়োজন, 'ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়া' সুবিমল বসু ওরফে বিমল বসুকে, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় স্ত্রী কমল বসুর ভাইকে। তিনি মদ্যপ ছিলেন, ৫৫বি হিন্দুস্থান পার্কে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে থাকতেন এবং নিজে তিনি কপর্দকশূন্য ছিলেন।

সেইসময় তিনি যকৃতের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর থেকে মাত্র কয়েকদিন দূরে, এসএসকেএম হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি মৃত্যুর ঠিক আগে রেজিস্ট্রিকৃত উইলে এফডি ৪৫২ ডি নম্বর প্রটটি মুখ্যমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে শুব্রত ওরফে চন্দন বসুকে দিয়ে যান। যদিও সিএফ-৩৯৯ নম্বর প্রটে চন্দন বসুর একটি সাড়ে তিনতলা প্রাসাদোপম বাড়ি ছিল, যে বাড়ির একতলার ম্যাজেনাইন ফ্লোরটি ভূগর্ভস্থ। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী সিএফ ৩৯৯ তে তাঁর ছেলের বাড়ির কাছাকাছি থাকার জন্য ইন্দিরা ভবনে চলে এসেছেন। পরবর্তীকালে চন্দনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ডলির বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়, কারণ ডলির পায়ের, কোলের ও দোলের নামে তিনটি মেয়ে হয়েছিল, কোনো ছেলে হয়নি, বিবাহ বিচ্ছেদের দলিলে চন্দন সিএফ

৩৯৯-এর বাড়িটি ডলিকে উপহার দেন। এরপর চন্দন পায়েলের এক বাস্‌বীকে বিয়ে করেন। তিনি দমদম বিমানবন্দরের কর্মী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে এই মহিলা পঞ্চাশ বছরের স্বামীকে একটি ছেলে উপহার দেন। ততদিনে চন্দন এফ ডি ৪৫২-তে সাদা মার্বেল পাথরের তিনতলা বাড়ি করে ফেলেছেন, যে বাড়ি থেকে সেন্ট্রাল পার্কে নেতাজির মূর্তিটি প্রায় ছোঁয়া যায়।

এফডি ৪৫২-এর আরেকটি সাবপ্লট দেওয়া হয় মমতাজ আমেদের স্ত্রীকে। বেঙ্গাল চেশ্বার অফ কমার্সের এই সভাপতির বাড়িতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৈশভোজে গিয়ে তাঁর রন্ধন দক্ষতায় খুশি হয়েই তাকে প্লটটি দিয়েছিলেন, যেটি এখন প্রচুর টাকার বিনিময়ে আরেকজনকে বেআইনীভাবে হস্তান্তর করা হয়ে গেছে।

যাই হোক মুখ্যমন্ত্রী সবুজ ক্ষেত্র, পার্ক ইত্যাদি থেকে জমি নিয়ে এরকম ২০০টি-র বেশি প্লট বন্টন করেছিলেন। এর মধ্যে আছে সেক্টর-টু-তে একটি পার্কের অর্ধেক, যা দেওয়া হয়েছিল জয়কৃষ্ণ ঘোষের স্ত্রী দেবযানীকে। পাঁচতারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তৈরির জন্য, যে স্কুলের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল। শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস বামফ্রন্ট সরকারের নীতি অনুযায়ী কোনো ইংরেজি মাধ্যম স্কুলকে অনুমোদন দিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু জ্যোতি বসু তাঁকে বাধ্য করেন। এর আগে দেবযানী ঘোষ তাঁর স্বামীর সন্টলেকের বাড়ির একতলায় বেআইনীভাবে একটি বাচ্চাদের স্কুল চালাচ্ছিলেন। এই নতুন স্কুলটি ব্যবসায়ীদের দেওয়া লাখ-লাখ টাকা চাঁদায় তৈরি হয়। মুখ্যমন্ত্রীর এ ধরনের বেআইনী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অ্যাডভোকেট অবুণাভ ঘোষের রিট পিটিশন তখন থেকেই হাই কোর্টে পড়ে আছে।

১৯৯৫ সালে ‘কমন কজ’ বলে এক সংস্থা, যার সম্পাদক ছিলেন অবুণ শৌরির বাবা, তাঁরা সুপ্রীম কোর্টে রাজীব গান্ধীর আমলের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী সতীশ শর্মা ‘বেআইনীভাবে’ পেট্রলপাম্প প্রিয়জনকে দিয়েছেন এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী শীলা কল বেআইনীভাবে দিল্লিতে সরকারী আবাসন ও দোকানঘর প্রিয়জনদের দিয়েছেন—এই অভিযোগে দুটি মামলা করেন। বিচারপতি কুলদীপ সিংহ তাঁর রায়ে দুই মন্ত্রীকেই দোষী সাব্যস্ত করে প্রথমজনকে ৫ লক্ষ ও দ্বিতীয়জনকে ৬০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন এবং তাঁদের দু’জনেরই বিরুদ্ধে সিবিআইকে মামলা দায়ের করতে বলেন।

এই মামলার রায়ে বলীয়ান হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট অবুণাভ ঘোষ পৌরসভার কাউন্সিলর তারক সিংয়ের হয়ে সন্টলেকে অবৈধভাবে জমি বন্টনের দায়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে এক রিট পিটিশন দাখিল করেন বিচারপতি পিনাকী ঘোষের আদালতে। সব কাগজপত্র দিয়ে তাঁকে আমি সাহায্য করি ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মামলা চলে। আমারই বেয়াই নরনারায়ণ গুপ্ত ৪৪ দিন সওয়াল করেও জ্যোতি বসুকে বাঁচাতে পারেননি। বিচারপতি ঘোষ জ্যোতি বসুকে তীব্র তিরস্কার করে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা বাতিল করে দেন। কিন্তু তিনি তাঁর দেওয়া জমি মালিকদের কোন শাস্তি দেননি, ত্রুটিটা তাঁর নয়, আমাদেরই।

বোঝা যাচ্ছে যে পরবর্তী পঞ্চায়েত নির্বাচনে শুধু সরকারের দুই শরিকের সংঘর্ষে প্রচুর রক্তপাতই হবে না, অনেক পঞ্চায়েতে বামফ্রন্টের প্রার্থীরা লাভবান হবেন।

(৪) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিকে সরকারের বিপজ্জনক ঝোক এবং মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের জন্য ভাতার দেওয়ার মতো পদক্ষেপ ঘোষণা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সংরক্ষণ, যা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক, এছাড়াও সেই সব খারিজি (স্বীকৃতি প্রাপ্ত নয়) মাদ্রাসাগুলিকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যেখান থেকে ধর্মান্ধ ইসলামি মৌলবাদী ও শেষমেষ ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের জন্ম হয়, এই সিদ্ধান্তটিও শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করতে পারে।

(৫) সিন্ধুরের জমির মামলায় তড়িঘড়ি এমন একটি আইন করা হয় যা ইতিমধ্যেই হাইকোর্টে বাতিল হয়ে গেছে, পরাজিত পক্ষ নিঃসন্দেহে আবার সুপ্রিম কোর্টে যাবে এবং তার ফলে গোটা বিষয়টি নিয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

(৬) বাজেট-বহির্ভূত খাতে ব্যয় করার সরকারি প্রবণতা, যার ফলে আরো আর্থিক এবং আইনী জটিলতার সৃষ্টি হবে, যেমন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বেআইনী মদ খেয়ে মৃতদের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা।

(৭) তমলুক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এমন দুজন বড়ো মাপের দেনাদারের কাছে নোটিশ জারি করে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাঙ্কের ঋণ ফেরত দিচ্ছে না। এতে মমতা ব্যাঙ্কের ম্যানেজমেন্টকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে এফ.আই.আর করার নির্দেশ দেন। এর ফলে এ রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেছে। ব্রিটিশরা ১৯০৪ সালে মহাজনদের কবল থেকে গবির কৃষকদের বাঁচাতে সমবায় আইন করেন। সেই আইন বহু সময় পেরিয়ে আজো টিকে আছে। ব্যাঙ্কগুলি ৩৫ শতাংশের বেশি কৃষিঋণ দেয়। সমবায়ের আন্দোলন, আইন এবং এর সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে মমতার কোনো ধারণা নেই। তাঁর সমবায় মন্ত্রী পুলিশের লোক। স্থানীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার সরকারি অনুমোদন দেওয়ার পরেই এসব ক্ষেত্রে নোটিশ পাঠানো হয়। তাঁর চটজলদি পদক্ষেপ কৃষকদের প্রচুর হারে সুদ নেওয়া মহাজনদের দিকে আবার ঠেলে দিতে পারে।

(৮) ৫০টি জনের ঋণগ্রস্ত কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনায় কোনো সহানুভূতির বাক্য উচ্চারিত হয়নি, এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা বন্ধ করতে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার কথা না বলাই ভালো।

(৯) তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্রসংগঠন বিভিন্ন কলেজে ছাত্র সংসদ দখল করার জন্য কলেজে অশান্তির সৃষ্টি, অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের হেনস্থা ইত্যাদি তো করছেই, তবে তার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কলেজে তারা নিজেদের মধ্যে মাঝে মধ্যেই এমন কুৎসিতভাবে মারামারি করছে যে কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে।

(১০) কেন্দ্রে ইউপিএ-২ সরকারকে মমতার নিয়মিত ব্ল্যাকমেল, যার ফলে শুধু অর্থনৈতিক সংস্কারের পদক্ষেপই থমকে যাচ্ছে না, বাংলার স্বার্থরক্ষার খাতিরেই এসব করছেন, মমতার এহেন ভূয়ো দাবির ফলে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এখানে মাত্র দশটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, এই সংখ্যা এক ডজন বা গোটাকুড়ি ছাড়িয়ে যেতে পারে।

একুশ

আমি কে (লেখকের নিজের কথায়)

আমার একটিই জন্মদিন, ২৫ অক্টোবর, ১৯৩৭, বিজয়া দশমীর দিন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দুটি নয়। তার মধ্যে একটি তাঁর বাবা-মার বানানো। কোষ্ঠী অনুযায়ী ১৯৬০ সালের ৫ অক্টোবর, অষ্টমী পূজোর দিন। তাঁর সৌভাগ্য এবং আমাদের দুর্ভাগ্য যে তিনি সেই কোষ্ঠীটি পুড়িয়ে ফেলেন (পাতা ২০-২১ 'My Unforgettable Memories', তাঁর আত্মজীবনী, তাঁর বাংলা থেকে খুবই খারাপভাবে অনুবাদ করা—বইটি ২০১২-র কলকাতা বইমেলায় দিল্লির লোটাস পাবলিশার্স প্রকাশ করেছে)। এই পুস্তিকার তিন নং অধ্যায়ে তাঁর দুটি জন্মদিনের গোটা বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। আমার বাবা দীনেশ (ডাকনাম পাগলা) ১৯২০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর ১৯২৩ সালে জামশেদপুর টিস্কো ফ্যাক্টরিতে মেটাল শপ ট্রেনি হিসেবে যোগ দেন। কারণ তিনি বড়ো তালুকদারের ছেলে হিসেবে গ্রামে বসে নিষ্ফল জীবন কাটাতে চাননি। কাজে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই নিয়মিত রোজনামা লিখতেন। তাঁর সঙ্গে আগেই আমার মা নীহারকণার (জন্ম ১৯১০) বিয়ে হয়ে গেছিল। বিয়ের সময় নীহারকণার বয়স ১৩ বছর, তিনি প্রতিবেশী পাঁচ-ছটি গ্রামের আরেক তালুকদার পরিবারের পাঁচ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়—দুটি মেয়ে, একটি ছেলে ও তারপর আরো দুটি মেয়ে। আমার জন্মের দিন, তারিখ ও সময়, সকাল ৫টা ৪৫ মিনিট, সবই আমার বাবার রোজনামা লেখা ছিল। এই তারিখ ২৫.১০.১৯৩৭, আমার পূর্ববঙ্গ থেকে অভিবাসনের সার্টিফিকেট, স্কুল ফাইনালের (১৯৫২) সার্টিফিকেট, আমার সার্ভিস বুক, পাসপোর্ট সর্বত্র লেখা আছে।

আমার প্রপিতামহের একমাত্র মামা জগবন্ধু নাজির ছিলেন একইসঙ্গে তালুকদার ও নাজির, অর্থাৎ ঢাকা জেলার মুনশীগঞ্জ সাব-ডিভিশনের এসডিও অফিসে হেড ক্যাশিয়ার। সেখানে তাঁর একটি বাসাবাড়িও ছিল। ফারাকা থেকে গঙ্গার মূল শাখা পদ্মা, সেই পদ্মানদীর ধারে মুনশীগঞ্জ, যা তখন বিক্রমপুর পরগণার সদর বলে পরিচিত ছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের সুবে বাংলায় বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে তিনজন সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত ছিলেন, তাঁদেরই একজন চাঁদ রায়ের রাজধানী ছিল মুনশীগঞ্জ। চাঁদ রায়ের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন তাঁর ছোটো ভাই কৈদার রায়। গৌড়ের (মালদা) ভূঁইয়াদের ইশা খাঁর

সঙ্গে যুদ্ধে তাঁরা অনেক সৈন্য হারান, ঈশা খাঁ অতিথি সেজে এসে চাঁদ রায়ের বোন সোনাকে অপহরণ করে নিয়ে যান। সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র হারিয়ে রায়রা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। মুঘল বাহিনীর সেনাপতি, অম্বরের মহারাজা মানসিংহ রায় ভাইদের যুদ্ধে হারিয়ে তাঁদের হত্যা করেন। মুনশীগঞ্জে রায়দের বিরাট কেল্লার ভিতরকার প্রাসাদের উপরে উঠতে একশোর বেশি সিঁড়ি চড়তে হয়, পরবর্তীকালে প্রাসাদটি এসডিও-র বাসস্থানে পরিণত হয়। ১৯৪০ সালে যখন আমার বড়দা দিলীপ ম্যাট্রিকে সিনিয়র স্কলারশিপ পায়, সে বছর রাজ্য সরকারের প্রাক্তন চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্টস সুবলসখা মন্ডল প্রথম হয়েছিলেন—তখন এসডিও ছিলেন প্রয়াত অশোক মিত্র, আই.সি.এস। ব্রেনোলিয়া কোম্পানি এখনো তাদের স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর ভেষজ চুনিক ব্রেনোলিয়ার বিজ্ঞাপনে সুবলসখা মন্ডলের নাম ব্যবহার করে।

বিক্রমপুর পরগণার বজ্রযোগিনী গ্রাম অঙ্কের জাদুকর সোমেশ বসুর জন্মস্থান। তাঁর দুহাজার বছর আগে ঐ গ্রাম অতীশ দীপঙ্করের জন্ম দেয়, যিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন এবং ৮০ বছর বয়সে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতে যান। সেখানে গৌতম বুদ্ধ, অর্থাৎ ভগবান তথাগতর পরেই তাঁর উপাসনা করা হয়। ঐ গ্রাম থেকে একসময় সাত-সাতজন যুবক আইসিএস হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ সুকুমার সেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যসচিব ও ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার। সুদান সরকার ১৯৫৩ সালে সে দেশে নির্বাচন করার জন্য তাঁর সাহায্য চায়। সুদানের রাজধানী খার্তুমের একটি মূল রাস্তা তাঁর নামাঙ্কিত। তাঁর ছোটো ভাই ছিলেন প্রয়াত ব্যারিস্টার অশোক সেন, উজ্জ্বলতম কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, তিনি জওহরলাল নেহরুর ক্যাবিনেটে ছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীর ক্যাবিনেটে ছিলেন, এমনকী রাজিব গান্ধীর ক্যাবিনেটেও ছিলেন। ছোটোবেলায় আমি ঐ গ্রামের সেন বাড়িতে গেছি, আমাদের গ্রাম ভরাকর থেকে সে বাড়ির দূরত্ব ছিল পায়ে হাঁটা। আমার মায়ের এক পিসির সেই গ্রামের গৃহ পরিবারে বিয়ে হয়েছিল, আর তাঁর দ্বিতীয় ছেলের বিয়ে হয়েছিল ত্রিপুরার রাজপরিবারে।

জগবন্ধু নাজিবের একমাত্র বোন, আমার প্রপিতামহের মায়ের বিয়ে হয় পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর জেলায় এক জমিদারের সঙ্গে। তাঁর স্বামীর অল্পবয়সে মৃত্যু হয়, আমার প্রপিতামহ মহিম চন্দ্র ঘোষ রায় চৌধুরী তখন এক বছরের শিশু, তার ফলে তাঁকে সেই বিশাল জমিদারবাড়িতে অরক্ষিত অবস্থায় থাকতে হচ্ছিল। জগবন্ধু তাঁর বোন ও একমাত্র বোনপোর জীবনহানির আশঙ্কা করে তাদের ভরাকর গ্রামে নিয়ে আসেন, নিজের বাড়ির পাশে দিঘি, বাগান ইত্যাদি সহ ২৫ বিঘা জমির উপর তাদের নতুন বাড়ি করে দেন। তিনি উত্তরাধিকারহীন অবস্থায় মারা গেলে আমার প্রপিতামহ মহিমচন্দ্র ঘোষ রায় চৌধুরী তাঁর মামার পাঁচটি গ্রামের তালুকদারি পান, ঐ পাঁচটি

গ্রাম ছিল—ভরাকর, বহর, সর্দারপাড়া, নোআড্ডা ও বাইডা। তিনি ব্রিটিশ রাজের থেকে রায়চৌধুরী উপাধি পান, যা আমরা দেশভাগের পর বর্জন করি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর তুতো ভাই, সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি এবং অশোক সেনের স্বশুর এস.আর.দাশের জন্মস্থান তেলিরবাগ গ্রাম এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মস্থান রাঢ়িখাল, দুটিই আমাদের তালুকদারি গ্রাম এবং আমার মাতামহ বরদাচরণ দত্তর তালুকদারি গ্রাম, মিতারা, রাজবাড়ি, দিঘির পার ইত্যাদির বেশ কাছে। বরদাচরণ ছিলেন মুনশীগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের সেরেস্তাদার। আমার মায়ের মা গিরিন্দ্রবালা দেবি ছিলেন ঢাকার প্রখ্যাত রায় পরিবারের দুই বোনের অন্যতম। গিরিন্দ্রবালার বাবা ছিলেন উকিল, এছাড়া তিনি টানা ২৫ বছর জেলা কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর দশ ছেলে, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত এস. কে. রায়, বেঙ্গাল ল্যাম্প কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। রায় পরিবারে আমার এক তুতো ভাই এস. বি. রায় কয়েক বছরের জন্য (১৯৬৫-১৯৬৯) রাজ্যে স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন।

আমার প্রপিতামহের দুই জ্ঞাতিভাইয়ের একজন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ আমাদের গ্রামেই থাকতেন, তাঁর বাড়িতেই ছিল গ্রামের ডাকঘর, তাঁকে বলা হত পূর্বের বিদ্যাসাগর। এমন কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি নেই, যিনি তাঁর দুটি বিখ্যাত বই ‘প্রভাতচিন্তা’ ও ‘নিশীথচিন্তা’র প্রবন্ধগুলি পড়েননি, কারণ ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত প্রায় একশ বছর ধরে এই প্রবন্ধগুলি স্কুলের ক্লাস সেভেন থেকে কলেজের স্নাতক স্তর পর্যন্ত পাঠ্য ছিল। তিনি ভাওয়ালের রাজার এস্টেটের ম্যানেজারও ছিলেন, সেই সময় এস্টেটের দায়ভার ছিল কোর্ট অফ ওয়ার্ডস-এর হাতে। কারণ রাজা তখন রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান করেছিলেন, পরে যুবক রাজা আরো রহস্যজনকভাবে ফিরেও আসেন। জনপ্রিয় বাংলা ছবি ‘সন্ন্যাসীরাজা’-তে উত্তমকুমার এই রাজার ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন।

প্রপিতামহের আরেক জ্ঞাতি ভাই ছিলেন চন্দ্রমাধব ঘোষ, তিনি ১৮৮৫ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ২২ বছর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম বাঙালি বিচারপতিদের অন্যতম, শেষ দুবছর তিনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের দোতলায় ওঠার প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের সিঁড়িগুলির মধ্যবর্তী ল্যান্ডিংয়ে ‘The Public’ কর্তৃক স্থাপিত, তাঁর সাদা মার্বেল পাথরের আবক্ষ মূর্তি চোখে পড়ে। তাঁদের পৈত্রিক বসতবাড়িটি রাস্কুসী পল্লার গর্ভে চলে যাওয়ার পর তাঁরা বোলঘর গ্রামে চলে যান।

আমার প্রপিতামহ মহিম তালুকদার হওয়ার পর থেকে মাঝেমাঝে মুনশীগঞ্জে

থাকতেন। তিনি তাঁর তালুকদারি এস্টেটে রামপাল ও পঞ্চশর নামে আরো দুটি গ্রাম যোগ করেন এবং আজ থেকে প্রায় ১৭৫ বছর আগে তাঁর এস্টেটের বার্ষিক আয় ছিল ৮০,০০০ টাকা। মুনশীগঞ্জের একমাত্র নিয়মিত বাজারটিতে মাংস, মাছ, সবজি, বিবিধ টুকিটাকি জিনিসপত্রের জন্য আলাদা আলাদা ভাগ ছিল, সেই বাজার ও দৈনিক আর মাসকাবারি ব্যবহারের জিনিসপত্রে ১০০টি স্থায়ী দোকানের মাসিক ভাড়া থেকে তাঁর অতিরিক্ত আয় ছিল তিরিশ হাজার টাকা।

ভরাকরের সমস্ত পরিবারের ইতিহাস নিয়ে লেখা একটি টাউস বইতে এ সমস্ত তথ্য আছে। বইটি প্রকাশিত হওয়ার সময় আমি মেদিনীপুরের জেলাশাসক ছিলাম, যে তথ্যটি দিয়ে আমাদের পরিবারের ইতিহাস শেষ হয়। ১৯৭৫ সালে বইটি প্রকাশ করে মাইগ্র্যান্টস্ অ্যাসোসিয়েশন, এঁরা কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে একটি স্কুলে দুর্গাপূজা করতেন, তার সঙ্গে অন্যান্য সাংগীতিক ও সাহিত্যিক অনুষ্ঠান, সবশেষে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে প্রিয়া সিনেমা হলের পেছনে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে হতো বিজয়া সন্মিলনী, যেখানে ধনী অভিবাসীদের অর্থসাহায্যে গ্রামের মেধাবী ছেলে-মেয়েদের সোনা-রুপোর মেডেল ও স্কলারশিপ দেওয়া হত।

আমার বাবা টিস্কোর ব্লাস্ট ফার্নেস ডিভিশনের মেন্টিং শপে সুপারভাইজার হিসেবে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বছর দশেক চাকরি করেন। তিনি ও তাঁর ছেলেমেয়েরা টাটানগর জামশেদপুর অঞ্চলে গ্রীষ্মকালের তিনমাসের প্রচণ্ড গরম আর সহ্য করতে পারছিলেন না। আমার মাতামহ তাঁকে মুনশীগঞ্জে ডেকে পাঠান, তিনি এসডিও -র অফিসে বাবার চাকরির ব্যস্থা করে দেন। ব্রিটিশ ভারতের তীব্রতম খাদ্য সঙ্কটের সময়, অর্থাৎ পঞ্চাশের মধ্যভাগের সময় (১৯৪৩) মুনশীগঞ্জে সাব ডিভিশনে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর গঠিত হয়—জয়নুল আবেদিনের বহু ছবিতে ক্ষুধার্ত মানুষকে ফ্যানের জন্য কলকাতার রাস্তায় ভিক্ষা করতে দেখা যায়, দেখা যায় অনাহারে মৃত মানুষের স্তূপ, যেসব ছবি দেখলে চোখে জল আসে। এসডিও অশোক মিত্র আমার বাবাকে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের এয়ারসিপি ও এস.সি. এফ.এস হিসেবে নিয়োগ করে ছিলেন। সে সময় গোটা সাব-ডিভিশনে চালের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল এবং সকলেই বাঁলাম চাল নামে একধরনের চালের উপর নির্ভরশীল ছিল। সেই চাল নৌকায় করে ফরিদপুর, বরিশাল ও অন্যান্য উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হত। সমুদ্রে চলা বড় বড় বোটে ব্যবসায়ীরা বার্মা থেকে প্রচুর রসদ আনাতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকার ভারতরক্ষা আইনে বেশিরভাগ নৌকা ধ্বংস করে ফেলে এবং অনেক নৌকা বাজেয়াপ্ত করে, তাছাড়া সেনাবাহিনীর রসদের জন্য সরকার বাজার থেকে সমস্ত উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য তুলে নেয়; এইসব কারণে দুর্ভিক্ষ তীব্র আকার ধারণ করে এবং দ্রুত বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। শুধুমাত্র সরকারি হিসেবেই ১০ লাখ মানুষ প্রাণ হারান।

আমার বাবা রেশন দোকানগুলির মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টনের নেট ওয়ার্ক গড়ে তোলেন। চাল, মুসুর ডাল, সর্ষের তেল, চিনি এবং কেরাসিনের পাশাপাশি মার্কিন ধান নামে খসখসে কাপড়ও সরবরাহ করা হত। আমার বাবা সরকারি গুদামের ভাঁড়ার এবং রেশন দোকানের বণ্টন তদারক করতে নৌকায় চেপে দূরদূরান্তের গ্রামে চলে যেতেন। সুসংগঠিত রেশন ব্যবস্থা সঠিকভাবেই চলে, দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসে, এবং এসডিওর মাধ্যমে সরকার আমার বাবার পরিশ্রমের স্বীকৃতিও দেন। সরকার তখন ভালোভাবে কাজ করার জন্য ছোট ছোট অঙ্কে অর্থ পুরস্কার হিসেবে দিত।

কিন্তু কিছুদিন পরেই বিদেশি শাসকদের থেকে তথাকথিত স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য দেশভাগের ভূত দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে দেশভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সময় সমস্ত হিন্দু সরকারি কর্মচারীকে পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার অথবা পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকারে যোগ দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়।

আবার বাবাকে তাঁর মা তাঁর পৈত্রিক বাড়ি ও জমি ছেড়ে না যেতে আদেশ করেন। তিনি সেই আদেশ অমান্য করতে পারেননি। তিনি প্রথমে ময়মনসিংহের নেত্রকোনা সাব-ডিভিশনে ও তারপরে জামালপুরে সাব-ডিভিশনে বদলি হন।

১৯৫০ সালে ফেব্রুয়ারির শেষে দাঙ্গা শুরু হলে আমাদের সরকারি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়। আমি তখন জামালপুরের সরকারি স্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্র।

আমি আমার দুই দিদির সঙ্গে ভারতে আসি। ট্রেন শিয়ালদা পৌঁছলে আমরা ট্যাক্সি নিয়ে ৪৫, পাম এভেনিউতে আমাদের পিসির বাড়ি যাই—সেই বাড়িটি এখন ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরে থাকা রাজনীতিকদের সরকারি আবাস, যেখানে প্রদীপ ভট্টাচার্য ও সর্দার আমজাদ আলি খান আনন্দের সঙ্গে বৃন্দেব ভট্টাচার্য ও অন্যদের প্রতিবেশী হিসেবে আছেন। সেখান থেকে আমরা চুঁচুড়ার আমাদের মাসির বাড়ি যাই। তাঁর স্বামী পুরনো ইমামবাড়া সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন।

আমি চুঁচুড়ার ডাফ হাইস্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি হই। আমার বড়দি হুগলি কালেক্টরেটে চাকরি পান। ক্লাস টেনে ওঠার পর আমি আমার কাকা আর.এন. ঘোষের সঙ্গে থাকতে চলে যাই, তিনি তখন এইচ এম ভি গ্রামোফোন কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং নাগের বাজারের কাছে আর.এ. কিদোয়াই রোডে একটি প্রকাণ্ড বড়ো ভাড়া বাড়িতে থাকতেন।

আমি কে. কে. হিন্দু অ্যাকাডেমিতে ক্লাস টেনে ভর্তি হই এবং ১৯৫২ সালে মাসিক ১২ টাকায় জুনিয়র স্কলারশিপ নিয়ে স্কুল ফাইনাল পাশ করি। এরপর আমি দমদম মোতিঝিল কলেজে ভর্তি হই এবং ১৯৫৪ সালে সেখান থেকে মাসিক ১৮

টাকার জুনিয়র স্কলারশিপ নিয়ে আইএসসি পরীক্ষায় পাশ করি। সেখান থেকে আমি পদার্থ বিদ্যায় অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হই। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৫৬ সালে আমি অনার্স ডিগ্রি পাইনি, কারণ সায়েন্স কলেজে প্র্যাকটিকালের দ্বিতীয় পত্রে পরীক্ষার সময় আমি থার্মোমিটার ভেঙে ফেলি।

১৯৫৭ সালে আমি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামান্য বিভাগে বাণিজ্য শাখায় ভর্তি হই। এখানেও আমি দু নম্বরের জন্য প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হইনি, প্রয়োজনীয় ৬০০ নম্বরের জায়গায় আমি ৫৯৮ নম্বর পাই।

ইতিমধ্যে আমি ১৯৫৭ সালের পি.এস.সি. পরীক্ষায় অষ্টাদশ স্থান পেয়ে ১৯৫৮ সালে মহাকরণের ত্রাণ বিভাগে ১৩৫ টাকা মাসিক মাইনের লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরিতে ঢুকি। ১৯৫৭ সালের পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়েছিলেন জনৈক কাশীনাথ। ১৯৬০ সালে আমি ডব্লু. বি.সি.এস. পরীক্ষায় বসি এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করি। প্রথম দুটি স্থান পান কৃষ্ণপদ শান্তিল্য ও রবীন মুখোপাধ্যায়। আমি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হিসেবে কোচবিহারে পোস্টিং পাই। তিন বছরের কিছু বেশিদিন ডব্লুবিসিএস অফিসার হিসেবে কাজ করি। ১৯৬৩ সালে প্রথমবার আইএএস পরীক্ষায় বসে আমি আইপিএস অফিসারের চাকরি পাই। সে চাকরি নিইনি। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় আমি ১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আটজন আইএএস-এর মধ্যে শীর্ষস্থান পাই। ট্রেনিংয়ের পর কালিম্পংয়ের এসডিও নিযুক্ত হই এবং ১৯৬৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সেখানে যোগ দিই। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমি আমার প্রতিবেশী হিসেবে পাই স্যার বীরেন ও লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়ের বড়ো মেয়ে গীতাদিকে। তিনি স্থানীয় একটি কলেজে ইতিহাসের লেকচারার ছিলেন। তাঁর ছোটো বোন নীতা প্রেসিডেন্সি কলেজে আমাদের বছরেই পড়ত। আমার আরেক প্রতিবেশী ছিলেন সুধীরঞ্জন দাশ, দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন দাশের তুতো ভাই, অশোক সেনের স্বশুর এবং সর্বোপরি সুপ্রিম কোর্টের প্রথম বাঙালি প্রধান বিচারপতি। তাঁর আত্মজীবনী 'যা দেখেছি, যা পেয়েছি'-তে আমার সম্পর্কে কয়েক লাইন আছে।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর আমি আশা করেছিলাম যে স্বরাষ্ট্রবিভাগের অবর সচিব পদে নিযুক্ত হব, কারণ ব্যাচের প্রথম স্থানধিকারীকে এসডিও পদে কিছুদিন কাজ করার পর, ঐ পদ দেওয়াটাই ছিল রীতি। কিন্তু সেই সময় শিলিগুড়ি সাব-ডিভিশনে নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান শুরু হয় এবং আমি সেখানে এসডিও হিসেবে বদলি হয়ে যাই। এই অভ্যুত্থান নিয়ন্ত্রণে আসার পর আমি অতিরিক্ত জেলাশাসক হিসেবে নদিয়া জেলায় যাই। এরপর আমি কলকাতায় কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির অতিরিক্ত রেজিস্টার হিসেবে নিযুক্ত হই এবং আর সময় নষ্ট না করে আমার আট বছরের প্রেমিক চন্দ্রলেখাকে বিয়ে করে ফেলি। সে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ডজনখানেক নাতি-নাতনির মধ্যে তাঁর

সর্বাধিক প্রিয়। যদি এমন কোনো বাঙালি থেকে থাকে, যাকে যতীন্দ্রমোহনের ‘দিদি-হারা’ কবিতাটি (বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই, এমন সময় মাগো আমার শোলোক বলা কাজলাদিদি কই) নাড়া দেয়নি, তবে সে বাঙালিই নয়। তিনি প্রায় ৬৪ বছর আগে ‘শিশুসাথী’-তে ‘দুইটু’ নামে একটি কবিতা লেখেন, তাঁর প্রিয় নাতনি ‘কুহু’-র দুইটুমির কথা নিয়ে। বলা বাহুল্য, কুহু আমার জ্বর ডাকনাম।

চন্দ্রলেখার মা অটোগ্রাফ সংগ্রহ করতেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম এবং তৎকালীন বাংলার আরো বহু বিখ্যাত মানুষের অটোগ্রাফ তিনি সংগ্রহ করেন। তাঁর সেই অটোগ্রাফ খাতাটি আমার জ্বর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

আমি বিভিন্ন সময় যে সমস্ত পদে কাজ করেছি, সেগুলি হল (১) গোটা উত্তরবঙ্গের সার্ভে অ্যান্ড সেটলমেন্ট অফিসার (আগস্ট, ১৯৬৯—এপ্রিল ১৯৭১), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন (৩ ডিসেম্বর—১৪ ডিসেম্বর) ২ বছর ছিলাম নদীয়ার জেলাশাসক। জেলাশাসকের বাংলোর একতলাতেই ছিল আসল মুজিবনগর, অর্থাৎ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের রাজধানী, (৩) মেদিনীপুরের জেলা শাসক (মে, ১৯৭৩—আগস্ট, ১৯৭৬), সেই সময় অসীম চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ রাণা, মিহির রাণা, জয়শ্রী রাণা প্রমুখ নকশাল নেতারা গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়, (৪) রেজিস্টার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ (অগস্ট, ১৯৭৬—এপ্রিল, ১৯৮০), (৫) অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব (এপ্রিল, ১৯৮০—ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১), (৬) খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের বিশেষ সচিব (মার্চ, ১৯৮১—ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২) (৭) ত্রাণ ও জনকল্যাণ দপ্তরের সচিব (মার্চ, ১৯৮২- মার্চ ১৯৮৩), (৮) আয়রন অ্যান্ড স্টিল কর্পোরেশনের এবং পদাধিকার বলে, ভারত সরকারের ইস্পাত মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (এপ্রিল, ১৯৮৩—এপ্রিল, ১৯৮৮), (৯) শ্রম দপ্তরের সচিব (মে, ১৯৮৮—ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১), (১০) খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের সচিব (মার্চ, ১৯৯১—জুলাই, ১৯৯৩), (১১) পুর দপ্তরের সচিব (মার্চ, ১৯৯৩—জুলাই, ১৯৯৩) এবং (১২) তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব (আগস্ট, ১৯৯৩—অক্টোবর, ১৯৯৫)।

তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি.এ. সাংমা আমাকে সরকারিভাবে কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের অধিকর্তার পদ দিতে চেয়েছিলেন। আমি রাজি হইনি। পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের তৎকালীন চেয়ারম্যান শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে তাঁর সংস্থায় যোগ দিতে বলেন, আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করি।

আমার একমাত্র কন্যা দময়ন্তীর সঙ্গে প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল নরনারায়ণ গুপ্তর একমাত্র পুত্রের বিয়ে হয়েছে। আমার জামাতাও ব্যারিস্টার। আমার একমাত্র

ছেলে উদ্দলকের নিজস্ব ব্যবসা আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সচিব গৌতম বসুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। গৌতমের দুঃখজনক মৃত্যুর পর আমার ছেলে সমস্ত রকম রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

আমি ৩৭ বছর ৬ মাস সরকারি চাকরি করে ১৯৯৫ সালের ৩১ অক্টোবর অবসর নিই। পরের দিন আমি কংগ্রেসে যোগ দিই, সৌজন্যে শ্রী সোমেন মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি। মমতা তাঁর স্মৃতিকথায় সোমেন মিত্রকে ‘ছোড়া’ নামে ডেকেছেন। এছাড়া তিনি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে ‘বড়দা’, প্রিয়রঞ্জন দাশমুখীকে ‘মেজদা’ ও সোনিয়া গান্ধিকে ‘রানীমা’ বলে সম্বোধন করেছেন (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘My unforgettable Memories’-এর ১০০-১১২ পাতা—প্রতিলিপি নীচে দেওয়া হল)।

মমতার দলে আমার দুর্ভাগ্যের তের বছরের আখ্যান এক ও দুই নম্বর অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

সিঙ্গুর আন্দোলনের পর আমি প্রায় ছ বছর ধরে বহু সংবাদপত্রে উত্তর-সম্পাদকীয় দ্বিবাক্ষ লিখেছি।

এখন আমি বাইরের সমস্ত কাজ থেকে বিরতি নিয়ে একটি আত্মজীবনী লেখার কাজ শুরু করতে চাই—যেটিতে সব সত্য তথ্য দিয়ে বলা হবে, মমতার ‘Unforgettable memories’-এর মতো যা শুধু মিথ্যে আর মিথ্যে দিয়ে ভরা থাকবে না।



লেখক পরিচিতি

দীপক কুমার ঘোষ লেখক নন। তবু এই ৭৫ বছর বয়সে তিনি অনেক পরিগ্রহ করে বহু তথ্য, মূলতঃ সরকারী দলিলপত্র, চিঠি ইত্যাদি সংগ্রহ করে এই বইটি লিখেছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পদার্থ বিদ্যায়, মহারাজা নরীন্দ্র চন্দ্র কলেজ থেকে বাণিজ্যবিদ্যায় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজরা 'ল' কলেজ থেকে আইনে স্নাতক, স্কুল শিক্ষক, মহাকর্মে নিম্নবর্ণের কেরানী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং অবশেষে আই. এ. এস. পরীক্ষার পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে মোট ৩৭ বছর আমলার কাজ করেন, তারপর ২ বছর জাতীয় কংগ্রেস ও ১৩ বছর তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে দু'বার বিধায়ক হয়ে বর্তমানে তথাকথিত মূল্যবোধের রাজনীতি করা রাজনৈতিক নেতাদের মুখোশ খুলে দিতেই এই বইটি লিখেছেন।

সহস্রদয় পাঠকবর্গ তাদের অমূল্য মতামত জানালে লেখক বাধিত হবেন।



কলকাতা প্রকাশন

৪৮/১২ এন এস সি বোস রোড

কলকাতা - ৭০০০৪০

ফোন : ৯৮০৬০২৭৫৩৬ / ৭২৭৮৪৭৮০৮৩